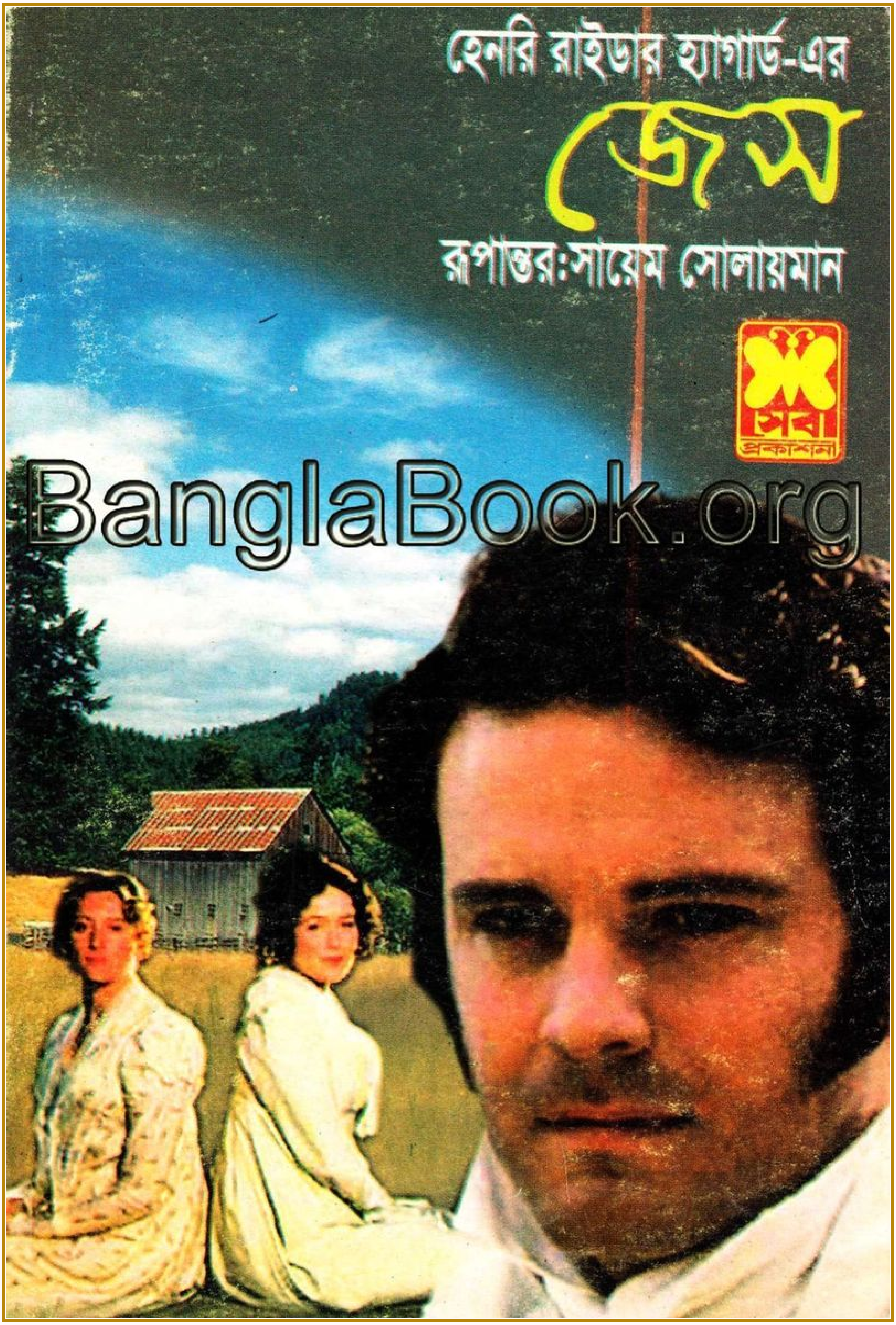

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুবাদ

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড-এর

# জেস

রূপান্তর □ সায়েম সোলায়মান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

# এক

সোনেলা আলো নয়, আগুনের চাবুক দিয়ে ট্রান্সভাল শাসন করছে সূর্য। সেই অত্যাচারে উৎসাহিত হয়ে শরতের স্বাভাবিক আবহাওয়ার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দাবদাহ, বাতাস তাই গনগনে। কয়লার মতো তপ্ত আকাশে পা দিতে ভয় পাচ্ছে মেঘ। প্রকৃতি ভুলে গেছে বৃষ্টিকে। কলির আশ্রয় ছেড়ে দুয়েকটা লিলি বোকার মতো উঁকি দিয়েছিল এদিকে-সেদিকে, নির্দয় উত্তাপের কাছে ধর্ষিতা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে এখন। অনাচার সইতে না পেরে মিইয়ে গেছে চওড়া রাস্তাটার দু'ধারের ঘাস। উড়ে এসে জুড়ে বসা ধুলো ঢেকে দিয়েছে সেগুলোর সবুজ রঙ। দূরে ঘূর্ণি উঠছে একটু পর পর। অসংখ্য মাটির কণা একটানে উঠে যাচ্ছে আকাশে, তারপর আছড়ে পড়ছে দিগন্তে। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে নরক মেনে নিয়েছে ট্রান্সভালের শ্রেষ্ঠত্ব।

চওড়া রাস্তাটার নাম ওয়াকারস্ট্রুম। সেটা ধরে এগিয়ে চলেছে একটা ঘোড়া। রোদের তেজ সইতে না পেরে ধুঁকছে। সওয়ারি মজবুত গড়নের এক লোক। বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। সুদর্শন। চোখের মণিদুটো নীল, গালে খোঁচা খোঁচা লালচে দাড়ি।

হাতের চাবুক দিয়ে ঘোড়াকে আলতো করে গুঁতো দিল সুদর্শন লোকটা। বলল, 'জলদি চল্। নইলে সারারাত হেঁটেও পৌঁছাতে পারবি না বুড়ো ক্রফটের বাড়িতে।' ঘোড়ার গতি বাড়ল। কথা থামাল আরোহী। সামনে একটা বাঁক দেখতে পেয়েছে।

খানিক বিরতির পর আবার শুরু হলো সওয়ারির স্বগতোক্তি, 'বুঝলি, মানুষের জীবনটা খুবই অদ্ভুত। এই আমার কথাই ধর্। ছিলাম ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে। অফিসাররা ডাকত, "ক্যাপ্টেন জন নেইল!"

www.BanglaBook.org

চোদ্দটা বছর ধরে শুনেছি সেই ডাক।...আহ্! কী যে ভালো লাগত শুনতে!' উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে তাকায় সে। 'আর এখন? হাজির হয়েছি দক্ষিণ আফ্রিকায়। এক বুড়ো ফার্মারের সহকারী হিসেবে কাজ করতে। তা-ও আবার চৌত্রিশ বছর বয়সে। জীবনটা নতুন করে শুরু করতে হবে...'

সামনে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে পেয়ে কথা থামাল সে। পিঠে এক মেয়েকে নিয়ে চার কি পাঁচশো গজ দূরে ছুটছে একটা পোনি। ওটাকে ধাওয়া করছে একটা উটপাখি। দুই ডানা দুই দিকে ছড়িয়ে ঘাড় সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে পাখিটা। লম্বা পদক্ষেপে একেকবারে পনেরো ফুটের মতো অতিক্রম করছে।

পোনিটা বিশ গজের মতো এগিয়ে আছে। ছুটে আসছে জনের দিকেই। পাঁচ সেকেন্ড কাটল। ঘোড়া আর উটপাখির মধ্যে দূরত্ব আরও কমেছে। অমঙ্গল আশঙ্কায় দুরুদুরু করছে জনের বুকের ভিতর।

সুযোগ বুঝে লাফিয়ে উঠল উটপাখি। শক্তিশালী পা দিয়ে আঘাত করল পোনির মেরুদণ্ডে। অল্পের জন্য বেঁচে গেল মেয়েটা। ঘোড়াটা চিৎকার করে উঠল ব্যথায়। পরমুহূর্তেই যেন অবশ হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে উল্টে পড়ল মাটিতে। সময়মতো সরে যাওয়ায় ঘোড়ার নীচে চাপা পড়া থেকে বাঁচল মেয়েটা।

কিন্তু বিপদ কাটেনি ওর। আবার ছুটে এল উটপাখি। আগের মতোই লাফিয়ে উঠল শূন্যে। উপায় না-দেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মেয়েটা। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

ওর পিঠের উপর লাফিয়ে পড়ল পাখিটা। সমানে লাথি দিচ্ছে। কখনও কখনও খামচাচ্ছে বড়-বড় বাঁকা নখ দিয়ে। মেয়েটার প্রাণ বের করে নেবে যেন।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করল জন। তীব্র গতিতে ছুটাল ওর ঘোড়াকে। হাজির হলো উন্মত্ত উটপাখির সামনে। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে মেয়েটার পিঠ থেকে নামল পাখিটা। ঘুরে মুখোমুখি হলো জনের। খুনে দৃষ্টিতে যাচাই করল কিছুক্ষণ। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল। প্রথম কয়েক কদম হেঁটে, তারপর প্রচণ্ড গতিতে।

স্যাডল থেকে নামল জন। ডান হাত মুঠো করল একবার। অনুভব



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করল চাবুকের অস্তিত্ব।

এগিয়ে আসছে উটপাখি। জনও প্রস্তুত। লাফিয়ে পড়ার আগ মুহূর্তে বিনা নোটিশে থমকে দাঁড়াল পাখিটা। কয়েকবার পিটপিট করল দু'চোখ। এদিক-ওদিক দোলাল ঘাড়।

হঠাৎ দুই ডানা দুই দিকে প্রসারিত করল পাখিটা। শূন্যে লাফিয়ে উঠেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জনের উপর। চমকে উঠে একপাশে সরে গেল জন। ওর মাথার ফুটখানেক দূর দিয়ে বেরিয়ে গেল একজোড়া নিষ্ঠুর পা। নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার সময় ডানার ঝটপটানি শুনল জন। চোখের কোনা দিয়ে দেখল, বাতাসে ভাসছে কয়েকটা লম্বা পালক। খুলে গেছে পাখিটার ডানা থেকে। ঘুরে পাখিটার মুখোমুখি হওয়ার সময় বুঝল, দেরি হয়ে গেছে। আগেই লাফিয়ে উঠেছে উটপাখি। শেষ মুহূর্তে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল জন। পারল না। কাঁধে লাগল লাথিটা। মাটিতে পড়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে কয়েকবার গড়ান খেল সে।

উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তেই। রাগে-উত্তেজনায় কাঁপছে। আবার ছুটে এল উটপাখি। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনও ছুটল পাখিটার দিকে। কাছাকাছি হওয়ামাত্র একমুহূর্ত থমকাল পাখিটা। লাথি না ঠোকর কোন্‌টা দেবে ভাবছে। মুহূর্তটা নষ্ট করল না জন। হাতে ধরা চাবুক দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করল পাখিটার ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল উটপাখি। তারপরই চিৎকার করে উঠল ব্যথায়। দৌড়ে গিয়ে পাখিটার একটা ডানা দু'হাতে চেপে ধরল জন। কায়দা করে ধরে রেখেছে চাবুকটাও।

ডানা ছাড়ানোর যতই চেষ্টা করে উটপাখি, আরও শক্ত করে চেপে ধরে জন। ঠোকর দেওয়ার চেষ্টা করলেই ডানা ধরে মারে টান। ভারসাম্য হারিয়ে টলমল করতে লাগল পাখিটা। অদ্ভুত সেই মল্লযুদ্ধে একে-অপরকে ঘিরে চক্কর খেল ওরা কিছুক্ষণ।

ঠোকর দিতে পারছে না বলে জনের ঘাড়ে মাথা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল পাখিটা। চিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল জন। ওর উপর লাফিয়ে চড়ল উটপাখি। লাথি মারতে লাগল একটানা।

মাটিতে পড়ে থাকা শত্রুকে খুব জোরে লাথি মারতে পারে না উটপাখি। পারলে তখনই মারা যেত জন। আর ওর গল্পটাও বলা হতো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না কোনও দিন।

আধ মিনিট কাটল। লাথির পর লাথি খাচ্ছে জন। সরে যেতে পারছে না কিছুতেই। দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে কয়েকবার, লাথি খেয়ে চিত হয়েছে। একতরফা মেরে চলেছে উটপাখি। ধীরে ধীরে বুজে আসছে জনের চোখ দুটো। ঝাপসা দেখছে সে, আঁধার হয়ে আসছে পৃথিবী। হাত থেকে চাবুক খসে গেছে কখন যেন। গড়াতে গড়াতে একবার উপুড়, পরেরবার চিত হচ্ছে বেচারা। হঠাৎ দেখল, একজোড়া ফর্সা হাত উটপাখিটার পা দুটো চেপে ধরল পিছন থেকে। পরমুহূর্তেই শোনা গেল চিৎকার: 'আমি পা ধরে রাখছি। তুমি ওর ঘাড় মটকে দাও।'

পা দুটো ছাড়ানোর চেষ্টা করল পাখিটা। একটা পা ছাড়াতে পারল। আরেকটা ছাড়াতে গিয়ে হোঁচট খেল আচমকা। উল্টে পড়ল মাটিতে। ধুলো আর পালকের একটা ঝড় উঠল। সুযোগ বুঝে দেরি করল না জন। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। দু'হাতে জাপটে ধরল হিংস্র পাখিটার ঘাড়। শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করল হাতে। তারপর মটকে দিল। হাড় ভাঙার আওয়াজটা শোনা গেল পরিষ্কার। নিথর হয়ে গেল উটপাখি।

উল্টে পড়ল জন। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। হাঁপাচ্ছে, দম নেওয়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। মেয়েটার সাড়া-শব্দ নেই। কী হয়েছে দেখার জন্য ঘাড় উঁচু করল জন। কিন্তু শুয়ে পড়তে হলো সঙ্গে সঙ্গে। মাথাটা ঘুরাচ্ছে এখনও। বিশ্রাম নিতে হবে আরও কিছুক্ষণ।

মিনিট দুয়েক পর আবার মাথা তুলল সে। খানিকটা সুস্থ বোধ করছে এখন। মেয়েটাকে দেখতে পেল। মৃত উটপাখির পেটের উপর মাথা দিয়ে পড়ে আছে। বালিশে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে যেন। চেহারাটা ভালোমতো দেখার পর ব্যথা-বেদনা সব ভুলে গেল জন।

মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী। ঢালু, চওড়া কপাল ওর। সোনালি চুলের কয়েকগাছি ঘামে ভিজে লেপ্টে আছে কপালে। চেহারা লম্বাটেও নয়, গোলাকারও নয়। চিবুক তীক্ষ্ণ। অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটা, চোখ তাই বন্ধ। বয়স বেশি হলে বিশ। লম্বা, পরিপূর্ণ গঠন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কনুই-এর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে মেয়েটার দিকে এগোল জন। কাছাকাছি হওয়ার পর থেমে উঠে বসল। মেয়েটার একটা হাত তুলে নিল ওর হাতে। এক হাতে ধরে রেখে আরেক হাত দিয়ে ডলতে লাগল। অল্প সময় পরই জ্ঞান ফিরে পেল মেয়েটা। চোখ খুলল।

আরেকদফা চমকে উঠতে হলো জনকে। চোখজোড়া চেহারার চেয়েও সুন্দর। মণি দুটো যেন স্বচ্ছ-টলমল পানিতে ঘন নীল দুটো দ্বীপ। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে ওর দিকেই। কী বলা উচিত ভেবে পেল না জন।

উঠে বসল মেয়েটা। তেমন একটা আহত হয়নি–হলে চেহারা দেখেই বোঝা যেত। তবে উটপাখির আঁচড়ে ওর পোশাক ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়। এলোমেলো চুল দু'হাত দিয়ে পরিপাটি করার চেষ্টা করল সে। হলো না ঠিকমতো। উসুখুসু চুল তার সৌন্দর্য ম্লান করল না একটুও। নিজের পোশাকের দিকে একবার তাকাল সে। অপ্রস্তুত হাসি হাসল। একটা ঢোক গিলে বলল, 'আমি মনে হয়...অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।'

'অস্বাভাবিক নয়,' মন্তব্য করল জন। মেয়েটাকে সম্মান দেখানো দরকার ভেবে হ্যাট খোলার জন্য হাত দিল মাথায়। বোকা বনতে হলো। উটপাখির সঙ্গে লড়াই-এর সময় হারিয়েছে সেটা। অনর্থক গলা খাঁকারি দিল সে। 'আশা করি খুব একটা লাগেনি তোমার?'

'জানি না,' মেয়েটার কণ্ঠে সন্দেহ। 'ব্যথা লাগছে না কোথাও।...শয়তান পাখিটাকে মারার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধন্যবাদটা গ্রহণ করল জন। 'উটপাখিটা তোমার পেছনে লাগল কেন?'

'তিন দিন আগে খামার থেকে পালাল ওটা। অনেক খুঁজেছি, কিন্তু পাইনি। আজও খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। কোত্থেকে যে হাজির হলো হঠাৎ...। গত বছর ঠোকর দিয়ে একটা ছেলেকে মেরে ফেলেছে ওটা। আমি চাচাকে বললাম, খুনিটাকে বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই, গুলি করে মারো। কিন্তু চাচা...' জন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে কথা থামাল মেয়েটা। কিছুটা লজ্জা পেয়ে দৃষ্টি নত করল।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিস্থিতি সামলাতে আবারও গলা খাঁকারি দিল জন। 'তুমি তা হলে মিস ক্রুফট?'

অপরূপ চোখ দুটো তুলে তাকাল মেয়েটা। কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে। হাসল পরমুহূর্তেই। 'দু'জন মিস ক্রুফট আছে, আমি একজন। তুমি ক্যাপ্টেন জন নেইল, তা-ই না?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল জন।

'চাচা বলেছিল তোমার কথা। আমাদের উটপাখির খামারে কাজ করতে আসছ তুমি।'

'ঠিকই বলেছিল। তবে...' ডান তর্জনীর ইশারায় মৃত পাখিটা দেখাল জন, 'তোমাদের সবগুলো পাখি ওটার মতো হলে কাজ করতে পারবো কি না সন্দেহ আছে।'

হাসল মেয়েটা। ঝিক্ করে উঠল দু'পাটি সাদা দাঁত। 'ভয় পেয়ো না,' হাত নাড়ল সে। 'শুধু ওটাই ছিল দুষ্টু। বাকিগুলো ভালো। ক্যাপ্টেন নেইল, তোমার কোনও অসুবিধা হবে না। বরং "ভালোমানুষ" পাখিগুলো নিয়ে কাজ করতে করতে একঘেয়ে লাগবে কয়েকদিনেই,' থেমে দম নিল বেসি। 'এখানে সব বোয়াদের বাস–লোকগুলো অর্ধেক ডাচ অর্ধেক আফ্রিকান। একজন ইংরেজও নেই। সেই ওয়াকারস্ট্রুমে গেলে দুয়েকজনের দেখা মেলে...'

'কেন? তুমি আছ না?' বলেই হাসল জন।

'আমি...আমি...' অপ্রস্তুত হয়ে গেছে মেয়েটা। প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, 'ক্যাপ্টেন নেইল, আমাদের ঘোড়া দুটো পালিয়েছে। আমাদেরকে হেঁটেই ফিরতে হবে মুইফন্টেইনে।'

'মুইফন্টেইন?' ভ্রূ কুঁচকাল জন। 'কী সেটা?'

'আমরা যেখানে থাকি। শব্দটা ডাচ। মানে হচ্ছে সুন্দর ঝরনা।...তুমি হাঁটতে পারবে?'

'জানি না,' এখনও দুর্বল বোধ করছে জন। 'চেষ্টা করবো। পাখিটা আমাকে হাজারখানেক লাথি মেরেছে মনে হয়,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। কিন্তু স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, টলতে লাগল। ওর ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে। ব্যথাটা উঠে আসতে লাগল উপরের দিকে। বাধ্য হয়ে আবার বসে পড়ল সে। হাঁপাতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল, 'মুইফন্টেইন কতদূর?'

'এক মাইল,' উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'কিছু হয়নি আমার, ঠিকই আছি। তোমাকে সাহায্য করতে চাই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে,' বলতে বলতে জনের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'না, না, আপত্তি কীসের?' হাতটা গ্রহণ করল জন। চোখ-মুখ কুঁচকে উঠে দাঁড়াল আবার। শরীরের ডান দিকের ভর ছেড়ে দিয়েছে মেয়েটার উপর।

'মাইলখানেক হাঁটতে পারবে তো? নাকি খুব কষ্ট হবে?'

লম্বা করে দম নিল জন। 'কষ্ট? নিজেকে ধন্য মনে করবো।...তোমার নামটা জানা হলো না।'

'বেসি ক্রফট।'

## দুই

শামুকের গতিতে এগোচ্ছে ওরা। একশো গজ যাওয়ার পর মুখ খুলল বেসি, 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'করো,' দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল জন। হাঁটতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে ওর।

'এখানে এলে কেন? উটপাখির খামারে কাজ করার চাইতে সেনাবাহিনীর চাকরি কি ভালো নয়?'

বেসির কাঁধ থেকে হাত সরাল জন। বসে পড়ল মাটিতে। ডান পা-টা সামনে মেলে দিয়ে টিপতে-টিপতে বলল, 'আমার এক খালা ছিল। বছরে একশো বিশ পাউন্ড দিত আমাকে। মরার আগে কিছু সম্পত্তিও দিয়ে গেল। হিসেব করে দেখেছি, সব খরচ-খরচা বাদ দিলে এক হাজার একশো পনেরো পাউন্ডের মতো দাম সে-সবের। খালা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মরার সময় আমি ডারবানে। নিজের রেজিমেন্ট নিয়ে মাত্র ফিরেছি মরিশাস থেকে। হঠাৎ আদেশ এল: দেশে ফিরে যাও। সেনাবাহিনীর যা বেতন, তাতে ইংল্যান্ডে গিয়ে টেকা যাবে না। এক বছরের ছুটি নিলাম। কী করা যায় ভাবছি, এমন সময় দেখা হলো এক লোকের সঙ্গে। ডারবানেই। লোকটা বলল, এক হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে যে-কোনও ভদ্র ইংরেজকে পার্টনার করতে রাজি তোমার চাচা। ব্যস, ঝটপট চিঠি লিখে আমার ব্যাপারে জানালাম তোমার চাচাকে।...কাজ শেখার জন্যে এসেছি, ভালো লাগলে পার্টনার হয়ে যাবো।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল বেসি। চোখের কোণ দিয়ে ডানে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সেদিকে। ঢাল বেয়ে নেমে আসছে এক কাফ্রি কিশোর। এক হাতে ধরে আছে বেসির ঘোড়ার লাগাম। আরেক হাতে জনের ঘোড়ার। বিশ গজ দূরে হাঁটছে আরেকজন। একটা মেয়ে। ওকে দেখতে পেয়ে হাসল বেসি। 'যাক বাবা, বাঁচলাম! আমাদের ঘোড়া দুটো ধরে ফেলেছে ওরা। ওই যে,' দূরের মেয়েটার দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ও হচ্ছে জেস। আমার বড় বোন।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই কাছে এসে পড়ল জেস। মেয়েটাকে ভালোমতো দেখল জন: বেঁটে, হালকা-পাতলা দুর্বল দেহ। মাথায় কোঁকড়া, বাদামি চুল। গায়ের রঙ ফর্সা। সুন্দরী নয়, আবার কুৎসিতও নয়–গড়পড়তা চেহারা। কিন্তু সেই চেহারাতে এমন দুটো বৈশিষ্ট্য আছে, যা বেসি তো বটেই পৃথিবীর হাজার-হাজার সুন্দরীরও নেই। এক: অপূর্ব সুন্দর একজোড়া কালো চোখ। মুষলধারার বৃষ্টির পর যেমন সবুজ-সতেজ দেখায় গাছপালা, জেসের দু'চোখে রয়েছে সেই সজীবতা। বাঙ্ময় সেই চোখজোড়া নৈঃশব্দ্যের ভাষায় কী যেন বলতে চাইছে সর্বক্ষণ। দুই: ব্যক্তিত্ব আর জ্ঞানের ধার। দেখেই বোঝা যায় এই মেয়ে অনেক কিছু জানে। আর জানে বলেই অন্য দশজনের চেয়ে আলাদা সে।

'কী হয়েছে, বেসি?' জনের দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল জেস।

কণ্ঠটা খেয়াল করল জন। নিচু, কিন্তু স্পষ্ট। দক্ষিণ-আফ্রিকান টান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছে খানিকটা। সুরেলা, আলোড়ন জাগায় বুকে। এতক্ষণ বেসির সঙ্গে কথা বলল জন, কিন্তু সেরকম ধাক্কা লাগল না কেন বুকে?

উত্তরটা কী হতে পারে ভাবছিল জন, বেসির ডাকে ধ্যান ভাঙল ওর। 'কী হলো, ক্যাপ্টেন নেইল? তুমি কিছু বলছো না যে?'

বোকার মতো মেয়েটার দিকে তাকাল জন। 'আমি? আমি আসলে ভাবছিলাম...'

'এত না ভাবলেও চলবে। উটপাখিটা আরেকটু হলে কী করেছিল বলো জেসকে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাচ্ছে জন। 'আসলে উটপাখিটা মনে হয় পাগল হয়ে গিয়েছিল...'

'মনে হয়?' আবারও ওর মুখের কথা কাড়ল বেসি। 'উটপাখিটা সত্যিই পাগল।' এরপর গড়গড় করে পুরো কাহিনী বর্ণনা করতে লাগল সে। জনের প্রসঙ্গে এসে বাড়িয়ে বলল দুয়েক জায়গায়। হাত নেড়ে বাধা দিতে চাইল জন, 'আমাকে বলতে দাও,' বলে ওকে থামিয়ে দিল বাচাল মেয়েটা। বকবক করতে লাগল আগের মতো।

'বড় বাঁচা বেঁচেছো,' সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেস। তাকাল এদিক-ওদিক। 'অন্ধকার হয়ে আসছে। মউটি,' কাফ্রিটাকে ডাকল। 'ধরো তো ক্যাপ্টেন নেইলকে। ওর ঘোড়ায় তুলে দাও।'

মউটি ধীরে-সুস্থে এগোল জনের দিকে। 'সাবধান!' পিছন থেকে সতর্ক করল বেসি। 'এমনিতেই আহত বেচারা। দেখো আবার যেন ব্যথা না পায়।'

ব্যথা পেল না জন। ওর পরে ঘোড়ায় চড়ল জেস আর বেসিও। জনের ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে লাগল মউটি। ধীর গতিতে মুইফন্টেইনের দিকে এগোল ওরা। ঘনায়মান অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কিছুক্ষণ পর।

স্যাডলে বসে ঝিমাচ্ছে জন। পথশ্রমে, উটপাখির সঙ্গে লড়াই করে, আর গরমে-পিপাসায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। তার উপর মচকে গেছে পা-টা। একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে চোখ মেলে তাকাল। দূরে দেখা যাচ্ছে আলো, জানালার কাঁচ ভেদ করে আসছে। জানালা মানে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসগৃহ; পৌঁছে গেছি তা হলে–ভাবল জন।

সামনে একটা পাথরের দেয়ালের বাড়ি। সেটার সদর দরজার সামনে কাঠের রেলিং দেওয়া একটুখানি বারান্দা। উপরের ছাউনি থেকে ঝুলছে লণ্ঠন। উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে চারপাশে।

রেলিং-এর সামনে ঘোড়া থামাল ওরা। নামল স্যাডল ছেড়ে। আওয়াজ পেয়ে ছুটে এলেন এক বুড়ো। খুব লম্বা তিনি। এককালে আরও লম্বা ছিলেন, বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছেন কিছুটা। মাথার সামনের দিকটা টাক, পিছনের দিকে ধূসর এলোমেলো চুল। সেগুলো ঘাড় ছাড়িয়ে নেমে গেছে নীচে। ভ্রূর লোমগুলো ঝুলে পড়েছে, প্রায় জোড়া লেগে গেছে দু'চোখের পাপড়ির সঙ্গে। চেহারায় যাজকদের মতো সৌম্য ভাব। চোখ দুটো তীক্ষ্ণ, জ্বলজ্বলে। কিন্তু তারপরও একটা আন্তরিকতা ফুটে আছে সেই চাহনিতে। তাঁর পরনে টুইডের পোশাক। পায়ে উঁচু রাইডিং বুট। হাতে চওড়া কানাঅলা একটা হান্টিং হ্যাট।

এ-ই তা হলে সাইলাস ক্রফট–ভাবল জন। প্রথম দেখাতে বুড়োকে খারাপ লাগল না ওর।

জনকে আপাদমস্তক দেখে ওর পরিচয় অনুমান করে নিয়েছেন সাইলাস। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ক্যাপ্টেন জন নেইল?'

কণ্ঠ তো নয়, যেন সিংহ-নিনাদ। জন বলল, 'ঠিকই ধরেছেন, মিস্টার ক্রফট।'

'হয়েছে কী তোমার?' দু'পা এগিয়ে এলেন সাইলাস। 'মুটির কাঁধে ভর দিয়ে আছ কেন?'

উটপাখির ঘটনাটা সংক্ষেপে বলল জন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' আকাশের দিকে তাকালেন সাইলাস। তারপর মুখ নামিয়ে বললেন, 'এসো, ভেতরে এসো।'

একটা আলাদা ঘর দেওয়া হলো জনকে। সেখানে ঢুকেই বাথরুমে গেল সে। শার্ট খুলে আঘাতের পরিচর্যা করল। কাটা-ছেঁড়া সামান্য। ভালোমতো ধুয়ে আর্নিকা লাগিয়ে নিল সে। এরপর বেশি করে পানি দিয়ে ধুল হাত-মুখ। সবশেষে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে হাজির হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডাইনিং টেবিলে। একটা চেয়ার টেনে বসার আগে চোখ বুলাল চারদিকে।

ঘরটা ইউরোপিয়ান কায়দায় সাজানো। মেঝেতে বিছানো আছে হরিণের চামড়ার মাদুর। এককোনায় একটা পিয়ানো। তার পাশে একটা বুককেস। নামি-দামি লেখকদের বই শোভা পাচ্ছে সেখানে। বইগুলো জেসের—অনুমান করল জন।

হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে শেষ হলো সাপার। যতটা দেখায়, আসলে ততটা গম্ভীর নন সাইলাস ক্রফট। রস-কষ আছে বুড়ো বয়সেও। তিনি হাসলেন এবং হাসালেন সবার চেয়ে বেশি। অদ্ভুত অদ্ভুত সব কৌতুক জানেন তিনি, কায়দা করে দুয়েকটা বললেন। শুনে না-হেসে পারল না শ্রোতারা।

সাপারের পর ধূমপান শুরু করলেন সাইলাস আর জন। জেস আর বেসি বসে আছে সামনেই। পাইপে কষে কয়েকটা টান দিলেন সাইলাস। নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন একটু পর। চুপ করে বসে থাকা জেসের দিকে মুখ ঘুরালেন হঠাৎ। বললেন, 'হ্যাঁ রে, তুই তো ভালো গান জানিস। একটা গান গেয়ে শোনা না আমাদের অতিথিকে।'

'গান!' আকাশ থেকে পড়ল রাশভারি জেস। 'আমি মাত্র খেয়েছি। এখন ভরা পেটে গাইতে পারবো না।'

'খুব পারবি। ভরা পেটে আগেও অনেকবার গেয়েছিস তুই।'

'আজ পারবো না।'

'তার মানে আমার অনুরোধের কোনও মূল্য নেই তোর কাছে। কবরে তো এক পা দিয়েই রেখেছি, এখন কে আমার কথা শুনবে...'

'থাক, থাক হয়েছে। ওসব বাজে কথা বলতে হবে না আর,' উঠে দাঁড়াল জেস। এগিয়ে গেল পিয়ানোর দিকে। ছোট্ট টুলটা টেনে নিয়ে বসল। চাবিগুলোতে অন্যমনস্কভাবে চাপ দিচ্ছে। কোন্ গানটা গাওয়া যায় ভাবছে।

টুং-টাং আওয়াজে ভরে গেছে ঘর। এলোমেলো সুরটা ছন্দবদ্ধ হচ্ছে ধীরে ধীরে। কৌতূহল বাড়ছে শ্রোতাদের। হঠাৎ গেয়ে উঠল জেস। এত সুন্দর গলা আগে কখনও শোনেনি জন। সুরটা নিখুঁতভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফুটেছে জেসের কণ্ঠে, একই সঙ্গে পিয়ানোতে। মেয়েটার গলায় এবং দু'হাতের দশটা আঙুলে সমান কারুকাজ।

গানের ভাষা জার্মান। একটা বর্ণও বুঝল না জন। আবেদনটা চিরন্তন, সার্বজনীন—প্রেম। এখানে নিবেদন করছে না প্রেমিকা; বরং ভালোবাসার মানুষটাকে ভালোবাসার কথা বলতে না-পারার বেদনাই যেন প্রাণ পেয়েছে অপার্থিব এক সুরে, দুর্বোধ্য এক ভাষায়। আপ্লুত না হয়ে পারল না জন। ওর বুকের ভিতর ছলকে উঠল এক ঝলক রক্ত। মন নেচে উঠল অকারণেই। গুনগুন করতে ইচ্ছে করল জেসের সঙ্গে।

গান চলছে। চড়ছে সুর। আবেগ যেন পাখির ডানায় ভর করে উড়ে চলেছে স্বর্গের পানে। স্বর্গের দরজায় গিয়ে থামল পাখিটা। আর উড়তে পারছে না। হঠাৎ মারা গেল পাখিটা। নীচে পড়তে লাগল ভাসমান পালকের মতো। গানের সুরও নামছে একই সঙ্গে।

হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেল গানটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। আবার শুনতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু উপায় নেই। ভদ্রতার খাতিরে অনুরোধ করা যাবে না জেসকে।

অতিরিক্ত আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছিল সে, এবার পিছিয়ে গিয়ে হেলান দিল। উল্টো ঘুরে আছে জেস, তাই দেখা যাচ্ছে না ওকে। পিয়ানোর চাবিগুলো অন্যমনস্কভাবে চাপতে আরম্ভ করেছে আবার। শোনা যাচ্ছে সেই এলোমেলো টুং-টাং আওয়াজ।

বেসির দিকে তাকাল জন। ওকেই দেখছে মেয়েটা। দু'চোখে কৌতূহল আর কৌতুক।

'গানটা কেমন লাগল, ক্যাপ্টেন নেইল?' জিজ্ঞেস করলেন সাইলাস।

কিন্তু জন উত্তর দেওয়ার আগে আবার প্রশ্ন করলেন তিনি, 'কী মনে হয়? যে-কোনও পুরুষের মনে দোলা লাগবে কি না?'

'চাচা, তুমি থামো তো!' শোনা গেল জেসের মৃদু ধমক।

'জার্মান ভাষায় কোনও গান আমি আগে শুনিনি,' বলল জন। 'তবে মিস ক্রফটের গানের মানে না-বুঝলেও আবেদনটা ধরতে পেরেছি। সবচেয়ে ভালো লেগেছে সুরটা। মিস ক্রফট গেয়েছেও সুন্দর। সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিলিয়ে...'

ঝট করে ঘুরল জেস। সামান্যতম আগ্রহ নেই দু'চোখে, বরং অদ্ভুত এক শীতলতা সেখানে। চেহারাও থমথমে। কথা থামাতে বাধ্য হলো জন।

'বাড়িয়ে বলার দরকার নেই, ক্যাপ্টেন নেইল। আমি চাটুকারিতা পছন্দ করি না।...গুডনাইট,' বলে টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেস। রুম ছেড়ে চলে গেল বাইরে।

উঠে দাঁড়াল বেসিও। পাকা গৃহিণীর কায়দায় জানতে চাইল, 'ক্যাপ্টেন নেইল, ঘর পছন্দ হয়েছে তোমার? বাড়তি কিছুর দরকার থাকলে বলো, ব্যবস্থা করি।'

'না, না, সব ঠিক আছে। বাড়তি কিছুর দরকার নেই।'

'বিছানায় কম্বল একটা হলে চলবে? নাকি আরও দরকার?'

'একটা দিয়েই কাজ চলে যাবে।'

'বারান্দার সামনে মুনফ্লাওয়ারের কতগুলো গাছ দেখেছ না?' দেখেনি জন, তারপরও মাথা ঝাঁকিয়ে হ্যাঁ-বাচক উত্তর দিল বেসির প্রশ্নের। বলে চলল মেয়েটা, 'ফুলের ঘ্রাণ সহ্য না হলে ডানদিকের জানালা বন্ধ করে দিয়ো। জানালা বন্ধ করলে আবার ফাঁপর লাগবে না তো?'

'লাগলে অন্য দিকেরটা খুলে দেবো।'

'হ্যাঁ, এটাই বলতে চাচ্ছিলাম,' বলে মিষ্টি করে হাসল মেয়েটা। অদ্ভুত সুন্দর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

মেয়েটা যাওয়ার পর দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন সাইলাস, 'বেসিকে বাঁচানোর জন্যে তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না। দু'ভাতিজির মধ্যে বেসিকেই বেশি ভালোবাসি আমি। ওর কিছু হলে সহ্য করতে পারবো না।'

'দু'বোন দু'রকম,' মন্তব্য করল জন। 'কোনও মিল নেই। না জানলে কেউ ওদেরকে আপন বোন বলবে না।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় জানাল সাইলাস। 'তিন বছরের ছোট-বড় ওরা। বেসির বয়স বিশ, জেসের তেইশ।...ঈশ্বর! সময় যে কীভাবে চলে যায় টেরই পাই না। এখনও মাঝেমধ্যে মনে হয়, এই সেদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্মেছিল জেস।'

কিছু বলল না জন।

'জীবনটা খুব সুখে কাটেনি দু'বোনের,' সামনে রাখা কৌটা থেকে পাইপে তামাক ভরলেন সাইলাস।

'কী রকম?' কৌতূহলী হয়ে উঠল জন।

'প্রথম থেকেই বলি। ইংল্যান্ডে জন্ম আমার। ক্যাম্ব্রিজশায়ারে। বাবা ছিলেন গির্জার যাজক। বুঝতেই পারছ, নুন আনতে পান্তা ফুরাত আমাদের। আমার বয়স তখন বিশ। একদিন বাবা ডাকলেন আমাকে। আশীর্বাদ করে ত্রিশটা পাউন্ড দিলেন হাতে। আমার ভাগ্য আমাকেই গড়ে নিতে বললেন। দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওনা হলাম আমি।

'সুখেই দিন কাটাচ্ছিলাম এখানে। একদিন খবর পেলাম বাবা বিয়ে করেছেন আবার। পয়সাঅলা এক মহিলাকে। একটা ছেলে হলো তাঁদের—আমার সৎ ভাই। ভাইটাকে একেবারে ছোট রেখেই মারা গেলেন বাবা। আর সৎ মায়ের যে কী হলো জানতে পারিনি আজও।

'বাবা নেই, মা নেই—সৎ ভাইটার উচ্ছন্নে যেতে সময় লাগল না। অকাজ-কুকাজ করে ফেঁসে গেল সে। শেষ পর্যন্ত এক অল্প-বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য হলো। তারপর খেতে আরম্ভ করল মদ। আমার মনে হয় উল্টোটা—মদ খেতে লাগল ওকে।

'বারো বছর আগের ঘটনা। ঠিক এই ঘরে, এই চেয়ারে বসে আছি। পাইপ টানছি। বাইরে মুষলধারে পড়ছে বৃষ্টি। হঠাৎ মনে হলো দরজায় টোকা দিচ্ছে কেউ। খুললাম দরজা। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুটো বাচ্চা মেয়ে। শ্বেতাঙ্গিনী। কোনরকমে শাল জড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে দু'জনই। টপটপ করে পানি পড়ছে ওদের সারা শরীর বেয়ে। একজনের বয়স বেশি হলে এগারো, আরেকজনের আট। কিছুই বলল না ওরা, কিছুই চাইল না, কেবল ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমিও হতভম্ব হয়ে গেছি। কী করবো বুঝতে পারছি না।

'বয়সে বড় মেয়েটাই সামলে নিল প্রথমে। ছোটটার মাথা থেকে খুলে নিল হ্যাট। ভেজা শালটাও খুলল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, এটা কি মিস্টার ক্রফটের বাড়ি?"

www.BanglaBook.org

'"হ্যাঁ। এটাই মিস্টার ক্রুফটের বাড়ি। আর আমিই হচ্ছি সেই ভদ্রলোক। তোমরা কারা?"

'"আমরা আপনার ভাতিজি। ইংল্যান্ড থেকে এসেছি।"

'আমি তো যার-পর-নাই আশ্চর্য। বলা নেই কওয়া নেই, ঝড়বৃষ্টির রাতে আমার ভাতিজি আসবে কোত্থেকে? বললাম, "আমার ভাতিজি মানে?"

'"স্যার, আমাদের উপর দয়া করুন," জেসের কণ্ঠ শুনে আমার মন গলে গেল। "বেসি অনেক ভিজেছে। এখনই শুকনো কাপড় না পেলে ঠাণ্ডা লেগে মরবে বেচারি। আমাদের···ওর খিদেও পেয়েছে। তাড়িয়ে দিলে মারা যাবো আমরা।"'

'কথাটা শেষ করেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল জেস। ওর সঙ্গে গলা মেলাল বেসি। আমি পড়লাম মহা ফ্যাসাদে।

'ভাতিজি হোক বা না-হোক, মেয়ে দুটোর উপর মায়া হলো। ঘরের ভেতর ঢুকতে দিলাম। আগুনের ধারে নিয়ে বসালাম। তখন হিবি নামের এক হটেনটট বুড়ি আমার এখানে কাজ করত। ডাকলাম ওকে। জেস আর বেসির কাপড় পাল্টে ভালোমতো গা মুছিয়ে দিতে বললাম। শুকনো কাপড় পরাতে বললাম। তারপর খেতে দিলাম গরম সুপ। বুভুক্ষুর মতো খেল ওরা। খাওয়া শেষে আবার বসলাম আগুনের ধারে। জেসের থেকে জেনে নিলাম পুরো ঘটনা।

'ওদের বাবা, মানে আমার সৎ ভাই বিয়ে করেছিল নরফোকের এক অল্প-বয়সী মেয়েকে। মদ্যপ লম্পটটা নাকি প্রতি রাতেই পেটাত মেয়েটাকে। মাঝেমধ্যে খেতে দিত না। বোঝো কেমন হারামি! যা-ই হোক, প্রথমে জেস, তিন বছর পর বেসি জন্ম নিল। বউকে মেরে মন ভরে না, তাই ওদের শয়তান বাপ কারণে-অকারণে হাত তোলে মেয়ে দুটোর ওপরও।

'চোখের সামনে মেয়ে দুটোর মার খাওয়া সইতে পারল না বউটা। কোনরকমে কিছু টাকা যোগাড় করে পালাল বাড়ি ছেড়ে। তখন সে খুব অসুস্থ। যায়-যায় অবস্থা। কিন্তু তারপরও মেয়ে দুটোর কথা চিন্তা করে দুঃসাহসী কাণ্ডটা করে বসল। আমার কথা শুনেছিল আগেই। জেস আর বেসিকে তুলে দিতে চাইছিল আমার হাতে।

www.BanglaBook.org

'বন্দরে গিয়ে চড়ে বসল নেটালের জাহাজে। রওনা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে। কিন্তু দশ দিনের মাথায় মারা গেল বেচারি,' থামলেন সাইলাস। নিভে যাওয়া পাইপে আগুন ধরিয়ে নীরবে ধূমপান করলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'অবস্থাটা কল্পনা করতে পারো একবার? বিশাল সমুদ্র। অজানা-অচেনা সব মানুষ। কোথায় চলেছে জানে না মেয়ে দুটো। যার কাছে যাচ্ছে, তাকে দেখেওনি কোনও দিন। অন্যেরা আমার সঙ্গে একমত হোক বা না-হোক, আমি বলবো—ঈশ্বর সত্যিই মহান। তিনিই মেয়ে দুটোকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

'ঈশ্বরই জাহাজটার ক্যাপ্টেনের মনে দয়া জাগালেন মেয়ে দুটোর জন্যে। যাত্রা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত ক্যাপ্টেন দেখাশোনা করেন ওদের। তারপর ডারবান পর্যন্ত নিয়ে এল আরেক ভালোমানুষ। ওই জাহাজেই ছিল লোকটা। সঙ্গে ছিল ওর বউ...' আবার থামলেন সাইলাস। চোখের পানি মুছলেন। 'ওরা ওয়াকারস্ট্রুম পর্যন্ত নিয়ে এল মেয়ে দুটোকে। তারপর নামিয়ে দিল। এরপর জেস বুদ্ধি করে হাজির হলো আমার এখানে। তখন থেকে আমার এখানেই আছে ওরা। এগারো বছর ধরে।'

'ওদের বাবার কী হলো?' জিজ্ঞেস করল জন। 'পরে আর খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'খোঁজ নেবো? ওই শয়তানটার?' রেগে গেছেন সাইলাস। 'মেয়ে দুটো এখানে আসার আঠারো মাস পরের ঘটনা। এক সকালে হাড় জিরজিরে এক ঘোড়ায় চেপে হাজির হলো মাতালটা। ঘোড়া থেকে পড়ে-পড়ে এমন অবস্থা। বারান্দার সামনে রাশ টেনে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি সাইলাস ক্রফট?" আমি মাথা ঝাঁকানোতে আবার বলল, "আমি তোমার ভাই।"

'"তা-ই নাকি? ঘোড়ার মুখ ঘোরাও শিগগির। নইলে মরে পড়ে থাকবে এখানে। কেউ খবরও পাবে না।"

'"কী! শয়তান, আমার মেয়ে দুটোকে ফেরত দাও। ওদেরকে চুরি করেছ তুমি। ওদের একটা ভাই হয়েছে। সৎ ভাই। ওদের ভাই ওদের সঙ্গে খেলতে চায়।"

www.BanglaBook.org

"“কিন্তু ওরা ওই ছেলেটার সঙ্গে খেলতে চায় না।”

"“আমার মেয়ে দুটোকে আটকে রাখতে পারবে না তুমি। প্রয়োজন হলে জোর খাটাবো। আদালতে যাবো।”

"“কী? আমার সঙ্গে জোর খাটাবি?” মাথায় রক্ত উঠে গেল আমার। এক লাফে দাঁড়িয়ে গেলাম। সোজা ছুটে গেলাম শয়তানটার দিকে। ওর পা ধরে মারলাম টান। তখন আমার গায়ে দারুণ শক্তি। টান খেয়ে ঘোড়া থেকে সোজা মাটিতে পড়ল মাতালটা। হাত থেকে ছুটে গেল চাবুক। মাটি থেকে তুলে নিলাম সেটা। ইচ্ছেমতো পেটালাম ওকে। একসময় দম ফুরিয়ে এল আমার। “বাবা রে-মা রে” বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সে। ঘোড়ায় চড়ল কোনরকমে। যাবার আগে বিড়বিড় করে কী-সব অভিশাপ দিয়ে গেল। আমিও হুমকি দিলাম: “পরেরবার তোকে এখানে দেখলে কাফ্রি দিয়ে মার খাওয়াবো। মনে রাখবি, এটা দক্ষিণ আফ্রিকা। আইনের বালাই নেই।”'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল জন। 'আবার এসেছিল লোকটা?'

দুঃখের হাসি হাসলেন বুড়ো। 'আমার এখান থেকে সোজা নিউক্যাসলে গেল মাতালটা। ঢুকল শুঁড়িখানায়। বোতলের পর বোতল গিলতে লাগল। উত্তেজিত হতে সময় লাগল না ওর। শুঁড়িখানার মালিক বাধ্য হয়ে চলে যেতে বলল ওকে। গেল না সে। উল্টো মালিকের সঙ্গে শুরু করল বচসা। উপায় না দেখে প্রহরীদের ডাকল মালিক। ওরা চড়-থাপ্পড় দিয়ে বের করে দিল শয়তানটাকে। বোধ হয় একটু বেশিই মেরেছিল—মাতালটার নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল। পড়ে গেল রাস্তার উপর। মরল সেখানেই।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সাইলাস।

'মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে মরেছে মনে হয়,' মন্তব্য করল জন।

'হতে পারে,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন সাইলাস। 'ক্যাপ্টেন নেইল, ঘুমাতে যাচ্ছি আমি। আগামীকাল সকালে ফার্মটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাবো তোমাকে। ব্যবসার ব্যাপারে খোলাখুলি কথা হবে তখন।...গুডনাইট।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# তিন

পরদিন খুব ভোরে উঠল জন। সারা দেহ ব্যথা করছে ওর। হাত-পা নাড়তে গিয়ে বুঝল, আঁকড়ে গেছে—যেন কেউ ইচ্ছেমতো পিটিয়েছে ওকে। কাপড় পরতে কষ্ট হলো খুব। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে বারান্দায় বের হলো সে। তাকাল এদিক-ওদিক।

দূরে পাহাড়ের সারি। ভোরের অনুজ্জ্বল আলোয় সেগুলো কালো দেখাচ্ছে। পাহাড়গুলোর ঢালে নিবিড় গাছগাছালি। চারদিকে একটা অরণ্য-অরণ্য ভাব। অদ্ভুত একটা শান্তি বিরাজ করছে।

পাহাড়ের কোলে এই বাড়িটা। পাথরে বানানো। ছাদের বরগা গ্যালভানাইযড় লোহার। তার উপর বসানো হয়েছে মজবুত কাঠ। একেবারে উপরে টালি। সূর্য উঠি-উঠি করছে, দুয়েকটা চঞ্চল রশ্মি এসে পড়েছে আগেই—সেই আলোতে চকচক করছে লাল টালিগুলো।

বারান্দাটা লম্বা-চওড়া। এককোনায় মাচা। সেটা বেয়ে লতিয়ে উঠছে মটরশুঁটি। আরেকটু দূরে পাল্টে গেছে মাটির রঙ। কেমন লালচে-বাদামি। সেই মাটির রসে পুষ্ট কমলার গাছ সারি বেঁধে যেন সীমানা চিহ্নিত করেছে বাড়িটার। কমলার গাছগুলোতে ফুল ধরেছে। কোনও কোনওটায় এসেছে ফল। বাতাসে সুগন্ধ।

একপাশে বাগান করা হয়েছে। ছোট পাথরের নিচু দেয়াল গড়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে জায়গাটা। সেখানে ফুটেছে নানা জাতের ফুল। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বাগান ছাড়িয়ে দুটো খোঁয়াড়। একটা গরুর, আরেকটা উটপাখির। উঁচু ঘাড় একবার এদিক, আরেকবার ওদিক ঘুরিয়ে কী যেন দেখছে পাখিগুলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোঁয়াড়ের পর ইউক্যালিপ্টাস আর বাবলা গাছের জঙ্গল। আরও দূরে হাল-দেওয়া চাষের জমি। সামনের শীতে ফসল বোনা হবে সেখানে। জমি বরাবর সোজা তাকালে দৃষ্টি বাধা পায় পাহাড়ে। সেখানে পানির ছোট্ট একটা স্রোত। ওটাই মুইফন্টেইন। প্রাকৃতিক ঝরনা—পুরো এলাকার প্রাণ।

হাসল জন। বুক ভরে দম নিল। জায়গাটা মন্দ নয়। ওর পছন্দ হয়েছে।

'ক্যাপ্টেন নেইল,' সাইলাসের ডাকে চমকে ফিরে তাকাল সে। কখন যেন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বুড়ো। 'এত তাড়াতাড়ি উঠেছ দেখে ভালো লাগল। ফার্মিং করতে হলে একেবারে ভোরে ওঠা চাই। তা, কী দেখছিলে? মুইফন্টেইনের সৌন্দর্য?' জন উপরে-নীচে মাথা নাড়ায় বলে চললেন, 'হ্যাঁ, দেখার মতো দৃশ্য বটে.' কিছুটা উদাস হয়ে গেলেন তিনি। 'পঁচিশ বছর আগে এলাম এখানে।...ওই যে, ওই বড় পাথরটা দেখছ?' দূরের একটা বিশাল আকৃতির পাথর-খণ্ডের দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'একসময় আমার ঘর-বাড়ি কিছুই ছিল না। ওই পাথরের নীচে ঘুমিয়েছি তখন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত গাধার খাটুনি খেটে গড়ে তুলেছি এই ফার্ম,' সন্তুষ্টির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। দু'চোখে ঝিলিক দিচ্ছে খুশি। 'আমার কাছে এখন মুইফন্টেইন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর আর স্বাস্থ্যকর জায়গা। আমি জায়গাটার ছ'হাজার একরের মালিক। যা-কিছু দেখতে পাচ্ছ এখানে, সব আমি তৈরি করেছি।...এখন চলো, ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই।'

ব্রেকফাস্টের পর জন বলল, 'ফার্মটা ঘুরে দেখা দরকার।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাল বেসি। 'তোমার অবস্থা খুব একটা সুবিধার মনে হচ্ছে না। ঘোরাঘুরি না-করে বরং উটপাখির পালক পরিষ্কারের কাজে সাহায্য করো আমাকে। কিছু না-কিছু শিখতে পারবে।'

প্রস্তাবটা ভেবে দেখল জন। মন্দ বলেনি বেসি। এঁটো থালা-বাসন ধোয়ার দায়িত্ব নিল জেস, আর বেসির পিছু পিছু খোঁড়াতে-খোঁড়াতে খোঁয়াড়ের দিকে চলল জন।

খোঁয়াড়ের একপাশে একটা ওয়াশিং-টাব রাখা। গরম পানিতে

www.BanglaBook.org

অর্ধেক ভর্তি। অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে পানি থেকে। কাছেই আরেকটা টিনের বড় পাত্র। সেটাতে ঠাণ্ডা পানি। পালক-ভর্তি একটা ট্রে জনের দিকে এগিয়ে দিল বেসি। লালচে-বাদামি ধুলোয় ভরে আছে পালকগুলো। কীভাবে পরিষ্কার করতে হবে, বুঝিয়ে দিল মেয়েটা। লাঠিটা একপাশে সরিয়ে রেখে কাজ শুরু করল জন।

প্রথমে সবগুলো পালক গরম পানিতে ডুবাল সে। তারপর একটা একটা করে তুলে নিয়ে সাবান দিয়ে ডলল। ধুলো আর লাল দাগ বিদায় নেওয়ার পর ডুবাল টিনের পাত্রের ঠাণ্ডা পানিতে।

টিনের পাত্রে জন একটা করে পালক ডুবায়, কিছুক্ষণ পর বেসি তোলে সেটা। মেলে দেয় একটা বড় টিনের-পাতের উপর। পরে পাতটা শুকাতে দেবে তেতে ওঠা রোদে। বিকালের আগেই শুকিয়ে যাবে সব পালক।

জনের উল্টোদিকের একটা ছোট টুলে বসে কাজ করছে মেয়েটা। জামার হাতা গুটিয়ে তুলে রেখেছে কাঁধে—যেন পানি লেগে ভিজে না যায়। ধবধবে ফর্সা, কোমল দুটো বাহু দেখা যাচ্ছে। হাস্যোজ্জ্বল, রমণীয় বেসিকে দেখে গ্রীক দেবী ভেনাসের কথা মনে পড়ে গেল জনের। জিজ্ঞেস করল, 'জেস কোথায়, বেসি? ফার্মের কাজ করে না সে?'

'করে। আসলে ওর কাজটাই করছ তুমি। তোমাকে কাজ শেখার সুযোগ দিয়ে পালিয়েছে সে,' হাসল বেসি। দাঁতগুলো দেখে ধোঁকা খেল জন, মুক্তোর সারি বলে মনে হলো। 'জেস গেছে লিউয়েন ক্লুফে,' বলে চলল বেসি। 'কাজ না-থাকলে ওখানে যায় সে। হয় বই পড়ে, নইলে ছবি আঁকে,' হাসিটা ম্লান হলো। 'ঈশ্বর ওকে অনেক বুদ্ধি দিয়েছে, অনেক জ্ঞান দিয়েছে। অনেক কিছু জানে সে। খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। ছবি আঁকার হাতও চমৎকার। আর আমি?' শোনা গেল বুক-চেরা দীর্ঘশ্বাস। 'আমাকে ঠকিয়েছে ঈশ্বর।'

'কথাটা ঠিক না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। 'ঈশ্বর তোমাকে ঠকাননি। তোমাকে কী দিয়েছেন তিনি, জানতে চাইলে একদিন দাঁড়িয়ে যেয়ো আয়নার সামনে। বুঝতে বেশি সময় লাগবে না।'

লাল হয়ে গেল বেসির দু'গাল। লজ্জা পেয়েছে। অপ্রস্তুত হয়ে গেল

www.BanglaBook.org

জন। কথাটা আসলে ওভাবে বলতে চায়নি সে। আরেকটু গুছিয়ে বলা উচিত ছিল। 'আসলে...' অনর্থক গলা খাঁকারি দিল সে। 'আমি বুঝিয়েই বলি বরং। আমরা সবসময় অন্যদের দেখে নিজে কী পেলাম না সেটা ভাবি। কিন্তু নিজে কী পেয়েছি সেটা ভাবি না কোনও দিন। ভাবলে অনেক সুখী হতে পারতাম।'

মাথা নিচু করে আছে বেসি। এখনও দু'গাল লাল। মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'জেস পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী মেয়ে। একটাই দোষ ওর-আমাকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করে। আমাদের দু'বোনের এখানে আসার গল্পটা তোমাকে শুনিয়েছে চাচা?'

'হ্যাঁ।'

'আমার বয়স তখন আট। ভালোমতো মনে নেই সব। একটা লোক জাহাজ থেকে এখানে নিয়ে আসে আমাদের। নামিয়ে দেয় ওয়াকারস্ট্রুম রোডে। তখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। জেস করল কী-নিজের শাল খুলে আমাকে পরাল। সেই থেকে খেয়াল করেছি, আমার কী দরকার, কী লাগবে-সেই চিন্তায় সবসময় অস্থির থাকে সে। দেখো তো কী জ্বালা! এখন আমি বড় হয়েছি, ভালোমন্দ বুঝি। আমার ব্যাপারে আমাকেই ভাবতে দেয়া উচিত।'

'কথাটা সরাসরি জেসকে বলো না কেন?'

'ভয় লাগে।'

'ভয় লাগে! কারণ?'

'সবসময় গম্ভীর হয়ে থাকে সে। ওলট-পালট কিছু বললে যদি ধমকায়?'

'আসলে তোমার বোনকে খুব ভালোবাসো তুমি। সে-ও তোমাকে ভালোবাসে।'

'হ্যাঁ, ঠিক,' আবার হাসি দেখা দিল বেসির মুখে। 'আমার মনে হয়, জেস ইচ্ছে করলেই ইংল্যান্ড চলে যেতে পারে। উপন্যাস-টুপন্যাস লিখতে পারবে সেখানে গিয়ে। খুব অল্প সময়েই নাম কামাতে পারবে। তবে,' মুখ তুলে আরেক দিকে তাকাল মেয়েটা। 'ওর সব উপন্যাস হবে দুঃখের।'

কেন-জানতে চাওয়ার জন্য মুখ খুলেছিল জন, কিন্তু বেসির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠেছে দেখে চেপে গেল। মেয়েটার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল।

ইউক্যালিপটাসের সারি ছাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। এত বিশাল ঘোড়া জীবনে দেখেনি জন। কুচকুচে কালো রঙের। দারুণ তেজী। পিঠের সওয়ারিও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল। পোশাকে আভিজাত্য ফুটে বের হচ্ছে। চেহারা ততটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না এখনও।

'কে লোকটা?' জিজ্ঞেস করল জন।

মাটিতে সজোরে পা ঠুকল বেসি। 'ফ্র্যাঙ্ক মুলার। একটা শয়তান। অর্ধেক বোয়া, অর্ধেক ইংরেজ। লোকটা খুবই ধনী, খুবই ধূর্ত। ওর কত টাকা, কত জায়গা-জমি নিজেও জানে না। ওকে পছন্দ করে না কেউই, কিন্তু টাকার কুমির বলে কিছু বলতেও পারে না। দেখো, ঠিক এখানে হাজির হবে সে। গায়ে পড়ে আলাপ জুড়বে আমার সঙ্গে। সুযোগ পেলেই বিরক্ত করে আমাকে।'

ঠিক তা-ই ঘটল। ফ্র্যাঙ্ক মুলারের চোখ দুটো মানুষের নয়, শকুনের—দূর থেকেই দেখতে পেল কোথায় আছে বেসি। ঘোড়া দাবড়ে ছুটে এল এদিকেই। খোঁয়াড়ের বাইরে রাশ টানল। লাফিয়ে নামল স্যাডল ছেড়ে। এক হাতে ধরে রাখল লাগাম। লোকটাকে আপাদমস্তক দেখে আশ্চর্য না-হয়ে পারল না জন।

মুলার যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। বাড়তি মেদ নেই শরীরে। দেখেই বোঝা যায়, প্রচণ্ড শক্তি রাখে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। দারুণ সুদর্শন। চোখ দুটো নীল। গালে বড় বড় সোনালি দাড়ি। ঝুলে নেমে এসেছে বুকের উপর। গোঁফটাও পেল্লাই। পুরুষ-সিংহ একেবারে। ইংরেজদের কায়দায় পরা টুইডের পোশাক আর লম্বা রাইডিং বুট জোড়া যেন ওর আভিজাত্য আর ঐশ্বর্যের ঘোষণা দিচ্ছে নিঃশব্দে।

প্রথম দেখাতেই এ-জাতীয় পুরুষের প্রেমে পড়বে মেয়েরা। কিন্তু বেসি পছন্দ করে না একে। শুধু বেসি কেন, কেউই করে না। কেন? উত্তর খুঁজতে লোকটার চেহারার দিকে আবার তাকাল জন। কারণটা জানতে সময় লাগল না।

লাম্পট্য, ধূর্ততা, অহঙ্কার, একগুঁয়েমি, স্বার্থপরতা, জিঘাংসা—সব শয়তানি আবেগ মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে এই পুরুষ-সিংহের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেহারায়। এর কাছে পৃথিবী মানে নিজ সত্তা, ঈশ্বর মানে নিজ প্রবৃত্তি।

'মিস বেসি,' বলল মুলার, জনের মনে হলো সিংহ ডাকল, 'তুমি এ-সময়ে এখানে এভাবে কাজ করো?' বেসির উন্মুক্ত বাহুজোড়ার দিকে ইঙ্গিত করল সে। লাল জিভ দিয়ে মোটা ঠোঁট চেটে দাঁত বের করে হাসল। 'তা হলে আমি রোজ তোমাকে দেখতে আসবো।' যেন ইঁদুর দেখেছে, এমনভাবে তাকাল জনের দিকে। 'একটা বলদ খুঁজতে এসেছি আমি। আশপাশেই আছে মনে হয়। বলদটার পাছায় হৃৎপিণ্ডের ছাপ, সেটার ভেতরে ডব্লু। দেখেছ?' বেসি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ায় আবার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার চাচা নিশ্চয়ই দেখেছে?'

'প্রশ্নটা আমার চাচাকে করলে ভালো হতো না, মিইনহিয়ার মুলার?' দূরের ইউক্যালিপ্টাসের সারির দিকে তর্জনীর ইঙ্গিত করল বেসি। 'এ-সময়ে চাচা কোথায় থাকে ভালোমতোই জানা আছে আপনার। সোজা চলে যান তাঁর কাছে। জিজ্ঞেস করুন আপনার বলদের কথা।'

'থাক না,' হাসিটা বন্ধ করেনি এখনও মুলার। 'একটা বলদ হারালে আমার কী আসে-যায়? বরং তোমার চাচা না-ফেরা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করা যাক। ও, তোমার সঙ্গে তো হাত মেলানোই হয়নি। আসলে তোমাকে দেখলে কী যে হয় আমার...' ডান হাত সামনে বাড়িয়ে এগোল সে।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক কাণ্ড করল বেসি। হাতজোড়া কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে দিল পাত্রের পানিতে। মুখে একটা কাঁচুমাচু ভাব ফুটিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলল, 'দুঃখিত, মিইনহিয়ার মুলার, আমার হাত দুটো ভেজা। এক কাজ করুন। আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপ্টেন জন নেইল, ওর সঙ্গে হাত মেলান।'

দাঁতে দাঁত পিষল মুলার। চোয়ালের হাড় ফুটে উঠল পরিষ্কার। নাক সিটকে হাত বাড়াল জনের দিকে। 'তুমি কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন?' প্রশ্ন করল সে।

হাতটা ধরে মৃদু ঝাঁকুনি দিল জন। 'কোনও জাহাজের না। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর।'

'তুমি তা হলে লাল জ্যাকেটঅলা রুইবাটযি! এখানে কখন এসেছ?

www.BanglaBook.org

যুলু যুদ্ধের পর?'

'না। গতকাল।'

'কথা একই। যুলু যুদ্ধটা তো গতকালের আগেই হয়েছে, নাকি?' হাসল মুলার। 'যে-মারটা খেয়েছ তোমরা বর্বর নিগ্রোগুলোর হাতে! গরুর পালে সিংহ পড়লে যেমন পাগলের মতো ছুটাছুটি করে ওগুলো, ঠিক তেমনি করে পালিয়েছ তোমরা। তবে হ্যাঁ, বীরপুরুষদেরও জান বাঁচানোর অধিকার আছে।'

কথাটা শুনে লাল হয়ে গেল জনের চেহারা। ক্রোধে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু সংযত করল নিজেকে। কুকুর কামড়ালে কুকুরকে পাল্টা কামড় দেওয়ার মানে হয় না। তা ছাড়া একেবারে মিথ্যে বলেনি মুলার। যুলুদের আক্রমণে সত্যিই নাস্তানাবুদ হয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী। রাগ সামলাতে হাত মুঠো করল জন। বলল, 'আমি ছিলাম না সেই যুদ্ধে।'

ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়। এদিকেই আসছেন সাইলাস ক্রফট।

তাঁর সঙ্গে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে লাঞ্চের সময় পার করে দিল মুলার। ভদ্রতা করে ওকে লাঞ্চটা সেরে যেতে বললেন বুড়ো, কিন্তু "কাজ আছে, ডিনারের সময় আসবো," বলে বিদায় নিল মুলার।

ডিনারের সময় ঠিকই হাজির হয়ে গেল লোকটা।

বেসি যে-চেয়ারে বসেছে, ঠিক তার পাশের চেয়ারটা দখল করেছে মুলার। পেট ভর্তি করে খেল লোকটা। তারপর পকেট থেকে বের করল তামাকের কৌটা আর পাইপ। চেয়ারটা আরও এগিয়ে নিল বেসির দিকে। এরপর সমানে গিলতে শুরু করল ধোঁয়া আর মদ। বকবক করছে একই সঙ্গে। কিন্তু ওর হারানো বলদের প্রসঙ্গ ভুলেও তুলছে না। একটু পর পর তাকাচ্ছে বেসির দিকে—যেন চোখ দিয়ে চাটছে মেয়েটাকে।

জন সহ্য করতে পারল না ব্যাপারটা। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'কেমন দম বন্ধ লাগছে আমার। বেশি খেয়ে ফেলেছি। বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসা দরকার।' যাওয়ার সময় শুনল, বেশি খাওয়ার

www.BanglaBook.org

অপকারিতা সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছে মুলার।

মনে মনে লোকটাকে গাল দিল জন। দুপদাপ পা ফেলে সোজা হাজির হলো বাগানে।

একটা ইউক্যালিপ্টাসের কাণ্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, পিছনে কারও শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল। জেস। পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। কোনও ভূমিকা না-করেই জিজ্ঞেস করল, 'মুলারকে পছন্দ হয়নি তোমার, তা-ই না?'

'না। ওকে শয়তান বললেও প্রশংসা করা হয়।'

'একদম ঠিক। ওর মতো ঘৃণ্য লোক সারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে নেই।'

'সারা পৃথিবীতে নেই,' সঙ্গে সঙ্গে বলল জন।

'বাগান ভালো লাগে তোমার?' প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল জেস।

প্রশ্নটা শুনে খুশি হলো জন। কথা বলার মতো কিছু পাওয়া গেছে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল সে। 'বাগান শুধু বাড়ির সৌন্দর্যই বাড়ায় না, অদ্ভুত এক শান্তিও এনে দেয় মনে।'

বাগান, ফুল, গাছপালা, আশপাশের এলাকা—এ-সব নিয়ে পরের আধ ঘণ্টা কথা বলল ওরা। এরপর হাঁটা ধরল বাড়ির উদ্দেশে। দেখল, চলে যাচ্ছে মুলার। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্ট্জে নামের এক হটেনটট চাকর। এতক্ষণ মুলারের ঘোড়া সামলাচ্ছিল সে। চেহারায় ফুটে আছে বিদ্বেষ আর ঘৃণা। কাছাকাছি হওয়ার পর শোনা গেল বিড়বিড় করে মুলারকে অভিশাপ দিচ্ছে লোকটা।

'ব্যাপারটা কী?' বাড়ির ভিতরে ঢোকার পর জানতে চাইল জন। 'জ্যান্ট্জে অভিশাপ দিচ্ছিল কেন?'

'জানি না,' বাইরে তাকাল জেস। 'মুলার যতবার এখানে আসে, ততবার ওকে অভিশাপ দেয় জ্যান্ট্জে। জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন। উত্তর দেয়নি জ্যান্ট্জে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# চার

দেখতে দেখতে কেটে গেল ছয় সপ্তাহ। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সুস্থ হয়ে উঠল জন। আঘাতগুলো সেরে গেল ওর, শরীরে ব্যথাও রইল না আর। একদিন খুশি মনে খেয়াল করল সে, আড়ষ্টভাবটা বিদায় নিয়েছে। ইচ্ছেমতো হাত-পা নাড়ানো যাচ্ছে।

মন্দ কাটেনি এই ছয়টা সপ্তাহ। প্রতিদিন সকালে উঠে গৎবাঁধা কাজ–বেসির পিছু নেওয়া, সে যা শেখায় সেটা বাধ্য ছাত্রের মতো শিখে ফেলা। ফার্মের ব্যাপারে যেমন জানে বেসি, তেমনই জানাতে পারে আরেকজনকে। বাচনভঙ্গিও চমৎকার। শুনতে দারুণ লাগে। তা ছাড়া মেয়েটার ব্যবহার ভালো। জনের সমস্যাটা ধৈর্য ধরে বুঝে নেয় আগে, তারপর বলতে আরম্ভ করে। সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটার চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য। ওর মতো পরী পাশে থাকলে কুৎসিত উটপাখিগুলোকে মনে হয় গোলাপ গাছ।

সপ্তাহে একদিন জনের পরীক্ষা নেয় বেসি। ছাত্র কী শিখল সেটা জানাই ওর উদ্দেশ্য। ডাচ বা যুলু ভাষার কোনওটাই জন আগে বুঝত না, বলা তো দূরের কথা; ছয় সপ্তাহ ধরে বেসির কাছে শিখে কাজ চালিয়ে নিতে পারে এখন।

সাইলাস ক্রফটকে আদর্শ পুরুষ বলে মানে জন। লোকটা সৎ। বুড়ো হলেও শক্ত-সমর্থ। সদা-হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় ফুটে থাকে সেই সততা আর সামর্থ্যের ছাপ। লোকটার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। জানেন প্রচুর। এই ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভালো লাগে জনের। বন্ধু, শিক্ষক বা বয়োজ্যেষ্ঠ–সাইলাস ক্রফটকে যে-কোনও ভাবে নেওয়া যায়। এজন্যই খুব আপন মনে হয় লোকটাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একদিন জন কাজ করছে ফার্মে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছেন সাইলাস আর বেসি। ভাতিজিকে বললেন বুড়ো, 'লোকটা ভালোই, কী বলিস? এখনও আনাড়ি, কিন্তু শেখার ইচ্ছে আছে। আর লেগে থাকতে পারে। আরও বড় কথা, ভদ্র। সাদা মানুষদের তো খুব বদনাম এই জায়গায়। সাদারা কাফ্রিদের পেটায়, গাল দেয়, গাধার মতো খাটিয়ে প্রাণটা ছাড়া আর সব কিছু বের করে নেয়—কিন্তু দেখ্, ওই লোকটা কেমন বন্ধুর মতো ব্যবহার করে কাফ্রিগুলোর সঙ্গে। মনে হয় যেন আপন ভাই ওরা...' সমর্থনের আশায় পাশ ফিরে বেসিকে দেখলেন। রেলিং-এ ভর দিয়ে একদৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। ওর স্বপ্নিল দু'চোখে অনাগত ভবিষ্যৎ। সাইলাসের কথা শুনতেই পায়নি।

মুচকি হাসলেন বুড়ো।

কাটল আরও এক সপ্তাহ। এক রাতে ঘুমানোর আগে নিজেকে প্রশ্ন করল জন—কেমন লাগছে কাজটা? উত্তর দিল নিজেই—ভালো। কী মনে হয়? পোষাতে পারবে?...পারবো। তা হলে আর দেরি কেন? বুড়োকে কালই দিয়ে দাও না টাকাটা।...দেবো...লম্বা হাই তুলে পাশ ফিরল সে।

পরদিন এক হাজার পাউন্ড সাইলাসের হাতে তুলে দিল জন। মুইফন্টেইনের অংশীদারি-মালিক হয়ে গেল খুশি মনে।

শুধু একটা ব্যাপার মাঝেমধ্যে পীড়া দেয় ওকে—জেস আর বেসির মতো দু'জন যুবতী, অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতে হচ্ছে। কিন্তু করার কিছু নেই। মুখ ফুটে কথাটা বলা যায় না সাইলাসকে। আবার মনের একটা অংশ ছেড়েও যেতে চায় না বাড়িটা। এটা এক অদ্ভুত দ্বন্দ্ব—কামনা জাগতে চায়, বিবেক তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে। কিন্তু কতদিন? প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব কঠিন। যে করে সে বোঝে।

সুন্দরী নারী আগেও দেখেছে জন। দেখে ওর বুকের মধ্যেও বেজেছে ভালোবাসার সুর। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আর এগোয়নি। তা ছাড়া জেস আর বেসিকে নিয়ে ওর মধ্যে এখনও, মুইফন্টেইনে আসার দু'মাস পরও, কাজ করছে বিভ্রান্তি। বেসির প্রতি নিঃসন্দেহে টান

www.BanglaBook.org

অনুভব করে সে, কিন্তু জেসকে দেখেও উদাসীন থাকতে পারে না।

জেস পৃথিবীর সবচেয়ে অদ্ভুত মেয়ে—একদিন কাজের ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ভাবল জন। এবং সে-কারণেই ভালো লাগে মেয়েটাকে। ওর নির্বিকার ভাবটাই টানে জনকে। জানতে ইচ্ছে করে মেয়েটা কীসের সন্ধান পেয়েছে যে, পৃথিবীর প্রতি কোনও আগ্রহই নেই?

জেস রহস্যময়ী, ভাবে জন, জেস আমার জন্য একটা ধাঁধা। মেয়েটাকে নাক-উঁচু বলা যাবে না—দেখা হলে কখনও এটা-সেটা জানতে চায়, কখনও মন্তব্য করে বিভিন্ন ব্যাপারে। সে-সব বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন, মন্তব্য শুনেই বোঝা যায় জেস ওর চাচার মতোই জানে প্রচুর। মেয়েটা যেন এক গভীর নদী, বয়ে চলার শব্দ তাই কম। বেসি প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর, উচ্ছল, উদ্দাম; জেস ঠিক উল্টোটা—নীরব, ভাবুক। একজন যদি ঝড় হয়, তো আরেকজন শরতের শান্ত আকাশ। দুটোই পছন্দ করে জন।

ওর বেশিরভাগ সময় কাটে বেসির সঙ্গে। সেটাই স্বাভাবিক। তবে কখনও কখনও সময় পেলে হয়ে যায় জেসের সঙ্গী। ছবি আঁকার জিনিসপত্র নিয়ে দূর পাহাড়ে যায় মেয়েটা। আবার মাঝেমধ্যে কিছুই নেয় না। তখন ঘুরে বেড়ায় মুক্ত-স্বাধীনের মতো। পাশাপাশি হাঁটে জন, আর আশ্চর্য হয়। সারা ইংল্যান্ড খুঁজলেও জেসের মতো একটা মেয়ে পাওয়া যাবে কি না, সন্দেহ জাগে ওর মনে। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে মেয়েটা হয়েছে প্রথাবিরোধী। জেসের এই বিরুদ্ধচারিতাই ভালো লাগে জনের কাছে।

টুকটাক কথাবার্তা হয় ওদের মধ্যে। বেশিরভাগই বই নিয়ে। কখনও ইংল্যান্ড সম্বন্ধে জানতে চায় জেস। আবার কখনও রাজনীতি নিয়ে কথা বলে। কিন্তু নিজের ব্যাপারে মুখ খোলে না ভুল করেও।

ধীরে ধীরে বুঝল জন, ওর সান্নিধ্য পছন্দ করছে জেস। জন না গেলে একাকীত্বে ভুগে মেয়েটা। পরেরবার দেখা হলে ওর দু'চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে খুশি।

সেনাবাহিনীতে কাজ করে অনেকেরই আবেগ ভোঁতা হয়ে যায়। পাথরের সঙ্গে তেমন পার্থক্য থাকে না লোকগুলোর। কিন্তু জন

www.BanglaBook.org

সেরকম নয়। বই পড়তে ভালোবাসত একসময়, এখনও সুযোগ পেলে পড়ে; তাই জানে অনেক কিছু। বলার সময় গুছিয়ে বলে। কথায় থাকে যুক্তি। কোনও ব্যাপারে ওর মত ভুল হলে মেনে নেয় সঙ্গে সঙ্গে। ওর সঙ্গে কথা-বলতে ভালো লাগে তাই। ব্যাপারটা টের পেতে জেসের সময় লাগল না মোটেও।

মনের মিল না-থাকলে কারও সঙ্গ ভালো লাগে না মোটেও। জন সহমর্মী—বুঝতে পেরে নিঃসঙ্গ জেস আরও কিছুটা ঝুঁকল ওর প্রতি; কিন্তু নিজের আসক্তিকে ঢেকে রাখল সেই উদাসী ভাব-ভঙ্গির আড়ালে।

জন তাই ধোঁকা খায়। জেসকে বুঝতে পারে না এখনও। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার সময় জড়তা কাটাতে পারে না পুরোপুরি।

জন আর জেসের বন্ধুত্ব দেখে খুশি হয় বেসি। বোনকে ভালোবাসে সে, কিন্তু ভয় পায় ভালোবাসার চেয়ে বেশি। তাই সবসময় দূরে দূরে থাকে, কখনও নিজে থেকে কথা বলার আগ্রহ দেখায় না। আর কী নিয়েই বা কথা বলবে? জেসের সমান পণ্ডিত নয় সে, ফার্ম আর বাড়িটাই ওর পৃথিবী। ওদুটো ঠিকমতো চললেই সে খুশি। আর কিছু চায় না।

কিন্তু তারপরও নারীর মন বলে কথা—জেসের সঙ্গ পেতে জনের আগ্রহ দেখে বন্ধুত্ব ছাড়াও যেন "অন্য কিছুর" উপস্থিতি কল্পনা করে নেয়। ভাবনাটা পর মুহূর্তেই বাতিল করে দেয় বেসি। জেসের ব্যক্তিত্বে আকর্ষিত হতেই পারে যে-কোনও পুরুষ। হয়তো জনও হয়েছে। কিন্তু জেস? না, অসম্ভব। প্রেম আর জেস শব্দ দুটো যেন উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু। একটার সঙ্গে আরেকটাকে মেলানো যায় না কিছুতেই। শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে জনের সঙ্গে কথা বলে জেস—ভাবে বেসি। ভাবে, তারপর হেসে মাথা নাড়ে। মন দেয় উটপাখির পালক পরিষ্কারের কাজে।

রোদে-পোড়া শরতের আকাশে মেঘ আসে, মেঘ যায়। থামে না। দিনের পর দিন নীল থাকে আকাশ। কালো হয় না। শুকিয়ে খটখট করে মুইফন্টেইন। সময় গড়ায়।

কাজ বেড়েছে ফার্মে। সারাদিন উটপাখি নিয়েই পড়ে থাকে জন।

www.BanglaBook.org

দুপুরের পর, সূর্যের তেজ একটু কমে এলে শিকার করতে বের হয় ঘোড়া আর রাইফেল নিয়ে। তার আগে জ্যান্ট্জে সাজিয়ে দেয় ঘোড়াটা।

একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে জন। জ্যান্ট্জে গেছে পোনিটা আনতে। জনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেসি। লম্বা হাতাঅলা সাদা ব্লাউয পড়েছে মেয়েটা। সঙ্গে ঝুলওয়ালা বাদামি স্কার্ট–গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা। আরও আকর্ষণীয়, আরও রমণীয় লাগছে ওকে। বিকালটা হয়তো বেসির এই সৌন্দর্য দেখার জন্যই বিদায় না-নিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর গতিতে এগোচ্ছে সন্ধ্যার দিকে। ইউক্যালিপ্টাসগুলোর পাশ দিয়ে দৌড়ে চলা কালো ঘোড়াটাও একই কারণে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। সজোরে রাশ টেনেছে ফ্র্যাঙ্ক মুলার। এখন আসছে এদিকেই।

'ওই যে,' নিচু কণ্ঠে বলল জন, 'আসছে তোমার বন্ধু।'

সজোরে পা ঠুকল বেসি। তাকাল জনের দিকে। 'ওকে আমার বন্ধু বললে কেন?'

হাসল জন। 'প্রতিদিন কতবার তোমাকে দেখতে আসে বেচারা, হিসেব করো একবার। খাঁটি বন্ধু ছাড়া আর কার মনে এত টান থাকে?' কাঁধ ঝাঁকাল। 'তবে তোমার বন্ধু হোক বা শত্রু, আমি সহ্য করতে পারি না ওকে। পারবোও না। সুতরাং,' জ্যান্ট্জেকে ঘোড়া নিয়ে আসতে দেখে পা বাড়াল সিঁড়ির উদ্দেশে। 'চললাম আমি। বিদায়। আশা করি ফ্র্যাঙ্ক মুলারের সঙ্গ খারাপ লাগবে না তোমার।'

'তুমি একটা নিষ্ঠুর!' জনকে শুনিয়েই মন্তব্যটা করল বেসি। তারপর মুখ ঘুরাল আরেকদিকে।

একদিকে ঘোড়ায় চড়ে হাওয়া হলো জন, আরেকদিকে বারান্দার কাছে এসে রাশ টানল মুলার।

'কী খবর, মিস বেসি?' লাফিয়ে স্যাডল থেকে নামল সে। নিজের পারদর্শিতা দেখাল। 'রুইবাটযিটা গেল কই?'

'শিকার করতে,' বেসির নিস্পৃহ জবাব।

'খুব ভালো, খুব ভালো,' আনন্দ আর ধরছে না মুলারের। 'ওসব ছাগল-পাগল যত বেশি শিকারে যায়, আমাদের জন্যে তত মঙ্গল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোথায় একটু তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলবো, তারও উপায় নেই—সব সময় সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুর করে বগাটা,' এদিক-ওদিক তাকাল। 'কালো বাঁদরটা গেল কই?'

চোখ-মুখ শক্ত হলো বেসির। 'কীসের কালো বাঁদর?'

মুলারের পরের বাক্যটা শুনেই উত্তর পেয়ে গেল বেসি। 'এই জ্যান্ট্জে!' উঁচু গলায় হাঁক ছাড়ল সিংহ-পুরুষ। 'এদিকে আয়। আমার ঘোড়াটা ধর্, কুৎসিত শয়তান কোথাকার! সাবধান, যেন ছুট না-লাগায় আবার। ঘোড়াটা পালালে তোর কলিজা ছিঁড়ে ফেলবো আমি।'

বিড় বিড় করে কিছু বলতে বলতে এগিয়ে এল জ্যান্ট্জে। ছটফটে, তেজী ঘোড়াটাকে বহু কষ্ট করে টেনে নিয়ে চলল আস্তাবলের দিকে।

জ্যান্ট্জের দিকে কিছুক্ষণ মায়া-মায়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেসি। তারপর মুলারের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমার মনে হয় না জ্যান্ট্জে আপনাকে পছন্দ করে, মিইনহিয়ার মুলার। সে-জন্যে ওকে দোষও দেয়া যায় না। আপনি যেমন ব্যবহার করেন ওর সঙ্গে, পছন্দ না-করাটাই স্বাভাবিক,' একটু থেমে মুলারের চেহারার দিকে ভালোমতো তাকাল। 'আমাকে একদিন জ্যান্ট্জে কী বলেছিল জানেন? আপনাকে নাকি বিশ বছর ধরে চেনে সে।'

মুলারের চেহারা কালো হয়ে গেল। 'কালো কুত্তাটা মিথ্যে বলেছে। সাহস থাকলে কথাটা আমার সামনে বলে দেখুক কাফ্রির বাচ্চা কাফ্রিটা, নিজের হাতে গুলি করে মারবো ওকে।' গলা চড়ল ওর, 'কীসের বিশ বছর ধরে চেনে? যত সব বাজে কথা!'

'সত্যি, মিইনহিয়ার মুলার?' লোকটাকে ক্ষেপাচ্ছে বেসি।

'তুমি সবসময় আমাকে "মিইনহিয়ার" বলো কেন?' মুখ ঝামটে জিজ্ঞেস করল মুলার—যেন এক্ষুণি ঝাঁপিয়ে পড়বে বেসির উপর। ভয়ে এক পা পিছাল মেয়েটা। 'কতবার বলবো আমি বোয়া নই? আমি একজন ইংরেজ। আমার মা ছিল ইংরেজ। তা ছাড়া, লর্ড কার্নার্ভনের বদৌলতে আমরা সবাই এখন ইংরেজ।'

'কিন্তু মিইনহিয়ার বললেই বা ক্ষতিটা কী? বোয়া হওয়া তো দোষের কিছু নয়?' মৃদু গলায় প্রতিবাদ করল বেসি। 'তা ছাড়া



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার ওই ইংরেজ-ইংরেজ ভাব শুধু আমার সামনেই। আড়ালে আপনি ঠিকই নিজেকে বোয়া বলে পরিচয় দেন, জানা আছে আমার।'

বিন্দুমাত্র অপমানিত হলো না মুলার। 'ঝড়ের সময় কোন গাছ টিকে থাকে, জানো মিস বেসি? যে-গাছ বাতাসের সঙ্গে তাল রেখে একবার এদিক, পরেরবার ওদিক দোলে।'

কথাটা শুনে খুব বিরক্ত হলো বেসি। এমন নির্লজ্জ লোক আর দেখেনি সে। রেলিং ঘেঁষে বেড়ে ওঠা মটরশুঁটির গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিল। আনমনে খেলতে লাগল পাতাটা নিয়ে।

হ্যাট খুলে ফেলল মুলার। দাড়ি ধরে টানছে এখন। দেখেই বোঝা যায় দ্বিধা করছে সে, যেন কিছু একটা বলি-বলি করেও বলতে পারছে না। বেসির দিকে তাকাল দু'বার, কিন্তু দু'বারই চোখ নামিয়ে নিল কী ভেবে।

চোখের কোণ দিয়ে সব দেখল বেসি। সতর্ক হলো।

'মাফ করবেন,' নিচু গলায় বলল সে। 'জরুরি কাজ আছে। আপনি দাঁড়ান এখানেই। আমি আসছি ভেতর থেকে,' বলেই ঘুরল। এগোল খোলা দরজার দিকে।

'একটু দাঁড়াও,' বলে সামনে বাড়ল মুলার। দু'কদমেই কাছাকাছি চলে এল। কিন্তু তারপরও মেয়েটা থামছে-না দেখে বিশাল হাত বাড়িয়ে বেসির স্কার্টের প্রান্ত আঁকড়ে ধরল। ঝাড়া দিয়ে স্কার্ট ছাড়িয়ে নিল মেয়েটা। ঘুরে মুলারের মুখোমুখি হলো।

'ইংরেজ বা বোয়া–যেটাই হোন না কেন আপনি, আশা করি অভদ্র নন। বলুন কী বলতে চান।'

'ইয়ে...মানে...বলতে চাচ্ছিলাম যে...' কথাটা কীভাবে বলা উচিত, ভেবে না-পেয়ে থেমে গেল মুলার।

কী বলতে চায় মুলার, সেটা অনেক আগে থেকেই জানে বেসি। আজ সুযোগটা দেবে সে মুলারকে। কিছু লোক আছে যারা চোখের ভাষা পড়তে জানে না। মুলার তাদের একজন। যদি বুঝত ওকে বিন্দুমাত্র পছন্দ করে না বেসি, কামার্ত কুকুরের মতো ঘুরঘুর না করে অনেক আগেই কেটে পড়ত। অথবা হয়তো ঠিকই বোঝে, কিন্তু সামলাতে পারে না নিজেকে। অথবা সামলাতে চায় না। জৈব তাড়নায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অস্থির লোকটার যে-করেই হোক বেসিকে চাই। তাড়নাটা ভালোবাসা, নাকি কামনা–ভেবে দেখার সময় নেই। এরা মানুষের রূপে জন্ম নেওয়া পশু, ভদ্র পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাম-পাষণ্ড।

'আমি বলতে চাই,' আবার শুরু করল মুলার। 'আমি আসলে তোমাকে বিয়ে করতে চাই, বেসি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'শুনুন, মিইনহিয়ার ...'

'তুমি শোনো আমার কথা,' এক ধমকে বেসিকে থামিয়ে দিল মুলার। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি, বেসি। তিন বছর ধরে ভালোবাসছি। তোমাকে যত দেখি তত বেড়ে যায় আমার প্রেম,' বেসি আবার মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'না বোলো-না আমাকে। তুমি জানো না আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। প্রতি রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখি আমি। কখনও কখনও ঘুমের মধ্যে শুনি তোমার পায়ের আওয়াজ। মনে হয় তুমি যাচ্ছ আমার কাছে...হঠাৎ চুমু খেলে আমাকে...'

বিরক্তির চরমে পৌঁছে গেছে বেসি। মুলারের ফালতু বকবকানি শুনতে একদম ভালো লাগছে না ওর। চোখ-মুখ কুঁচকে আরেকদিকে তাকাল সে।

'দেখো,' খানিকটা নরম কণ্ঠে বলল মুলার। 'বিয়ের কথাটা সরাসরি বললাম বলে কিছু মনে কোরো না। আমি খুবই ধনী, বেসি,' অহঙ্কার করল সে। 'এখানে আমার কত জায়গা-জমি আছে তা তো খুব ভালোই জানো। আরও কী কী আছে বলছি। লাইডেনবার্গে আছে চারটা ফার্ম। ওয়াটারবার্গে দশ হাজার মৌগেন জমি। এক হাজার গরু। ভেড়া আর ঘোড়া গুনে শেষ করা যাবে না। আর ব্যাঙ্কে কত মিলিয়ন টাকা আছে নিজেও জানি না। হিসাবটা জানতে চাইলে ব্যাঙ্কঅলাদের দশদিন লাগবে বলতে।'

বেসির চেহারায় সামান্যতম আগ্রহ নেই। রাগ হলো মুলারের। ঝট্ করে ধরল বেসির একটা হাত। 'রানির হালে থাকবে তুমি, কথা দিলাম।'

একটানে হাতটা ছুটিয়ে নিল বেসি। খানিকটা চেঁচিয়ে বলল, 'আপনার টাকা-পয়সার হিসাব শুনে ভালো লাগল, মিইনহিয়ার মুলার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঈশ্বর আপনাকে আরও দিক।...আমাকেও সরাসরি বলতে হচ্ছে, আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না আমি। দুঃখিত,' বলাই বাহুল্য, মোটেও দুঃখিত নয় মেয়েটা। 'ওই যে, চাচা আসছে। আপনার ভালোর জন্যে বলছি—চাচার সামনে এসব কথা ভুলেও তুলবেন না।'

মুখ তুলে তাকাল মুলার। হ্যাঁ, চেহারা দেখা না গেলেও লম্বা ছায়ামূর্তিটা দেখেই চেনা যাচ্ছে সাইলাস ক্রফটকে। ধীরে-সুস্থে হাঁটতে হাঁটতে এদিকেই আসছেন বুড়ো। তবে অনেক দূরে আছেন এখনও।

'তুমি তা হলে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছ?' মুলারের প্রশ্নটা শোনাল সাপের হিসহিসানির মতো।

'কেন, শোনেননি? আবার বলতে হবে?'

'আগে তো এত তেজ ছিল না তোমার!...বুঝেছি। সব দোষ ওই কুত্তার বাচ্চা রুইবাটযিটার। এই দু'মাসে ওর সঙ্গে লীলাখেলা করে অন্যরকম হয়ে গেছ তুমি।...পরে হিসাব-কিতাব হবে ওর। শুনে রাখো, পছন্দ করো বা না করো, আমার বউ হতেই হবে তোমাকে। আমি যত গর্জাই, ঠিক ততখানি বর্ষাই। ওয়াকারস্ট্রুমের প্রতিটা লোক চেনে আমাকে। গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখো আমার কথা। সবাই বলবে: ফ্র্যাঙ্ক মুলার এক কথার লোক।...আমি চাই তোমাকে, দখল করেই ছাড়বো। টাকা আমাকে ঈশ্বরের সমান ক্ষমতা দিয়েছে। কোনও কিছু চেয়েছি, কিন্তু পাইনি—এমন হয়নি কখনও, হবেও না। প্রয়োজন হলে কুত্তার বাচ্চা রুইবাটযিটাকে খুন করবো। এমনকী নিজেও মরতে রাজি আছি। কিন্তু তোমার উপর দাবি ছাড়বো না। কসম খেলাম, ঈশ্বর আর শয়তান—দু'জনের নামেই!'

রাগে থরথর করে কাঁপছে সে। হাত মুঠো করছে আর ছাড়ছে। আরও কিছু বলতে চায় হয়তো, কিন্তু ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

দু'কদম দূরে সরে গেল বেসি। ভয় পেয়েছে সে, কিন্তু রাগ হচ্ছে আরও বেশি। যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমিও শপথ করলাম—কোনও দিন বিয়ে করবো না আপনাকে। কোনও দিন না।'

কথাটা শুনে যেন স্থাণু হয়ে গেল মুলার। দীর্ঘ আধ মিনিট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বেসির দিকে। তারপর হঠাৎ, মেয়েটাকে চমকে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসতে হাসতে বলল, 'কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জেতে দেখা যাক।'

আর কিছু না-বলে ঘুরল লোকটা। এখনও হাসছে। ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে আস্তাবলের দিকে।

মিনিট দুয়েক পর শোনা গেল ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। চলে গেল ফ্র্যাঙ্ক মুলার। ক্ষুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল এক সময়। সাইলাস ক্রফট এখনও এসে পৌঁছাননি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিতরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়াল বেসি। কিন্তু কারও নিচু-কণ্ঠের আর্তনাদ শুনে থমকে গেল।

বাড়ির পিছন দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। কাতরাচ্ছে কেউ। ব্যাপার কী দেখার জন্য ছুটল বেসি। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে। ভুল হয়ে গেছে, ভাবল মেয়েটা, একটা লণ্ঠন নিয়ে আসা উচিত ছিল। আবার রওয়ানা হতে যাবে বাড়ির উদ্দেশে, আস্তাবলের দিকে চোখ পড়ায় থেমে গেল। কে যেন পড়ে আছে দরজার সামনে! আবার দৌড় দিল মেয়েটা। আস্তাবলের দরজায় পৌঁছাতে দশ সেকেন্ডও লাগল না। পড়ে থাকা লোকটাকে চিনতে সময় লাগল এক সেকেন্ডের চেয়েও কম।

জ্যান্ট্জে! কাঁপছে বেচারা। বিড় বিড় করে অভিশাপ দিচ্ছে কাউকে। ব্যথা সহ্য করতে না-পেরে কুঁকড়ে-কুঁকড়ে যাচ্ছে। সারা শরীর রক্তাক্ত।

চিৎকার করে উঠল বেসি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল জ্যান্ট্জের সামনে। কী করবে বুঝতে পারছে না। আবার চেঁচাল, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

'বাস্ ফ্র্যাঙ্ক!' বহু কষ্টে বলল জ্যান্ট্জে। 'বাস্ ফ্র্যাঙ্ক চাবুক দিয়ে ইচ্ছেমতো মেরেছেন আমাকে।'

রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেলল বেসি। একটা গাল দিতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। জ্যান্ট্জেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা পাচ্ছে না।

'আপনি কাঁদবেন না মিস,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জ্যান্ট্জে। ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। 'শয়তানটা আবারও মারল আমাকে। আমি সব হিসাব রেখেছি।' বলতে বলতে লম্বা একটা লাঠি বাড়িয়ে দিল বেসির দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাঠিটা হাতে নিল বেসি। দেখল ভালোমতো। নখ দিয়ে অনেকবার আঁচড় কাটা হয়েছে সেটাতে। উপরের দিকে দেখা যাচ্ছে গভীর তিনটা দাগ। কিছুই বুঝল না মেয়েটা।

'একদিন,' আবার বিড় বিড় করল জ্যান্টজে। 'আমাকে খুঁজে পাবে সে। আর আমি খুঁজে পাবো ওকে।'

কথাটা হেঁয়ালি বলে মনে হলো বেসির। ওই ব্যাপারে মাথা না-ঘামিয়ে জ্যান্টজের শুশ্রূষা করতে লাগল সে।

# পাঁচ

'তুমি একটা নিষ্ঠুর!' বেসির কথাটা শুনে হাসল জন। চড়ে বসল ওর ঘোড়ায়। মুলারকে এড়াতে তীব্র গতিতে ছুটাল ঘোড়াটা। অল্প সময় পরেই হাজির হলো একটা পাহাড়ের চূড়ায়। ঘোড়ার গতি কমাল সে।

আগে কখনও এখানে আসেনি জন। সামনে একটা গভীর ফাটল দেখতে পেল সে। কোনও দানব যেন বিরাট কুড়াল চালিয়ে দু'ফাঁক করে দিয়েছে পাহাড়ের মাথাটা। ঘোড়ার গতি আরও কমাল সে।

এই জায়গার নাম লিউয়েন ক্লুফ। বেসির মুখে অনেকবার শুনেছে নামটা, কিন্তু আসা হয়নি কখনও। ঘোড়া থেকে নামল সে। লাগাম ছেড়ে দিল। জানে পালাবে না ঘোড়াটা।

লোকে বলে, অনেক আগে সিংহ শিকারে বেরিয়েছিল একদল বোয়া। ধাওয়া করতে করতে তিনটা সিংহকে ঠিক এই জায়গায় কোণঠাসা করে ফেলে ওরা। তারপর গুলি করে মারে। সেই থেকে জায়গটার নাম লিউয়েন ক্লুফ।

ফাটলটার দিকে আরেকবার তাকাল জন। চওড়ায় ছ'শো ফুটের মতো হবে। দুশো ফুটের মতো গভীর। প্রকৃতির কী অদ্ভুত

www.BanglaBook.org

খেয়াল–ভাবল সে, পাহাড়ের মাথায় বানিয়েছে এত বড় একটা গর্ত।

ফাটলের একপ্রান্ত দিয়ে বয়ে চলেছে পানির ক্ষীণ স্রোত। জলধারা ধীরে ধীরে নামছে নীচে। পুষ্ট করছে পাহাড়ের পাদদেশের গাছপালাকে।

ফাটলের কিনারা থেকে সরে এল জন। ঘোড়াটা চলে গেছে দূরে। লতাপাতা খাচ্ছে। জন্তুটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল জন, দূরের কতগুলো পাথরের বোল্ডারের দিকে নজর পড়ায় থেমে গেল। বিরাট বোল্ডারগুলোর ছায়ায় বসে আছে জেস।

একমনে ছবি আঁকছে মেয়েটা। কোলের উপর রাখা বোর্ডের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে জেসের বাম কাঁধ, বাম বাহুর পিছনের দিক আর বাম পা। উল্টো ঘুরে থাকায় চেহারা দেখা যাচ্ছে না। আরাম করে পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে মেয়েটা। ঘাড়টা বেঁকে আছে ডানদিকে।

নিজের ঘোড়ার দিকে আরেকবার তাকাল জন। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। পায়ে পায়ে এগোল জেসের দিকে।

গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা ঘাসের সঙ্গে জনের পা লেগে সড়সড় আওয়াজ হচ্ছে। স্পষ্ট শুনতে পাওয়ার কথা জেসের। কিন্তু তারপরও ঘাড় ঘুরাচ্ছে না মেয়েটা। খানিকটা আশ্চর্য হলো জন। ঘুমিয়ে গেছে নাকি? আরও কাছে গেল সে।

হ্যাঁ, ঘুমিয়ে আছে জেস। পায়ের সামনে পড়ে আছে ওর হ্যাট। বোল্ডারের কোনা বেয়ে চুপিসারে ঢুকছে শেষ বিকেলের আলো। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে জেসের বাদামি, কোঁকড়া চুলে। জেসের আটপৌরে চেহারাটা ওই আলোতে অন্যরকম দেখাচ্ছে–কেমন অপার্থিব, অদ্ভুত সুন্দর। বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জন।

হঠাৎ নড়ে উঠল জেস। বার কয়েক খুলল আর বন্ধ করল ওর অপূর্ব সুন্দর চোখজোড়া। তারপর আচমকা বুঝতে পারল সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। খানিকটা চমকে উঠে দেখল জনকে। 'ওহ্!' চিনতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মেয়েটা। 'তুমি সত্যিই ক্যাপ্টেন নেইল তো? নাকি স্বপ্ন দেখছি আমি?' বলতে বলতে চোখ রগড়াল।

হাসল জন। 'ভয় পেয়ো না। আমি সত্যিই জন। ভূত-প্রেত না।'

www.BanglaBook.org

দু'হাতে মুখ ঢাকল জেস। খুলল কিছুক্ষণ পরই। কেমন খুশি-খুশি দেখাচ্ছে ওকে। আগের চেয়েও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে চোখ দুটো।

'স্বপ্নের কথা বলছিলে তুমি,' বলল জন। 'কীসের স্বপ্ন?'

'তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জেস। 'স্বপ্ন তো স্বপ্নই,' বলে স্বভাবসুলভ উদাসী দৃষ্টিতে তাকাল চারদিকে। একটু পর চোখ রাখল জনের চোখে। 'এই ক্লুফ নিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। আর···তোমাকে নিয়ে। জানো নিশ্চয়ই, স্বপ্ন হচ্ছে মনের কল্পনা—অবাস্তব, অপূরণীয়। ওসব বিশ্বাস করা বোকামি।'

'তুমি খুব অদ্ভুত, মিস জেস,' সহাস্যে বলল জন। 'আমার কেন যেন মনে হয়, তোমার মনে অনেক দুঃখ।···বসতে পারি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওই বোল্ডারটার ছায়ায় বসে পড়ো। গরম কম লাগবে।' কিছুটা দূরে বসে পড়ল জন। আবার বলতে লাগল জেস, 'কী বলছিলে? আমি দুঃখী?' ঠোঁট বাঁকা করে সামান্য হাসল। 'এই পৃথিবীতে কে সুখী বলতে পারো?'

উত্তর দিল না জন। এসব দার্শনিকদের ব্যাপার ওর ভালো লাগে না। কে সুখী সেটা যাচাই করা খুব কঠিন। আবার অনেকে সুখ কী সেটাই জানে না। কারও কাছে টাকা মানে সুখ, আবার কেউ সুখী হয় ক্ষমতা পেয়ে। কেউ সুখ খুঁজে পায় অবিরাম ভোগের মধ্যে, আবার সব কিছু ছেড়েছুঁড়ে কেউ বলে—আমি সুখী। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে। বলল, 'না, কে সুখী বলতে পারি না।'

'উদাসীরাই সুখী,' এক বাক্যে রায় দিল জেস।

'উদাসীরাই সুখী?' আশ্চর্য হয়ে পুনরাবৃত্তি করল জন।

'হ্যাঁ।'

অবাক চোখে জেসের দিকে তাকিয়ে রইল জন।

'শুনতে অদ্ভুত লাগছে, তা-ই না?' হাসল জেস। 'আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী না। আমার চিন্তা-ভাবনা ভুল হতে পারে, সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে। সুখী-দুঃখী ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোনও কূল পাইনি। অসুস্থতা, দুর্দশা, হানাহানি আর মৃত্যুর এই পৃথিবীতে সাধারণ কোনও মানুষকেই সুখী মনে হয় না আমার।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, আবেগে-যুক্তিতে গড়া সাধারণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কারও পক্ষে সুখী হওয়া অসম্ভব?'

'যদি সে কাউকে খুব ভালোবাসে—তা হলে সম্ভব হতে পারে।'

'ভালোবাসলে সুখী হওয়া যায়? বুঝলাম না।'

'তোমার কথাই ধরো। তুমি খুব সাধারণ একজন মানুষ। সুখী হতে চাও। কাউকে ভালোবাসতে হবে তোমার। যদি ভালোবাসতে গিয়ে নিজের সত্তাকে ভুলে যেতে পারো, দেখবে আর কোনও দুঃখ অনুভব করছ না। যার দুঃখ নেই, সে-ই তো সুখী। আত্মত্যাগী প্রেমিকই উদাসী, আর উদাসী ব্যক্তিমাত্রই সুখী। আমি তা-ই মনে করি।'

'তুমি জানলে কী করে? কখনও কাউকে ভালোবেসেছ বলে তো মনে হয় না।'

'ঠিক। আমি কখনও কাউকে ভালোবাসিনি। তবে অনুভব করতে পারি ব্যাপারটা। তাই বললাম।'

জনের দৃষ্টি আবারও স্থির হলো জেসের চেহারার উপর। পুঞ্জীভূত মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়লে যেমন হেসে ওঠে আকাশ, তেমনই অদ্ভুত হাস্যোজ্জ্বল দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। কিন্তু জন নিশ্চিত হাসছে না জেস। কী এক অজানা খুশিতে ঝলমল করছে মেয়েটার আটপৌরে চেহারা। সৌম্যতার বিরল সৌন্দর্যে ভরে গেছে মুখ। শিহরিত হলো জন।

বেসির সৌন্দর্যকে স্পর্শ করা যায়, রূপ দেওয়া যায়; কিন্তু জেসের এই সৌন্দর্য শুধুই উপলব্ধির। এটা ব্যাখ্যা করা যায় না, এর প্রতিমূর্তি তৈরি অসম্ভব।

'ফালতু কথা অনেক হলো,' কিছুক্ষণ পর আবার আগের মতো নিস্পৃহ হয়ে গেল জেস। 'ছবিটা শেষ করিনি এখনও,' মুখ নামিয়ে হাতে ধরা স্কেচটার দিকে তাকাল সে।

উঠে দাঁড়াল জন। তাকাল চারদিকে।

ঘনিয়ে আসছে সন্ধ্যা। দিগন্তের এক কোণে কখন যেন জমেছে এক টুকরো মেঘ। সেটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে আরও মেঘকে। উপেক্ষা করতে না-পেরে জড়ো হচ্ছে সবাই। শেষ বিকেলের আলোটা চুরি করেছে ওরা। প্রখর উত্তাপের অবসানে খুশি হয়ে বিদ্যুৎ নাচছে আকাশে। থেকে থেকে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। কাঁপন জাগছে গাছের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাতায়।

ঝড় আসছে।

'জেস,' ঘোড়াটা নিয়ে এসে বলল জন। 'চলো, বাড়ি ফিরে যাই। ঝড় আসছে।'

'আরও দেরি হবে আমার। এগারো বছর বয়স থেকে আমি আছি এখানে—কখন ঝড় হবে, কখন বৃষ্টি হবে ভালোই জানি।'

আর কিছু না-বলে স্যাডলে চড়ল জন। মুখ ঘুরিয়ে নিল ঘোড়াটার।

জন চলে যাওয়ার পর হাত থেকে কাগজ-পেন্সিল রেখে দিল জেস। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতেই। তাকিয়ে রইল কালো আকাশের দিকে। কী সুন্দর লাগছে আকাশটা!

অনেক উপরে উড়ছে একটা শকুন। নিশ্চয়ই তাকিয়ে আছে নীচের দিকে। আচ্ছা, ভাবল জেস, পাখিটা কি আমাকেই দেখছে? আমি মরে গেছি ভাবছে না তো আবার? যদি নেমে এসে ঠোকর দেয়?

হাসল মেয়েটা। যত সব বাজে কল্পনা! শুয়ে থেকেই ঘাড় ঘুরাল সে।

বুনো ফুলের কয়েকটা গাছ নিজেদের মতো বেড়ে উঠেছে দূরে। সন্ধ্যার অন্ধকারে ফুলগুলোর উজ্জ্বল রঙ কেমন অবাস্তব মনে হলো জেসের। ঝড়ের ভয় উপেক্ষা করে কোত্থেকে হঠাৎ হাজির হলো মধু-খেকো একটা মৌচুষকি। উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগল ফুলগুলোর উপর।

ঠাণ্ডা বোল্ডারের গায়ে হাত রাখল জেস। কল্পনা করল, পাথরটা বলছে ওকে, 'অনেক বয়স আমার। কত শীত, কত বসন্তই না দেখলাম এ-জীবনে। তোমার মতো কত মেয়ে ঘুমাল আমার কোলে মাথা রেখে। এখন কোথায় ওরা? সবাই মরে গেছে, জেস। কেউ বেঁচে নেই।'

নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছে এক পাল বেবুন। জেসকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ। চিৎকারটা যেন বোল্ডারগুলোতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে বলল মেয়েটাকে, 'কেউ বেঁচে নেই, কেউ বেঁচে নেই।'

www.BanglaBook.org

অস্থির বোধ করায় উঠে বসল জেস।

দোল খাচ্ছে বসন্তের লিলি। বাতাসে ফার্ন আর মিমোসার সুবাস, ঝরনার শব্দ। একটানা আওয়াজটা কানে বাজছে ঝুমঝুমির মতো।

চাঁদের আকর্ষণে যেমন ফেঁপে ওঠে জোয়ারের পানি, ঠিক তেমনই আপ্লুত হলো জেস।

অনেকদিন অপেক্ষা করে ছিল প্রকৃতি, আজ আসছে ঝড়। যেন উদ্দাম, উচ্ছল এক যুবক আসছে তার প্রেমিকার কাছে। বহু বছরের বিচ্ছেদের পর আজ মিলন ঘটবে ওদের।

প্রচণ্ড গতিতে বাতাস বইছে। উড়ে আসছে ধুলো, লতাপাতা। খোলা জায়গায় আছে জেস, কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় লাগছে না ওর। বরং একটা সত্য আবিষ্কার করতে পেরে হাসল।

বেঁচে থাকার মধ্যেও সুখ আছে। নিজের সত্তাকে, আত্মাকে অনুভব করার মধ্যেও সুখ আছে।

কিন্তু প্রেমাস্পদকে কাছে পাওয়া আরও সুখের।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল জেস। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল বোল্ডারটা। হাঁটতে চাইল, পারল না। বসে পড়তে হলো আবার। অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতিটা ওর নড়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে যেন।

ভালোবাসা টের পাচ্ছে জেস। প্রেমের মোহ আচ্ছন্ন করছে ওকে। নিজের জ্ঞান, যুক্তি দিয়ে ঠেকাতে চাইছে সে; কিন্তু আবেগের প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ হলো ওর আত্ম-সংযম। এখন আত্ম-সমর্পণ ছাড়া উপায় নেই।

আবার শুয়ে পড়ল জেস। চোখ বন্ধ করল। আপনা থেকেই জনের মুখটা ভেসে উঠল মানসপটে।

জনকে ভালোবেসে ফেলেছে সে। কবে, কখন সেই হিসাব জানে না, জানতে চায়ও না। কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে ঘটে গেছে ব্যাপারটা। এতদিন বুঝতে চায়নি, মানতে চায়নি জেস; আজ মনের গভীর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে হতচ্ছাড়া আবেগটা। জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে এবার।

কিছুক্ষণ পর শুরু হলো ঝড়। যেন উন্মত্ত হয়ে গেছে প্রকৃতি। তীব্র বাতাস উড়িয়ে নিতে চাইছে সবকিছু। বড় বড় ফোঁটায় পড়তে

www.BanglaBook.org

আরম্ভ করেছে বৃষ্টি। দূরে কোথাও বাজ পড়ল। গুড়ুম-গুড়ুম আওয়াজটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ঢুকল জেসের কানে। চোখ খুলল সে।

ইতিমধ্যেই ভিজে একাকার হয়ে গেছে সে। কাগজ-পেন্সিল উধাও। ওগুলোর খোঁজ করা বৃথা। উঠে দাঁড়াল সে। সিকি মাইল দূরে একটা গুহা আছে। দৌড় দিল সেটার উদ্দেশে।

দৌড়াতে দৌড়াতেই টের পেল ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। দাঁতে-দাঁতে বাড়ি খেয়ে বিচ্ছিরি একটা খটাখট আওয়াজ হচ্ছে।

গুহায় পৌঁছে থামল জেস। হাঁপাচ্ছে। আধ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ধরে চলল বাতাসের মাতামাতি। তারপর থেমে গেল একসময়। এখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

আবার ঝড় শুরু হতে পারে ভেবে বেরিয়ে পড়ল জেস। মাঝেমধ্যে আকাশে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ, সেই আলোয় এগিয়ে চলল। খুব সাবধানে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামল নীচে। বাড়ির পথ ধরল।

পৌঁছে দেখল বারান্দায় লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ওর চাচা। জেসকে দেখামাত্র ছুটে এলেন তিনি। ব্যাকুল কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার? কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'বনে-বাদাড়ে.' এড়িয়ে যেতে চাইল জেস। রওয়ানা হলো দরজার উদ্দেশে। সঙ্গে এলেন সাইলাস।

'এটা একটা কথা হলো?' বৃদ্ধের কণ্ঠে আক্ষেপ। 'এদিকে ক্যাপ্টেন নেইল তোকে খুঁজতে রওনা হয়েছে মিনিট বিশেক আগে।'

'লায়নস ক্লুফে ছিলাম। ঝড়ে আটকা পড়েছিলাম। ভেতরে যাচ্ছি আমি। কাপড় পাল্টাতে হবে আমাকে।'

দৌড় দিল জেস। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা আটকাল। ওর জামা থেকে পড়া পানিতে ভিজে গেল মেঝে।

কাপড় পাল্টানোর সময় ভাবছে জেস। জনও কী হলে আমাকে খুঁজতে গেছে? পায়নি আমাকে। পাবেও না। তখন কী অবস্থা হবে লোকটার? আচ্ছা, জনও কি আমাকে...

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। মনোযোগ দিয়ে দেখল নিজের চেহারা। সাধারণ একটা চেহারা—বিশেষত্বহীন, অনাকর্ষণীয়। চোখজোড়া দেখল সে। অমন জ্বলজ্বল করছে কেন? মাথার বাদামি,

www.BanglaBook.org

কোঁকড়া চুলগুলো বৃষ্টিতে ভিজে পুরোপুরি লেপ্টে যায়নি। হার-না-মানার ভঙ্গিতে কুঁকড়ে আছে। আয়নার মানুষটার দৃঢ়-সংকল্প ভাব ওর চোখ এড়াল না।

'আমি যদি বেসির মতো সুন্দরী হতাম!' বিড় বিড় করল সে। বেসির নামটা উচ্চারণ করামাত্র একটা দুর্ভাবনা পেয়ে বসল ওকে। 'বেসিকে মনে হয় ভালোবাসে জন। এজন্যেই বেসির সঙ্গে এত ঘুর ঘুর করে।'

সন্দেহ আর ঈর্ষা ঝড় তুলল ওর মনে। অনেক বছর আগের একটা ঘটনা ভেসে উঠল মানসপটে।

একটা জাহাজ চলছে। ইংল্যান্ড থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে জাহাজটা। অনেক যাত্রী সেখানে। জেস, বেসি, আর ওদের মা-ও আছেন।

মারা যাচ্ছেন মা। কাঁদছে দু'বোন। সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে না কেউ। একবার দেখেই হয়তো বুঝে গেছে সবাই, এই মহিলাকে বাঁচানো যাবে না। তাই মাথা পেতে ঝামেলা নিতে চাইছে না।

অতি কষ্টে একটা হাত তুললেন মা। জেসের ডান হাত ধরলেন। আরও কষ্টে, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'জেস, একটা কাজ করবি, মা?'

না বলার কোনও উপায় নেই জেসের। 'কী কাজ, মা?'

'তোর ছোট বোনটাকে দেখে রাখতে পারবি?'

'খুব পারবো।'

'প্রতিজ্ঞা কর।'

প্রতিজ্ঞা করল জেস।

'বেসি যা চায়, তোর সাধ্যে কুলালে দিয়ে দিবি ওকে। কখনও মানা করবি না।'

'বেসি যা চায় সেটাই আমি দেবো ওকে মা। আমার সাধ্যে কুলাক বা না-কুলাক।'

'আর কখনোই খারাপ ব্যবহার করবি না ওর সঙ্গে।'

'করবো না।'

চুপ করলেন মা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠক্-ঠক্-ঠক্! বন্ধ সদর দরজায় কারও করাঘাতের আওয়াজ।

'মিস্টার ক্রফট!' শোনা গেল জনের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ।

খুলে গেল দরজাটা।

'পাওয়া গেল না ওকে! হায় ঈশ্বর, কোথায় যে গেল মেয়েটা!'

সব শুনতে পাচ্ছে জেস। কাপড় পরা অনেক আগেই শেষ, মোমবাতিটা হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। দেখল, ডাইনিং-কাম-সিটিংরুমে দাঁড়িয়ে আছে ওর চাচা আর জন। দুশ্চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে জনের কপালে। চোখ-মুখ শুকিয়ে সাদা।

উদ্বিগ্ন জনকে দেখে খুব ভালো লাগল জেসের। জনের উদ্বেগটা কার জন্য, বুঝতে সামান্যতম অসুবিধা হচ্ছে না ওর।

জেসকে দেখামাত্র ছুটে এল জন। সমস্ত উদ্বেগ পাল্টে গিয়ে নির্ভেজাল স্বস্তিতে পরিণত হয়েছে। 'তুমি এখানে!' চেঁচাল সে। 'আর আমি তোমাকে সেই কখন থেকে খুঁজে মরছি। লিউয়েন ক্লুফে গিয়ে দেখলাম তুমি নেই...'

'আমি...আমি...' বলতে গিয়ে বাধছে জেসের। 'একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলাম,' জনের সঙ্গে কথা বলতেই শরীর কেমন শিহরিত হচ্ছে, টের পেল মেয়েটা।

আধ ঘণ্টা পর সাপারে বসল ওরা। বেসি আসেনি। ওর নাকি শরীর খারাপ, পরে খাবে। বেশ কিছুক্ষণ পর হাজির হলো মেয়েটা। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল চুপচাপ। খাবারের ডিশ, প্লেট টেনে নিল নিজের দিকে। সামান্য কিছু তুলে নিয়ে খেতে আরম্ভ করল। কারও দিকে তাকাচ্ছে না, একটা কথাও বলছে না।

গলা খাঁকারি দিল জেস। 'লিউয়েন ক্লুফে ঝড়ের সময় খারাপ লাগে না...' মন্তব্যটা করে কেন খারাপ লাগে না, সেটা ব্যাখ্যা করতে লাগল। শুনে হাসলেন সাইলাস আর জন। কিন্তু বেসি আগের মতোই নীরব। কিছু একটা হয়েছে ওর।

সাপারের পর রাজনীতির আলাপ তুললেন সাইলাস। 'অবস্থা ভালো না,' বললেন তিনি। 'সামনে খারাপ সময় আসছে ইংরেজদের। বোয়ারা মনে হয় সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেই এবার। জোট

www.BanglaBook.org

বেঁধেছে ওরা, ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। ফ্র্যাঙ্ক মুলারের মতো অনেক বড়লোক হাত মিলিয়েছে ওদের সঙ্গে। এমনিতেই সংখ্যায় বেশি, তার ওপর টাকার কুমিরদের পেয়ে একেবারে বগল বাজাচ্ছে ব্যাটারা।'

রাজনীতির মারপ্যাঁচ বোঝে না বেসি। চুপ করে রইল সে। বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন সাইলাস, জেস আর জন। একসময় বিরক্তি বোধ করতে লাগল বেসি। হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল, 'খুব ক্লান্ত লাগছে। আমি ঘুমাতে চললাম।'

যাওয়ার আগে বোনের কানে ফিসফিস করে বলে গেল, 'আমার ঘরে আসিস। কথা আছে তোর সঙ্গে।'

## ছয়

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল জেস। তারপর সে-ও বলল, 'আমিও বরং ঘুমাতে যাই। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। জ্বর আসবে বোধ হয়।'

সাইলাস ক্রফট শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়েটার দিকে। 'হ্যাঁ, তা-ই বরং কর্। খামোকা জেগে থেকে লাভ নেই।'

'গুডনাইট,' বলে চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল জেস। চোরাদৃষ্টিতে একবার দেখল জনকে। লোকটা ওকেই দেখছে বুঝে লজ্জা পেল অকারণেই। আরও নাজেহাল হওয়ার আগেই কেটে পড়ল বুদ্ধিমতীর মতো।

সোজা বেসির রুমে হাজির হলো সে। ভিতরের রুমগুলো সিটিংরুম থেকে দেখা যায় না বলে সাইলাস বা জন কেউই জানলেন না ব্যাপারটা। রাজনীতির আলোচনায় মশগুল তাঁরা তখন।

বেসির রুমে ঢুকে জেস দেখল, কাপড় পাল্টে নীল ড্রেসিং গাউন

www.BanglaBook.org

পরেছে বেসি। বিষণ্ন মুখে বসে আছে বিছানার এককোনায়। মায়া লাগল জেসের। বেসি আবেগপ্রবণ মেয়ে। অল্পতেই হেসে কুটিকুটি হয়, আবার অল্পতেই নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে—কেঁদেকেটে অস্থির হয় তখন।

এগিয়ে গেল জেস। চুমু খেল বোনকে। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'বোস্,' পাশের খালি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করল বেসি। 'তুই এসেছিস খুব ভালো হয়েছে। আমি…আমি যে কী করি, ভেবে পাচ্ছি না। তোর তো অনেক বুদ্ধি, আমার কী করা উচিত বলে দে।'

'কী হয়েছে সেটা বল্ আগে। তারপর বলবো কী করা উচিত,' বলতে বলতে বেসির মুখোমুখি বসে পড়ল জেস।

ঘরে একটামাত্র মোমবাতি জ্বলছে। জেস বসেছে সেটার দিকে পিঠ দিয়ে। তাই ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে না। মোমবাতির আলো পড়ছে বেসির চেহারায়।

'আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে ফ্র্যাঙ্ক মুলার,' ফিসফিস করে বলল বেসি, গোপন কোনও পাপ স্বীকার করছে যেন।

একটা ধাক্কা খেল জেস। কিন্তু আতঙ্কের চিহ্ন ফুটতে দিল না চোখেমুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ব্যস, ওটাই? আর তাতেই ঘাবড়ে গেছিস তুই?'

'আমি ওকে বিয়ে করবো কি না সরাসরি জিজ্ঞেস করল লোকটা। না বলায় এমন ব্যবহার করল আমার সঙ্গে…'

'বোয়ারা ভালো ব্যবহার করতে জানলে না করবে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেস।

'কিন্তু সব বোয়া তো অমন নয়,' নিচু গলায় প্রতিবাদ করল বেসি। 'মুলার আসলে একটা খবিস, একটা জানোয়ার।'

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা। একসময় সেটা ভাঙল জেস, 'তুই তো ওকে বিয়ে করছিস না। কাজেই চিন্তার কিছু নেই। জোর করে কিছু করতে পারবে না মুলার। ওর যতই টাকা থাক, দেশে আইন আছে। লোকটা বোকা নয়, ওলট-পালট কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে জানে ভালোমতো।'

www.BanglaBook.org

চুপ করে আছে বেসি। আরও একটা কথা বলতে চাইছে সে। কিন্তু কীভাবে শুরু করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না।

ব্যাপারটা খেয়াল করল না জেস। মুলারকে নিয়েই চিন্তিত সে। 'দেশের অবস্থা পাল্টে যাচ্ছে, বেসি,' কথাটা শোনাল স্বগতোক্তির মতো। 'চাচার মুখে তো শুনেছিস সব। আমার মনে হয় ক্ষমতা হারাবে ইংরেজরা। এখনই কত সমস্যা আমাদের, আর বোয়াররা একবার ক্ষমতায় গেলে কী হবে বুঝে নে...'

দুশ্চিন্তায় বেসির মুখ আরও শুকাল। বুঝতে পারছে দেরি না-করে দ্বিতীয় কথাটা উচিত জেসকে।

'মুলারের দিকে আঙুলও তোলা যাবে না তখন...'

'আমি...আমি...' ফিসফিস করতে করতে শুরু করল বেসি। 'আরও কিছু বলতে চাই তোকে...'

মুখ তুলে তাকাল জেস। কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে। 'বল, কী বলবি? মুলার...'

'না, মুলারের ব্যাপারে নয়।...ক্যাপ্টেন জন নেইলের ব্যাপারে,' বলেই মাথা নিচু করল বেসি। লজ্জায় লাল হয়ে গেছে।

অপ্রস্তুত হয়ে গেল জেস। ভাবল, জন কিছু বলেছে নাকি বেসিকে? হয়তো একা পেয়ে...না, না, জন তেমন লোক নয়। আমার সঙ্গেও তো লিউয়েন ক্লুফে দেখা হলো আজ। কই, একা পেয়েও তো কোনও অভদ্র আচরণ করল না? কিন্তু...আমি বেসির মতো সুন্দরী না। বেসিকে দেখে হয়তো মাথা ঠিক রাখতে পারেনি...

মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে বেসি। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল জেস। জিজ্ঞেস করল, 'কী করেছে ক্যাপ্টেন নেইল? সে-ও কি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তোকে?'

'না, না,' নীচের দিকে তাকিয়ে থেকেই প্রবল বেগে মাথা নাড়ল বেসি। 'কিন্তু...' এবার মুখ তুলে তাকাল, ঝাঁপিয়ে পড়ল জেসের উপর। দু'হাতে আলিঙ্গন করল প্রথমে, তারপর জেসের কোলে মাথা রেখে কাঁদতে আরম্ভ করল।

দারুণ আশ্চর্য হলো জেস। অজানা আশঙ্কায় চোয়াল শক্ত করল সে। জন তা হলে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু করেছে বেসিকে...

www.BanglaBook.org

'আমি···আমি···' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলছে বেসি। 'ভালোবেসে ফেলেছি জনকে। আমার···আমার···মনে হয় সে-ও আমাকে ভালোবাসে। আজ সকালে সে আমাকে কী বলেছে জানিস? আমি নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। আমার চেয়ে সুন্দরী কাউকে নাকি দেখেনি কোনও দিন, দেখবে কি না সন্দেহ আছে ওর। এত সুন্দর করে কথাগুলো বলল···আমার কী যে ভালো লাগল···। আরও বলল, সে কাজে ভুল করলে ওকে যদি কখনও বকা-ঝকা করি, তা হলে পরে "দুঃখিত" না বলে যেন একটু হাসি···তাতেই সব ভুলে যাবে সে···'

'তুই···তুই কি ঠাট্টা করছিস, বেসি?' মাথায় বাজ পড়লেও এতটা চমকাত না জেস।

'না, না, আমি সত্যি বলছি। আমি ভালোবাসি জনকে। যেদিন উটপাখিটা মারল সে, সেদিন থেকেই আমি ওর প্রেমে পড়েছি,' নিজেকে সামলে নিয়েছে বেসি। তবে এখনও মুখ লুকিয়ে আছে জেসের কোলে। 'আমাকে চিনত না তখন, কিন্তু বিপদে পড়েছি দেখে নিজে থেকেই সাহায্য করতে এল। ইচ্ছে করলেই কেটে পড়তে পারত। নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাঁচাল আমাকে। আমি সুন্দরী না কুৎসিত ভাবেনি, আমাকে বাঁচানো দরকার মনে করেছে তাই লড়েছে উটপাখিটার সঙ্গে। কী ভয়ঙ্কর সেই লড়াই, তুই যদি দেখতি! জনের মতো শক্তিশালী না-হলে কেউ লড়তে পারবে না ওরকম। ওকে মনে হচ্ছিল একটা বুনো ষাঁড়। কিন্তু দেখ্, তারপর আবার আগের মতোই ভদ্র। কতগুলো দিন আমাকে একা পেয়েছে ফার্মে, চাইলে কিছু বলতে পারত। কিন্তু বলেনি। যতই দিন যাচ্ছে, আমি আরও দুর্বল হয়ে পড়ছি ওর প্রতি···' একটু থেমে আবার বলতে লাগল জেস, 'সে আমাকে বিয়ে না-করলে আত্মহত্যা করবো আমি···' বলে আবার কাঁদতে লাগল বেসি।

বেসির মাথায় একটা হাত রেখেছে জেস, কিন্তু নড়ছে না হাতটা। মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেছে জেস। দু'চোখ খোলা ওর, কিন্তু চোখের সামনে একটা কালো পর্দা ছাড়া কিছুই দেখছে না সে। বাইরে দাপাদাপি করছে বাতাস। শোঁ-শোঁ শব্দে ঝড় শুরু হয়েছে আবার।

www.BanglaBook.org

জানালার কাঁচে বৃষ্টির শব্দ। কিছুই শুনছে না বেচারি। বিকেলের বেবুনগুলোকে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে।

ওগুলো এল কোত্থেকে? নিজেকে প্রশ্ন করল জেস। জানালার কাঁচে কি ওরাই টোকা দিচ্ছে? দেয়ালে নাচছে ওদেরই ছায়া? কানের কাছে ফিসফিস করছে কারা? উঁহু, আবারও সেই জঘন্য কথাটা বলল কে যেন: 'কেউ বেঁচে নেই, কেউ বেঁচে নেই।'

প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল বাইরে। চমকে উঠল জেস। এত ব্যথা করছে কেন বুকে? এমন মোচড়াচ্ছে কেন ভিতরটা? ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে কেন?

আর এই কালো পর্দাটা। একটু একটু করে রঙ পাল্টাচ্ছে মনে হয়? হ্যাঁ, ভোরের আকাশে ঊষার আলোর মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে। সূর্য? না, একটা সমুদ্র। স্রোতের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। একটা জাহাজ চলছে মনে হয়? খুব পরিচিত, পৃথিবীর সবচেয়ে আপন চেহারাটা ভাসছে স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে। দুটো বাচ্চামেয়েও কি আছে সঙ্গে?

মুমূর্ষু মা ফিসফিসিয়ে বলেন, 'একটা কাজ করবি, মা?'

বোকা মেয়েটা পাল্টা শুধায়, 'কী কাজ, মা?'

'তোর ছোট বোনটাকে দেখে রাখতে পারবি?'

'খুব পারবো।'

'প্রতিজ্ঞা কর্।'

প্রতিজ্ঞা করে বোকা মেয়েটা।

'বেসি যা চায়, তোর সাধ্যে কুলালে দিয়ে দিবি ওকে, কখনও মানা করবি না।'

'বেসি যা চায়, তা-ই আমি দেবো ওকে, মা। আমার সাধ্যে কুলাক বা না-কুলাক।'

'আর কখনোই খারাপ ব্যবহার করবি না ওর সঙ্গে।'

'করবো না।'

মা চুপ করেন। চিরদিনের জন্য, অনন্ত সময়ের জন্য।

চোখের চেয়ে বিশ্বাসঘাতক অঙ্গ আর বুঝি নেই দেহে। প্রিয়তমের দিকে তাকায়, অপূরণীয় কামনা জাগায় মনে। সময়-অসময় বোঝে না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঝট্ করে কেঁদে ফেলে। বোকা মেয়েদের আবার কান্না কীসের? গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রু মুছল জেস। ব্যক্তিত্বের ছুরি দিয়ে খুন করল আবেগকে। বার কয়েক ঢোক গিলে নামাল গলার কাছে আটকে থাকা শক্ত দলাটা।

'ক্যাপ্টেন নেইলকে ভালোবাসিস বুঝলাম,' চেষ্টা করেও স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাগুলো বলতে পারল না সে। 'কিন্তু কাঁদছিস কেন?'

উত্তর নেই। ভয় পেলে বাচ্চা যেভাবে আঁকড়ে ধরে মাকে, বেসি ঠিক সেভাবে আঁকড়ে ধরে আছে জেসকে।

'তুই ক্যাপ্টেন নেইলকে ভালোবাসিস,' ঝড়টা সামলে নিয়েছে জেস। 'সে-ও তোকে ভালোবাসে মনে হয়, তা হলে কাঁদছিস কেন?' নতুন কী বলা যায় ভেবে না-পেয়ে আগের প্রশ্নটাই করল জেস।

'জন আমাকে ভালোবাসে কি না আমি ঠিক জানি না।...ওকে না পেলে কী হবে আমার ভাবতে পারছি না।'

'ভয় পাসনে,' হাসার চেষ্টা করল জেস। হাসিটা দেখাল হনুমানের মুখ-ব্যাদানের মতো। 'তোকে ভালো না-বেসে উপায় আছে জনের? কাল হোক, পরশু হোক, দেখবি, একদিন ঠিকই তোকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে লোকটা। তুই চিন্তা করিস না। আরও কয়েকটা দিন কাটুক, আপনা থেকেই ঠিক হয়ে যাবে সব,' উঠে দাঁড়াল সে। 'আরেকটা কথা। মুলারের ব্যাপারে সাবধান থাকবি। যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবি লোকটাকে। ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার দরকার নেই, কৌশলে সরে যাবার চেষ্টা করবি ওর সামনে থেকে। সবকিছু তো আর গায়ের জোরে হয় না।...আমি অনেক ক্লান্ত,' হাই তোলার ভান করল। 'ঘুমাতে যাই এখন। পরে কথা হবে তোর সঙ্গে,' ঘুরল জেস। এক পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে।

'জেস,' পিছু ডাকল বেসি। 'জনকে ভালোবেসে আমি ভুল করিনি তো? আসলে...আসলে কী করে যে ঘটে গেল ব্যাপারটা...আমি নিজেও ঠিক বুঝলাম না...'

ঘুরল জেস। মুখে মেকি হাসি। কিন্তু নকল হাসিটা ধরতে পারল না বেসি। জেস বলল, 'আমি তো কখনও কাউকে ভালোবাসিনি, তা-ই তোকে বোঝাতে পারছি না। তবে গল্প-উপন্যাসে পড়েছি, ভালোবাসা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপারটাই নাকি ওরকম। হঠাৎই হয়ে যায়।...ক্যাপ্টেন নেইলকে ভালোবেসে ভুল করেছিস বলে মনে হয় না। লোকটা সুদর্শন, লম্বা-চওড়া, ভদ্র, শিক্ষিত। সবচেয়ে বড় কথা, দায়িত্ববান। তোর মতো মেয়ের স্বামী হবার জন্যে উপযুক্ত,' কী মনে হতে সংশোধন করল কথাটা, 'শুধু তোর কেন, যে-কোনও মেয়েই ওকে বিয়ে করে সুখী হবে,' বলে আর অপেক্ষা করল না, তাড়াতাড়ি চলে গেল বাইরে। আবার কান্না পাচ্ছে

নিজের রুমে ঢুকে দরজা ভালোমতো আটকাল জেস। তারপর ছুটে গেল বিছানার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়। উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ ঢাকল বালিশে। তারপর হেঁচকি তুলে কাঁদতে আরম্ভ করল। কান্নার আওয়াজটা যেন শোনা না যায়, সেজন্য বালিশটা চেপে রাখল মুখের উপর। পাশের ঘরটা জনের, এতক্ষণে হয়তো ফিরে এসে শুয়ে পড়েছে লোকটা: কান্নার আওয়াজ শুনে ব্যাপার কী দেখতে এলে কেলেঙ্কারি ঘটে যাবে

তুমি আমার থেকে কত দূরে, জন? মনে মনে প্রশ্ন করল জেস। এই রুমের ওপাশেই আছো তুমি। আমাদের মাঝখানে প্লাস্টার করা একটা দেয়াল, আর তো কিছু না। কিন্তু সেটা তো স্থূল কামনায়, বিবেকের বিবেচনায় দূরত্বটা কত? হাজার মাইল? লক্ষ মাইল? নাকি অসীম? অনতিক্রম্য?

এক সময় শেষ হলো জেসের কান্না। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ভালোমতো মুছল দু'চোখ। তারপর শুরু হলো ওর পায়চারি।

হাঁটছে আর ভাবছে জেস। ওহ্! যদি জনের সঙ্গে কোনও দিন দেখা না হতো! কত ভালোই না হতো তা হলে। লোকটা এখানে এসে সব ওলট-পালট করে দিল। সুখেই তো কাটছিল দিন। কেন যে এমন হয়...

এখন কী করবে জেস? বেসিকে বলবে জনকে ভালোবাসে সে-ও? বললে কী হবে? না হয় বেসি মেনে নিল ব্যাপারটা, কিন্তু জন তো জেসকে না-ও ভালোবাসতে পারে। বেসি বলেছে ওকেই নাকি ভালোবাসে জন। কথাটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বেসিকে দেখলে ব্রহ্মচারীর মনেও প্রেম জাগা অস্বাভাবিক নয়। আর জন তো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org



জনকে না পেলে সত্যিই যে-কোনও কিছু করে ফেলতে পারে বেসি। মেয়েটা খুব আবেগপ্রবণ। দুঃখ সহ্য করতে পারে না মোটেও।

কিন্তু তাই বলে নিজের প্রথম প্রেম বিসর্জন দেওয়ার যুক্তি কী? মায়ের কাছে করা প্রতিজ্ঞা? প্রতিজ্ঞা পালন না-করলে অসুবিধাটা কোথায়? তখন জেসের বয়স ছিল কম। না-বুঝেই করে ফেলে শপথটা। এখন সেটা পালন করতেই হবে এমন কোনও কথা নেই।

কিন্তু ওর মা অবুঝ ছিলেন না। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন বেসি মেয়েটা আদুরে. নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না সবসময়। বেসি হচ্ছে ছায়ায় বেড়ে ওঠা গাছের মতো—ছায়াদানকারী গাছ নেই, তো বেসিও নেই। কিন্তু জেস বাস্তববাদী। প্রয়োজনে কঠোর হতে পারে। যেমন ভাববে নিজের ব্যাপারে, তেমনই দেখে রাখবে ছোট বোনকে। তাই জীবনের শেষ মুহূর্তে বেসিকে জেসের হাতে তুলে দেন মা।

কিন্তু মন মানে না। জন…আমিও তোমাকে ভালোবাসি…কীভাবে যে কী হয়ে গেল…আমিও তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না…

বিবেক আর কামনায় অদ্ভুত সেই লড়াইটা চলল ভোর পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত জিতল বিবেক। শান্ত মনে বিছানায় ফিরে গেল জেস। শুয়ে পড়ল চিত হয়ে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে, তাই এখন আর আগের মতো অস্থির লাগছে না।

বোনের জন্য নিজের প্রেম উৎসর্গ করবে সে। শুধু তা-ই নয়, ওর এই আত্মত্যাগের কথা কোনও দিন জানতে দেবে না বোনকে। কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সেদিন সকালে খোঁয়াড়ের গেটে দাঁড়িয়ে ভেড়া গুনছেন সাইলাস ক্রফট। ধীর পায়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াল জেস। 'চাচা.' এত নিচু গলায় ডাকল, যেন বুড়োকে নয় নিজেকেই ডেকেছে।

কিন্তু সাইলাস ঠিকই শুনতে পেলেন ডাকটা। 'জানি কী বলবি তুই.' ভেড়ার পালের উপর থেকে চোখ সরাচ্ছেন না তিনি। 'কতগুলো ভেড়া গুনেছি, তা-ই না? ছয়শোটা! এত তাড়াতাড়ি এত বেশি কী করে গুনতে পারি জিজ্ঞেস করে বরাবরের মতো আশ্চর্য হবি তুই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পঞ্চাশ বছর ধরে করছি এই কাজ...'

'না, ভেড়ার ব্যাপারে আজ কিছু বলবো না আমি...' কিছুক্ষণ ইতস্তত করল জেস। তারপর মন শক্ত করে বলল, 'আমি প্রিটোরিয়ায় যেতে চাই। ওয়াকারস্ট্রুম থেকে কাল ভোরে রওনা হচ্ছে একটা পোস্টকার্ট, সেটাতে করে যাবো।'

'তুই এসব কী বলছিস?' সাইলাসের ভেড়ার হিসাব ওলট-পালট হয়ে গেল।

'আমার এক বান্ধবী থাকে সেখানে। নাম জেন নেভিল। ওর কাছে থাকবো দু'মাস।'

'গতকাল বৃষ্টিতে ভিজে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? দেশের হাল-হকিকত বলিনি গত রাতে? ভুলে গেছিস? তুই দেখছি পাগলামিতে বেসিকেও ছাড়িয়ে যাবি। তোদের দু'বোনকে নিয়ে আর পারলাম না।'

'জেনকে কথা দিয়েছিলাম আমি। না-গেলে খুব দুঃখ পাবে বেচারি।'

'দুঃখ পেলে পাবে। কখন যুদ্ধ লাগে দেশে তার ঠিক নেই, আর তুই বলছিস প্রিটোরিয়ায় যাবি!' এপাশ-ওপাশে মাথা নাড়লেন বুড়ো। 'অসম্ভব!'

'আমি যাবোই, চাচা,' জেসের কণ্ঠ ধীর-স্থির, নিষ্কম্প।

জেসের মুখোমুখি হলেন সাইলাস। 'কী ব্যাপার? সারাজীবন ছিলি ঘরকুনো, হঠাৎ যেতে চাইছিস প্রিটোরিয়ায়—তোর আসলে কী হয়েছে বল তো?'

'এখানে থাকতে থাকতে হাঁপ ধরে গেছে, চাচা। একটু ঘুরে না এলে আর চলছে না আমার। আশা করি তুমি বাধা দেবে না আমাকে।'

কথাটার সত্যতা যাচাই-এর জন্য সাইলাস দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন মেয়েটার দিকে। পাছে চোখের ভাষা পড়ে ফেলে অভিজ্ঞ চাচা, এই ভয়ে অন্যদিকে তাকাল জেস।

'তুই এখন আর ছোট নোস,' একসময় নীরবতা ভাঙলেন চাচা। 'বেসির মতো আবেগপ্রবণও নোস। কোনটাতে তোর ভালো, কোনটাতে খারাপ—আমার চেয়ে ভালো বুঝিস। যেতে চাইছিস যা,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বাধা দেবো না তোকে। কিন্তু মনে রাখিস, তোর বুড়ো চাচা একা হয়ে যাবে। বেসিকে সামলে রাখা যেমন মুশকিল, তেমনি বেসির জন্যে অন্যদেরও সামলে রাখা মুশকিল,' স্পষ্ট ইঙ্গিত সাইলাসের কথায়।

আবারও কিছু একটা দলা পাকাল জেসের গলায়। চাচাকে কোনরকমে ধন্যবাদ দিয়ে চুমু খেল সে। তারপর ঘুরে চলে এল।

ফেরার পথে ছলছল চোখে ভাবছে জেস, প্রিটোরিয়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্তটা পাল্টাবে কি না। কিন্তু এখানে যত থাকবে, তত দুর্বল হয়ে পড়বে জনের প্রতি। শেষে একটা থেকে আরেকটা হয়ে যেতে পারে। তারচেয়ে বরং জন-বেসি দু' জনের জীবন থেকেই সরে যাওয়া যাক। বেসির সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতে হয়তো জন একসময় দুর্বল হয়ে পড়বে বেসির প্রতি।

ওদের দু' জনের জীবন থেকে সরে যেতেই হবে ওকে

# সাত

সেদিন লাঞ্চের সময় প্রিটোরিয়ায় যাওয়ার কথাটা বলল জেস। জেন নেভিলের কাছে থাকবে, সেটাও জানাল।

'জেন নেভিলের কাছে থাকবি!' যার-পর-নাই আশ্চর্য হলো বেসি। 'তুই তো গতমাসেই বললি ওকে দু'চোখে দেখতে পারিস না তুই। হঠাৎ এত মায়া জাগল কী করে?'

'মত পাল্টেছি আমি। ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছিলাম, তাই ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি।'

'ক্ষমা চাইবি ভালো কথা, কিন্তু তাই বলে দু'মাস ধরে ক্ষমা চাইতে হবে নাকি?' রুক্ষ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সাইলাস ক্রফট।

চুপচাপ খাচ্ছে জন। কিছু বলছে না। খেয়াল করল সে, ওর দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভুলেও তাকাচ্ছে না জেস।

'তোমাকে তো বলেছি চাচা,' বলল জেস, 'আমার ঘুরে আসা দরকার। জেনের ওখানে গেলাম আর চলে এলাম—এটাকে ঘোরাঘুরি বলে?' সামান্য থেমে এক চামচ সুপ মুখে দিল জেস। গিলে নিয়ে বলল, 'প্রিটোরিয়ায় ওদের অনেক জায়গা-জমি। শুধু ফার্ম না, ছোটখাটো কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রিও আছে ওদের। ওগুলো দেখার ইচ্ছে আমার। আমাদের এখানেও চালু করা যায় কি না, যাচাই করবো।'

সাইলাস ক্রফট এবার একটা ব্যাখ্যা পেলেন। জেস তা হলে ব্যবসা ভালোই শিখেছে! সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'জেনের সঙ্গে তোর কী নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল?'

জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালল জেস। 'ঠিক ঝগড়া না,' বলে এক চুমুক পানি খেল। 'গত বছর নেটাল থেকে প্রিটোরিয়ায় ফেরার সময় আমাদের এখানে এল ওরা। তোমার মনে আছে?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকালেন চাচা।

'সঙ্গে ওর ভাইও ছিল।'

'ছিল,' সম্মতি জানালেন বুড়ো।

'কথা নেই, বার্তা নেই, এক রাতে আমার ঘরে গিয়ে হাজির জেন। সঙ্গে ওর ঢেপসা ভাই। গিয়ে বলে জেন, "তুই তো বই-এর পোকা, জেস, শেক্সপিয়ারের একটা কবিতা শোনা না।" রাজি হলাম না প্রথমে। কিন্তু পিড়াপিড়ি করছেই জেন। বাধ্য হয়ে শুরু করলাম, অমনি আমাকে থামায় সে। ওটা শেক্সপিয়ারের কবিতা কি না, সেটা নিয়ে শুরু করে বকবক। যত না জানে, তার চেয়ে বেশি জানার ভান করে বাজে বকছিল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বলে ফেলি, "চুপ কর্ বুদ্ধির ঢেঁকি কোথাকার!" ব্যস, রেগে একেবারে কাঁই জেন। পরদিন ভোরেই দুপদাপ করে চলে গেল।'

'আসল ঘটনা তা হলে এ-ই!' বাঁকা হাসলেন সাইলাস। 'আমি ভেবেছিলাম না জানি কী হলো। তোকে জিজ্ঞেস করবো-করবো করেও করা হয়নি আর।'

জেসের দিকে তাকিয়ে আছে জেন। অসতর্কতায় হাত লেগে টেবিলের উপর উল্টে পড়ল ভিনেগারের বাটি। বেশ খানিকটা ভিনেগার

www.BanglaBook.org

ভরে গেল টেবিল ক্লথে। কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকাল না জেস। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জনও উঠে পড়ল। গিয়ে ঢুকল ফার্মে। জেসের অপেক্ষা করছে। কিন্তু এল না মেয়েটা। নিজের মতো কাজ করতে লাগল জন।

সাপারের সময় বেসি এসে জানাল, খাবার দেওয়া হয়েছে টেবিলে।

'জেস কী করছে? ওর না এখানে বিকেলের পর কাজ করার কথা?'

'কী জানি কী করছে! রুমে আছে সে। ডাকতে গিয়ে দেখলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ডাকাডাকি করলাম। দরজা না-খুলেই বলল, কাপড়চোপড় গোছাচ্ছে। পরে আসবে।'

'এত কীসের কাপড় নিচ্ছে সে?' ভ্রূকুটি করল জন। 'তোমার চাচা বললেন পোস্টকার্টে করে যাবে জেস। ওটাতে তো বিশ পাউন্ডের বেশি মাল নিতে পারে না একজন যাত্রী।'

'জানি। কিন্তু জেসের কী হয়েছে সেটা জানি না। হঠাৎ চলে যেতে চাইছে কেন সে তা-ও বুঝতে পারছি না,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেসি। কোমল গলায় বলল, 'খেতে চলো, ক্যাপ্টেন নেইল।...সাপারের পর আমি জেসের কাজটা করে দিলে অসুবিধা হবে?'

'না, না, অসুবিধা কীসের?'

সাপারের সময় প্রায় কথাই বলল না জেস। সাপার শেষে জন বলল, 'অনেকদিন তোমার গান শুনি না। আজ একটা শোনাবে, মিস জেস?'

'আমি গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি,' মেঝের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল মেয়েটা।

অপ্রস্তুত হয়ে গেল জন।

বিস্মিত সাইলাস ক্রফট জেসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই তা হলে যাচ্ছিস কীভাবে?'

'প্রথমে যাবো ওয়াকারস্ট্রুম। পোস্ট-কার্ট ধরবো। দুপুরে ছাড়বে সেটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দুপুরে কখন?'

'সময়টা ঠিক জানি না। গিয়ে জিজ্ঞেস করবো।'

'যদি জানার আগেই ছেড়ে যায় সেটা?'

'সকাল সকাল যাবো আমি। যেতে বেশি হলে দু'ঘণ্টা লাগবে। আটটার সময় রওনা হলে দশটার মধ্যে পৌঁছে যাবো ওয়াকারস্ট্রুমে। পোস্ট-কার্ট বারোটার সময় ছাড়লেও দু'ঘণ্টা সময় থাকবে আমার হাতে।'

'এক কাজ করা যাক,' প্রস্তাব দিল বেসি। 'জেসকে ওয়াকারস্ট্রুম পর্যন্ত দিয়ে আসি আমরা। কিছু কেনাকাটা আছে আমার, সেটাও সেরে ফেলা যাবে।'

'যেতে পারবো না আমি,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন সাইলাস।

'কেন?' আশ্চর্য হয়ে চাচার দিকে তাকাল বেসি। জেসও ঘাড় ঘুরিয়েছে।

'বাতের ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছে। বেশি নড়াচড়া করলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে আমার।'

'তা হলে বাদ দাও,' কেন যেন সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে জেসকে। 'যেতে হবে না তোমাদের কাউকেই। আমি একাই যাই। তা ছাড়া ওয়াকারস্ট্রুম তেমন দূরেও না,' নিজের জন্য একগ্লাস পানি ঢেলে নিল সে। ঢক ঢক করে খেল।

'আপত্তি না-থাকলে আমি যেতে পারি তোমার সঙ্গে,' প্রস্তাব দিল জন।

'না, না, থাক,' দৃষ্টি এড়াতে আরও এক গ্লাস পানি ঢালল জেস। 'তোমার কষ্ট করতে হবে না। আমি একাই পারবো।'

'কেন?' জেসের আচরণ ভালো ঠেকছে না সাইলাসের কাছে। 'ও যেতে চাইছে যাক না। তোর অসুবিধা কোথায়?'

কিছু বলল না জেস।

'দেশের অবস্থা ভালো না,' বলে চললেন বুড়ো। 'কখন কী হয়, ঠিক নেই। একা-একা যাওয়াটা উচিত হবে না তোর। ওয়াকারস্ট্রুম পর্যন্ত ক্যাপ্টেন নেইল যাক তোর সঙ্গে। পোস্ট-কার্টে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে। মানা করিস না তুই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একগুঁয়েমি করলে আবার কী ভেবে বসে চাচা, তাই আর কিছু বলল না জেস।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে সাইলাস আবার বললেন, 'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন নেইল, জেসকে দিয়ে এসো তুমি।'

'চাচা, আমিও যাই?' বায়না ধরল বেসি।

'ঠিক আছে,' হাসলেন সাইলাস। বেসি আবদার করলে সাধারণত না করেন-না তিনি। 'তবে জ্যান্ট্‌জেকে নিয়ে যাস। আর কেনাকেটা করতে গিয়ে রাত কাবার করিস না। একে তো বাতের ব্যথা, তার ওপর জেস চলে যাচ্ছে দু'মাসের জন্যে। তোরও যদি ফিরতে দেরি হয়, তা হলে দুশ্চিন্তায় হার্টফেল করবো আমি।'

এরপর আর বিশেষ কথাবার্তা হলো না।

চার ঘোড়ার একটা ওয়্যাগন নিয়ে পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় হাজির হলো হটেনটট জ্যান্ট্‌জে আর যুলু মউটি। ওয়্যাগনের উপরে তেরপলের আচ্ছাদন–রোদ থেকে বাঁচাবে যাত্রীদের।

মুইফন্টেইন থেকে ওয়াকারস্ট্রুম আঠারো মাইল দূরে। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল ওরা। একটা সরাইখানার সামনে থামল।

'তোমরা বসে থাকো,' জেস আর বেসিকে উদ্দেশ করে বলল জন। 'পোস্ট-কার্টের খবর নিয়ে আসি আমি।'

পোস্ট-কার্টের ছেড়ে যাওয়ার সময়টা জানতে পারল সে। মালপত্রের বুকিং দেওয়া যায় কীভাবে, সেটাও জেনে নিল। তারপর জেসের মালপত্রের বুকিং দিয়ে ফিরে এল ওয়্যাগনের কাছে। সময়টা জানাল জেসকে।

'হাতে তা হলে যথেষ্ট সময় আছে আমাদের,' কিছুটা খুশি হয়েই বলল বেসি। 'এই ওয়্যাগনে উজবুকের মতো বসে না-থেকে চলো দোকানে গিয়ে ঢুকি। জেস থাকতে থাকতেই কেনাকাটা সেরে ফেলি। সময়ও বাঁচবে তাতে, চাচার হার্টফেলও হবে না।...জ্যান্ট্‌জে, তুমি এখানেই থাকো। ওয়্যাগনটা পাহারা দাও।'

ওয়াকারস্ট্রুমে দোকানকে "কান্টুর" বলে লোকে। ঘুরে ঘুরে হরেক রকম কান্টুরে ঢুকল ওরা। কেনাকাটা সেরে ফিরল



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সরাইখানায়। লাঞ্চ সারতে বসল একটা টেবিল দখল করে।

'তুমি নাকি দু'মাসের জন্যে যাচ্ছ, মিস জেস?' একটুকরো মাংস মুখে পুরে জানতে চাইল জন।

'কিছু কম-বেশি হতে পারে,' হাত বাড়িয়ে লবণের বাটিটা নিল জেস।

'তুমি থাকলে...ভালো হতো,' সাবধানে বলল জন। 'তোমাকে ছাড়া কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে ফার্মটা।'

'বেসি আছে,' চোখ তুলে তাকাল জেস। একবার মাত্র দেখল জনকে। তারপর আবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। চাকার ঘর্ঘর শব্দ তুলে হাজির হয়েছে পোস্ট-কার্ট। খাওয়া ভুলে সেই দৃশ্য দেখল অন্যমনস্কের মতো।

কথা চলছে না। জেসের সামনে কী প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়, ভেবে পাচ্ছে না জন। বেসিও চুপচাপ খেয়ে চলেছে। খানিক বাদে জেসই মুখ খুলল, 'ক্যাপ্টেন নেইল?'

'কী?' সাড়া দিল জন।

'আমার একটা উপকার করবে?'

'সাধ্যে কুলালে অবশ্যই করবো।'

'বেসিকে দেখে রাখতে হবে।'

কথাটা শুনে আশ্চর্য হলো বেসি। ঘাড় ঘুরাল বোনের দিকে। কিন্তু প্রতিবাদ করার সময় নয় এখন, তাই কিছু বলল না।

থতমত খেয়ে গেছে জন। কিছু একটা হয়েছে দু'বোনের মধ্যে, বুঝতে পারছে সে। খানিকক্ষণ ভাবল ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু ঘটনাটা ঠাহর করতে পারল না।

তাকিয়েই আছে জেস। অপূর্ব দুই চোখে সাহায্যের আবেদন। মায়া হলো জনের। বলল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই দেখে রাখবো। তুমি চলে যাচ্ছ, মিস বেসির উপর কাজের চাপ বাড়বে। হয়তো আমাদের দু'জনকে সারাটা সময় ফার্মেই কাটাতে হবে। তখন কেউ চাইলেও মিস বেসিকে আমার চোখের আড়ালে নিতে পারবে না...' নিজের ঠাট্টায় নিজেই হাসল সে।

কিন্তু জেস বা বেসি কেউই যোগ দিল না সেই হাসিতে। জেস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'ফ্র্যাঙ্ক মুলার কী জিনিস এতদিনে জেনে গেছ তুমি। বেসিকে কয়েকদিন আগে হুমকি দিয়েছে শয়তানটা। বলেছে, বাজে হুমকি দেয় না সে, কাজ করে প্রমাণ দেয়। ব্যাপারটা আসলে কী ঘটেছিল দয়া করে জিজ্ঞেস কোরো না। বলবো না আমি। শুধু জেনে রাখো, বেসির কোনও দোষ ছিল না। আমি চাই, মুলার ওলট-পালট কিছু করলে বাধা দেবে তুমি। বেসিকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।'

'করবো,' মুলার বেসিকে কী বলে থাকতে পারে অনুমান করে নিয়ে কড়া গলায় বলল জন। 'আমার সাধ্যে না-কুলালেও করবো কাজটা।...মিস বেসির কোনও ক্ষতি করতে পারবে না শয়তান মুলার।'

'ক্যাপ্টেন নেইল,' শুনে মনে হলো কিছুটা ভেঙে গেছে জেসের কণ্ঠ, 'চাচা বুড়ো হয়েছে। আগের মতো তেজও নেই। মুলার কিছু করতে চাইলে ঠেকাতে পারবে না...'

'তুমি অনর্থক দুশ্চিন্তা করছ, মিস জেস,' এরপর আরও কঠোর হলো জনের গলা। 'বললাম তো কিছু হবে না মিস বেসির,' ভ্রূ কুঁচকে জেসের দিকে তাকাল সে। 'এতই যখন ভাবছ বোনের জন্যে, প্রিটোরিয়ায় যেয়ো না। তুমি থাকলে জোর বাড়বে আমাদের, মুলার কিছু করার আগে দশবার ভাববে।'

'সম্ভব নয়, ক্যাপ্টেন নেইল,' আরেকদিকে তাকাল জেস। আরও নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমাকে যেতেই হবে।'

এরপর আর বিশেষ কথাবার্তা হলো না। খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। দেখল, অপেক্ষা করছে পোস্টকার্টের ড্রাইভার। বেসিকে আলিঙ্গন করল জেস। তারপর জনকে পাশ কাটিয়ে গাড়িতে চড়ার সময় ওর কানে ফিসফিস করে বলল, 'প্রতিজ্ঞার কথা ভুলো না।'

বলার সময় জেসের ঠোঁটজোড়া প্রায় ছুঁয়ে গেল জনের গাল, কান। শিহরিত হয়ে উঠল জন। ব্যাপারটা কী ঘটল, পরিষ্কার বোঝার আগেই জোরালো শব্দে বিউগল্ বাজাল পোস্টকার্টের ড্রাইভার। পরমুহূর্তেই জোরে দৌড় দিল ঘোড়াগুলো।

চলে গেল জেস। জন আর বেসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সেই দৃশ্য। দূরের বাঁক ঘুরে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল পোস্টকার্ট। দুপুরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তপ্ত বাতাসে রয়ে গেল উড়ন্ত ধূলিকণা।

ধরা গলায় বলল বেসি, 'দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ? চলো ফিরে যাই।'

ওয়্যাগনের উদ্দেশে হাঁটা ধরেছে ওরা দু'জন, এমন সময় ওদের দিকে এগিয়ে এলেন হ্যান্স কুয়েযি নামের এক বৃদ্ধ বোয়া। লোকটার সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে জনের। এবং প্রথম পরিচয়েই কুয়েযিকে পছন্দ করে ফেলেছে সে।

পছন্দ না-করেও অবশ্য উপায় নেই। আর দশজন বোয়ার মতো নয় লোকটা। কীভাবে ইংরেজদের অপদস্থ করা যায় সেই তালে নেই। সবসময় হাসিমুখে কথা বলেন সবার সঙ্গে। লোকটা ইংরেজ-বোয়া-কাফ্রি যা-ই হোক না কেন। ভদ্র, মার্জিত ব্যবহার কুয়েযির। মানুষটা সহজ-সরল, তাই তাঁর কাজ-কর্মও সেরকম।

হ্যান্স কুয়েযি বৃদ্ধ হলেও শরীরটা ঠিক আছে এখনও। তাই বয়সের তুলনায় যথেষ্ট তাগড়া মনে হয় তাঁকে। প্রাণবন্ত চেহারা তাঁর। দয়ালু দুটো চোখ। 'কেমন আছ, ক্যাপ্টেন?' জনের দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন তিনি। 'ট্রান্সভালে কেমন লাগছে?'

'ভালো.' মজবুত হাতটা ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল জন। জেসের বিদায়ের দুঃখটা এই বুড়োকে দেখে খানিকটা ভুলে গেছে সে।

'শুধু ভালো?' যেন দুঃখ পেয়েছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন কুয়েযি। 'বলো, অপূর্ব। ঘোড়াগুলো অসুস্থ হয় না এখানে। রোগে ভুগে মরে না ভেড়ার দল। তাজা আর রসালো ঘাস চারদিকে, খেয়ে চর্বি বাড়ে গবাদিপশুর। আর সাইলাস ক্রফটের বাড়ি তো বলতে গেলে একটা স্বর্গ.' হাসলেন কুয়েযি।

হাসল জনও। 'ট্রান্সভাল সত্যিই ভালো, মিইনহিয়ার কুয়েযি। পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরেছি আমি, কিন্তু ট্রান্সভালের মতো এত শান্তি কোথাও পাইনি। গরমটা বেশি না-হলে, আর একজন বিশেষ লোক না-থাকলে জায়গাটাকে স্বর্গ বলে মেনে নিতে আমারও আপত্তি ছিল না।'

'বিশেষ লোক?' বুঝতে পারলেন না কুয়েযি।

'ফ্র্যাঙ্ক মুলার।'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ট্রান্সভালে এমন কয়েকজন বোয়া আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগলেন কুয়েযি। 'যাদের কারণে আমরা সাধারণ বোয়ারা বদনাম হলাম। কিন্তু দেখো, কিছুই করার নেই কারও। টাকা আর ক্ষমতার জোর ওদেরকে আমাদের নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে,' আবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কুয়েযি। 'শুধু তোমাদেরকেই না, আমাদেরকে পর্যন্ত পাত্তা দেয় না মুলার। ফকির মনে করে। আজও কী কাজে যেন এখানে এসেছে সে। একটা কানটুরের সামনে দেখেছি ওকে।...বাদ দাও ওর কথা,' কিছু একটা মনে পড়ায় আবার আগের খুশি ফিরে এল কুয়েযির কণ্ঠে, 'কয়েকজন কাফ্রির সঙ্গে কথা হলো গতকাল। হরিণের একটা বিরাট পাল নাকি দেখা গেছে মুইফন্টেইন থেকে দশ মাইল দূরে, আমার এলাকায়। শিকার করতে চাইলে রাইফেল নিয়ে চলে আসতে পারো, ক্যাপ্টেন নেইল।'

খানিকটা উচ্ছ্বসিত হলো জন। 'শিকার করতে খুব ভালো লাগে আমার।'

'তা-ই? তা হলে এক কাজ করো, সোমবারে চলে এসো আমার ওখানে। সাইলাসের স্কচ-কার্টটা এনো। আর দুটো তেজী ঘোড়া। একেবারে সকাল-সকাল হাজির হতে হবে কিন্তু। আটটার মধ্যে হলে সবচেয়ে ভালো হয়,' বলে আবার হাত মিলিয়ে বিদায় নিলেন কুয়েযি।

# আট

ওয়্যাগনের কাছে ফিরে এল জন আর বেসি। আশ্চর্য হয়ে দেখল, জ্যান্ট্জে নেই সেখানে। এদিক-ওদিক তাকাল জন, কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না হটেনটট লোকটাকে।

বেসির দিকে তাকাল জন। 'জ্যান্ট্জে কোথায় গেছে বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারো?'

'না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'তুমি দাঁড়াও এখানে, আমি আস্তাবলের ওদিকটা দেখি আসি,' বলে হাঁটতে লাগল জন।

আস্তাবলটা নির্জন। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাল জন। জ্যান্টজে নেই। হতাশ হয়ে ফিরতি পথ ধরতে যাচ্ছে, কয়েকটা অভিশাপবাণী কানে আসায় থমকে দাঁড়াল জন। আস্তাবলের পিছন থেকে আসছে শব্দগুলো। হাঁটা ধরল সে। বাঁক ঘুরে আরেকবার থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। এমনটা ঘটতে পারে কল্পনাই করেনি।

হাতে একটা মোটা-চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফ্র্যাঙ্ক মুলার। মাথার উপর তুলে ধরেছে চাবুকটা। যেন এক্ষুণি আঘাত করবে। ওর সামনে খানিকটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জ্যান্ট্জে। বাম হাত তুলে আড়াল করার চেষ্টা করছে নিজেকে-চাবুকের আঘাত ঠেকাতে চায়। একই সঙ্গে ভয় আর আক্রোশ ফুটে আছে লোকটার চেহারায়। ইতিমধ্যেই কয়েকবার আঘাত করা হয়েছে ওকে। যন্ত্রণায় তাই বিকৃত হয়ে আছে জ্যান্ট্জের চেহারা। সামনের দিকের দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে, অক্ষম জিঘাংসায় কাঁপছে মাড়ি। চোখ রক্তলাল। গালের একপাশ চাবুকের আঘাতে নীল। ডান হাতে একটা বড় ছুরি। কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে পারবে না জেনে ক্রমেই শক্ত হচ্ছে ওর মুঠি। তাতে কাঁপুনি বাড়ছে জ্যান্টজের।

'কী ব্যাপার?' এক মুহূর্তেই সব দেখে নিয়ে চেঁচাল জন। 'কী হচ্ছে এসব?'

খানিকটা চমকে ফিরে তাকাল মুলার। চাবুক ধরা হাতটা নামাল। 'এই কালো কুত্তাটা আমার ঘোড়ার বিচালি চুরি করেছে। তারপর খাইয়েছে তোমাদের ঘোড়াকে,' বলতে বলতে ঘুরল মুলার। কোনও দিকে না-তাকিয়ে চাবুক ধরা হাতটা আবার মাথার উপর তুলে সজোরে নামিয়ে আনল জ্যান্ট্জেকে লক্ষ করে।

কিন্তু তার আগেই এক লাফে জনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জ্যান্ট্জে। চাবুকের আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। জ্যান্ট্জে জায়গামতো নেই বুঝে শেষ মুহূর্তে হাত ঘুরিয়ে নিয়েছিল মুলার, ফলে চাবুকের

www.BanglaBook.org

আগাটা লাগল জনের বুটে। ঠাস্ করে শব্দ হলো।

মাথায় রক্ত উঠে গেল জনের। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। যথাসম্ভব শান্ত গলায় বলল, 'তোমার চাবুকটা সামলে রাখো, মুলার,' রক্তচক্ষু মেলে একবার আপাদমস্তক দেখল লোকটাকে। 'কী যেন বলছিলে তুমি? জ্যান্ট্‌জে তোমার বিচালি চুরি করেছে?' ইচ্ছে করে "ঘোড়ার" শব্দটা বাদ দিল সে। 'প্রমাণ আছে কোনও?' মুলার কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে হাত তুলে বাধা দিল। 'ধরলাম আছে প্রমাণ, কিন্তু তাই বলে দেশে আইন-কানুনও তো আছে, নাকি? তোমার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে হয় তুমি জানো না সেটা, নইলে মানো না। অন্তত আমাকে বলতে পারতে। তারপর দেখা যেত কী শাস্তি দেয়া যায় জ্যান্ট্‌জেকে।...কান খুলে শুনে রাখো, মুলার, এরপর থেকে তোমার চাবুক সামলে কাজ করবে। নইলে কীভাবে চাবুক সামলাতে হয়, সেটা শিখিয়ে দেবো তোমাকে।'

রাগে লাল হয়ে গেল মুলারের চেহারা। কিছু বলার জন্য মুখ খুলল সে, কিন্তু এবারও থেমে যেতে হলো। জ্যান্ট্‌জে হাউমাউ করে কাঁদতে-কাঁদতে বলতে লাগল, 'মিথ্যে কথা বলছেন বাস্ মুলার। উনি একজন মিথ্যুক। আমি যা-যা জানি সব বলবো আজকে। এই দেশ এখনও ইংরেজদের। চাইলেই কালো লোকদেরকে আর খুন করতে পারবে না বোয়ারা। আমি মুখ খুলবোই আজকে! ওই...ওই লোকটা...ক্যাপ্টেন নেইল, বাস্ মুলারের কথা বলছি আমি...ওই লোকটা আমার বাবাকে গুলি করে মেরেছে। তারপর মেরেছে আমার মাকে,' ফোঁপাচ্ছে জ্যান্ট্‌জে। 'দু'বার গুলি করেছিল আমার মাকে। কারণ, প্রথম গুলিটা খেয়ে মরেনি মা...'

'কুত্তার বাচ্চা! শূয়োরের বাচ্চা!' চিৎকার করে গাল দিল মুলার। 'আমি তোর বাপ-মাকে খুন করেছি?' চাবুকটা আবার মাথার উপর তুলল সে। কিন্তু জন সামনে দাঁড়িয়ে আছে দেখে নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো। 'শয়তানের বাচ্চা! কুত্তামুখো বেবুনের জাত! আরেকটা কথা বলবি তো তোর জিভ কেটে ফেলবো,' বলতে বলতে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাল, দৌড়ে এল জ্যান্ট্‌জের দিকে।

নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারল না জন-ও। ছুট লাগাল সে-ও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে ধাক্কা দিল মুলারের গলায়। ব্যাপারটা মোটেও আশা করেনি লোকটা। থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। সুযোগটা কাজে লাগাল জন। ল্যাং মেরে বসল মুলারকে। একপাশে জড়ো করে রাখা আছে নাদি, সেগুলোর উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ল মুলার। খুশিতে হা-হা করে হেসে উঠল জ্যান্টজে।

নড়ছে না মুলার। এখনও শুয়ে আছে নাদির উপর। দৃষ্টি জনের চেহারায় স্থির। ওভাবেই থাকল আরও কিছুক্ষণ। তারপর খুব ধীরে, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সময় নিয়ে দাঁড় করাল নিজের বিশাল শরীরটা। একটা কথাও বলল না। যেন কিছুই হয়নি—এমন ভঙ্গিতে লম্বা পদক্ষেপে এগিয়ে গেল আস্তাবলের দরজার দিকে। সেখানে পৌঁছে ঘুরল, মাত্র একবার দেখল জনকে। তারপর বেরিয়ে গেল আস্তাবল ছেড়ে।

চোখে-মুখে বিরক্তি নিয়ে জ্যান্টজের দিকে ফিরল জন। বুঝতে পারল, লোকটা মাতাল।

রাগে চেঁচিয়ে উঠল জন, 'তুমি আবারও মদ খেয়েছ! মাতাল কোথাকার! সব দোষ তোমার!'

'না, না,' আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য দু'হাত নাড়ছে জ্যান্টজে। 'আমি তাঁর ঘোড়ার বিচালি চুরি করিনি। তিনি আমাকে খামোকা মেরেছেন। লোকটা খুব খারাপ।'

'থামো!' প্রচণ্ড ধমক দিল জন। 'যাও, ওয়্যাগনে ওঠো।'

বিনা প্রতিবাদে আস্তাবল ছেড়ে বেরিয়ে গেল জ্যান্টজে।

ফেরার পথে বেসিকে সব খুলে বলল জন। তখন বেসিও মুলারের হুমকির ব্যাপারটা জানাল জনকে। আরও বলল, জ্যান্টজেকে আগেও পিটিয়েছিল মুলার। বিকালে কাজ শেষে ফেরার পর বেসির মুখ থেকে সব জানতে পেরে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন সাইলাস ক্রফট।

পরদিন ব্রেকফাস্ট শেষে বারান্দায় বসলেন তিনি। পাশে বসা জনকে উদ্দেশ করে বললেন, 'জ্যান্টজেকে বাঁচিয়ে খুব ভালো কাজ করেছ, জন। কিন্তু একই সঙ্গে নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ। তুমি এখন মুলারের এক নম্বর শত্রু। অপমানটা কোনও দিন ভুলবে না সে।' এরপর কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন বুড়ো। 'কী বলছিল জ্যান্টজে? ওর

www.BanglaBook.org

বাবা-মাকে খুন করেছে মুলার? ঠিক আছে, ডাকো ওকে। ওর মুখ থেকে শোনা যাক ঘটনাটা। সত্যি-মিথ্যা যাচাই হয়ে যাবে আজই।'

মাথা নিচু করে হাজির হলো জ্যান্টজে। কঠোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন সাইলাস, 'তোমার শরীর কেমন, জ্যান্ট্জে?'

'জী, ভালো।'

'গতকাল আচমকা মদ খাওয়ার ইচ্ছে হলো কেন?'

'জী, গলাটা শুকিয়ে গেল, তাই একটু…'

'একটু?' কথাটা ধরলেন সাইলাস। 'একটু খেলে লোকে মাতাল হয়?'

'মানে, আমি ভাবলাম, ফিরতে দেরি আছে, তাই…'

'এরপরে মাতাল হবার ইচ্ছে থাকলে মুইফন্টেইন ছাড়তে হবে তোমাকে। সাইলাস ক্রফটের চাকরিও করবে, আবার মাতালও হবে—এসব বেলেল্লাপনা চলবে না আমার এখানে। হয় মদ নইলে চাকরি—যে-কোনও একটা বেছে নিতে হবে তোমাকে। বুঝতে পারছ?'

'জী, বুঝতে পারছি।'

'জন বলল তোমার বাবা-মাকে নাকি গুলি করে খুন করেছে মুলার। ঘটনাটা কি সত্যি, নাকি মদের ঘোরে মুখে যা-এসেছে বলেছ?'

'ঘটনাটা সত্যি। আপনি চাইলে প্রথম থেকে শোনাতে পারি আপনাকে।'

'শোনাও,' নড়ে-চড়ে বসলেন সাইলাস ক্রফট। ঔৎসুক্য বোধ করছে জনও।

'তখন আমার বয়স কম। বেশি হলে চোদ্দো হবে। আমরা একসঙ্গে থাকতাম…'

'আমরা মানে?' জ্যান্ট্জেকে বাধা দিয়ে জানতে চাইল জন।

'আমরা মানে আমি, আমার বাবা-মা, আর এক বুড়ো চাচা। চাচার বয়স ছিল বাস্ সাইলাসের চেয়েও বেশি। আমরা থাকতাম লাইডেনবার্গে, বাস্ জ্যাকব মুলারের একটা ফার্মে। তিনি ছিলেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক মুলারের বাবা। আমাদেরকে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন বাস্ জ্যাকব। শীতকালে ঘাস-পানির অভাব দেখা দিলে গরুর পাল নিয়ে ওই ফার্মে চলে যেতেন তিনি। সঙ্গে যেত তাঁর স্ত্রী, আর বাস্ ফ্র্যাঙ্ক।

www.BanglaBook.org

বিশ বছর আগের ঘটনা এসব।'

'ঠিক আছে,' মাথা নেড়ে ইঙ্গিত দিলেন সাইলাস। 'বলে যাও তুমি।'

'তখন শীত শেষ। বর্ষা শুরু হয়েছে মাত্র। গরুর পাল নিয়ে চলে গেলেন বাস্ জ্যাকব। ছয়টা ষাঁড় দিয়ে গেলেন বাবাকে। ষাঁড়গুলো ছিল খুবই দুর্বল, সঙ্গে নিলে মরত। বাবাকে বললেন বাস্ জ্যাকব, "তোমার সন্তানের মতো যত্ন নিয়ো এগুলোর।" কিন্তু যাদু করা হয়েছিল ষাঁড়গুলোকে। তিনটা মরল রোগে ভুগে। একটাকে খেল সিংহ। আরেকটা মরল সাপের কামড়ে। শেষেরটা দড়ি ছিঁড়ে ছুট লাগাল একদিন। আমরা ওটাকে ধরার আগে খেল বিষাক্ত লতা-পাতা। ফার্মে নিয়ে আসার পর মারা গেল।

'পরের বছর আবার এলেন উম্ জ্যাকব। সঙ্গে বাস্ ফ্র্যাঙ্ক মুলার। কিন্তু ততদিনে মরে গেছে ছ'টা ষাঁড়ই। কথাটা জানালাম তাঁকে। আরও বললাম আমাদের কোনও দোষ নেই। কিন্তু আমাদের কথা কানেই তুললেন না তিনি। খুব ক্ষেপে গেলেন। জোয়ালের দড়ি দিয়ে ইচ্ছেমতো পেটাতে আরম্ভ করলেন বাবাকে। চামড়া ফেটে রক্ত বের হতে লাগল বাবার, তবুও বাস্ জ্যাকব থামেন না। আঙ্কেল জ্যাকবের একটাই কথা–"তোরা ষাঁড়গুলোকে বিক্রি করে দিয়েছিস।" আমরা মরা গরুগুলোর হাড় পর্যন্ত দেখালাম তাঁকে, কিন্তু তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। বাবা তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন, অনেক কান্নাকাটি করলেন, তারপর মাফ পেলেন,' চোখের পানি মুছল জ্যান্ট্জে।

নীরবে শুনছেন সাইলাস আর জন। সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই কারও।

'সে-বার ষোলোটা মোটা-তাজা ষাঁড় নিয়ে এসেছিলেন বাস্ জ্যাকব। ওদিকে আমাদের কুঁড়েতে আশ্রয় নিয়েছিল এক বাসুতু। পায়ে খুব ব্যথা পেয়েছিল লোকটা। বাস্ জ্যাকব আসার তিন দিন আগে আশ্রয় চায় বাবার কাছে। বাবা না বলতে পারেননি। লোকটাকে দেখার পর আরও একদফা চটলেন আঙ্কেল জ্যাকব। কারণ বাসুতুদের একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না তিনি। তাঁর মতে বাসুতু মাত্রই চোর,' থেমে দম নিল জ্যান্ট্জে। 'বাবাকে ডাকলেন আঙ্কেল জ্যাকব।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাসুতু লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে বললেন। বাবা গিয়ে সব জানাল বাসুতুকে। ভদ্রভাবে চলে যেতে বলল। লোকটা রাজি হলো। পরদিন ভোরে আমরা ঘুম থেকে উঠে দেখি বাসুতু লোকটাও নেই, আঙ্কেল জ্যাকবের ষোলোটা ষাঁড়ও নেই। খোঁয়াড়ের দরজা খোলা। সারাটা দিন খুঁজলাম আমরা। কিন্তু না পেলাম বাসুতুকে, না পেলাম ষাঁড়গুলোকে। আঙ্কেল জ্যাকব রাগে পাগল হয়ে গেলেন। তখন খুব খারাপ একটা কাজ করলেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। বাবার নামে মিথ্যে বললেন আঙ্কেল জ্যাকবকে—বাবা নাকি ভেড়ার বিনিময়ে ষোলোটা ষাঁড় অগ্রীম বেচে দিয়েছে ওই বাসুতুর কাছে। সামনের গ্রীষ্মে ভেড়াগুলো দিয়ে যাবে বাসুতু লোকটা। একটা কাফ্রি ছেলে নাকি কথাটা জানিয়েছে বাস্ ফ্র্যাঙ্ককে।'

'খামোকা কেন মিথ্যে বলবে ফ্র্যাঙ্ক?' জিজ্ঞেস করলেন সাইলাস।

'খামোকা নয়। বাবাকে ঘৃণা করতেন তিনি।'

'ঘৃণা করত?' জন আশ্চর্যান্বিত। 'কারণ?'

'বাস্ ফ্র্যাঙ্কের কারণে গর্ভবতী হয়ে পড়ে এক যুলু-যুবতী। পরে এ-নিয়ে ঝামেলায় পড়েন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। বাবা ঘটনাটা জানিয়ে দেয় আঙ্কেল জ্যাকবকে। তারপর থেকে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক।'

'তারপর কী হলো?'

'পরদিন সূর্য ওঠার আগেই আঙ্কেল জ্যাকব মুলার, বাস্ ফ্র্যাঙ্ক মুলার আর দু'জন কাফ্রি এল আমাদের কুঁড়েতে। ঘুম থেকে ডেকে তুলল আমাদের। তারপর টেনে-হিঁচড়ে বের করল কুঁড়ের বাইরে। আমার বুড়ো চাচা, বাবা-মা আর আমাকে আলাদা আলাদাভাবে বাঁধল চারটা মিমোসা গাছের সঙ্গে, মহিষের চামড়ার দড়ি দিয়ে। তারপর কাফ্রি দু'জন চলে গেল। আঙ্কেল জ্যাকব বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার গরু কোথায়?" বাবা সত্যি কথাটাই বলল, "জানি না।" তারপর আঙ্কেল জ্যাকব মাথা থেকে টুপিটা খুললেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে "বড় মানুষটার" উদ্দেশে বিড়বিড় করে কী সব প্রার্থনা করলেন। তখন একটা বন্দুক হাতে এগিয়ে এলেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। খুব কাছ থেকে গুলি করলেন বাবাকে,' ধরে এসেছে জ্যান্টজের গলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এরপর বাস্ ফ্র্যাঙ্ক খুন করলেন আমার চাচাকে। তারপর গুলি করলেন মাকে নিশানা করে। কিন্তু ফস্কে গেল নিশানা। গুলি লাগল দড়িতে। বাঁধন ছিঁড়ে গেল। পালানোর জন্যে দৌড় দিল মা। তখন তার পিছু পিছু ছুটলেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। কিছুদূর গিয়ে গুলি করলেন আবার। মা-ও মরল। তারপর বাস্ ফ্র্যাঙ্ক এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। বন্দুকে গুলি ভরছেন, এমন সময় চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম আমি,' ফোঁপাচ্ছে জ্যান্ট্জে। 'বাস্ ফ্র্যাঙ্কের করুণা ভিক্ষা করলাম। তখন যদি জানতাম, কুকুরের মতো বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো, তা হলে কখনোই কিছু বলতাম না...' কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আর কিছু বলতে পারল না।

হতভম্ব হয়ে গেছেন সাইলাস আর জন। একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন তাঁরা। আসল ঘটনা যে এতখানি ভয়াবহ হতে পারে কল্পনাও করেননি।

একসময় নিজেকে সামলে নিল জ্যান্ট্জে। আবার বলতে লাগল, 'আমার কথা শুনে ঠোঁট বাঁকা করে হাসলেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। গাল দিয়ে বললেন, "গরু কীভাবে চুরি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছি তোদের।" কিন্তু তখনই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দূর পাহাড়ে দেখা গেল ধুলোর মেঘ। একটু পর গরুর একটা পাল এগিয়ে এল আমাদের দিকে—আঙ্কেল জ্যাকবের সেই ষোলোটা ষাঁড়।'

'বলো কী!' জন হতভম্ব।

'আসলে চলে যেতে বলায় খুব রাগ করেছিল বাসুতু লোকটা। এজন্য যাবার আগে খোঁয়াড়ের দরজা খুলে দেয় সে। ছাড়া পেয়ে দূরে চলে যায় ষাঁড়গুলো। এদিক-সেদিক ঘুরাঘুরি করে আবার ফিরে আসে।'

সাইলাস, জন দু'জনই নিশ্চুপ।

'ষাঁড়গুলোকে দেখে মুখ সাদা হয়ে গেল আঙ্কেল জ্যাকবের। মাথা চুলকে ভাবলেন কী করবেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন মাটিতে। ষাঁড় ফিরে পাওয়ায় "বড় মানুষকে" ধন্যবাদ দিলেন। আমি বেঁচে গেছি বলে "বড় মানুষকে" বার বার বললেন "দয়াময়, করুণার সাগর"। তারপর তিনি আর বাস্ ফ্র্যাঙ্ক মিলে সামলাতে লাগলেন

www.BanglaBook.org

ষাঁড়গুলোকে। আমার বাঁধন খুলে দেয়ার কথা তাঁদের মাথায়ই এল না।

'কিছুক্ষণ পর হাজির হলেন মিসেস জ্যাকব—বাস্ ফ্র্যাঙ্কের মা। গোলাগুলির শব্দে ভয় পেয়ে ছুটে এসেছেন। গাছের সঙ্গে বাঁধা বাবা আর চাচার লাশ দুটো দেখলেন তিনি। মায়ের লাশটা খুঁজে পেলেন দূরে। আঙ্কেল জ্যাকবকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলেন কী হয়েছে। শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। একটা ছুরি যোগাড় করে ছুটে এলেন। কেটে দিলেন আমার বাঁধন। তাঁর কাণ্ড দেখে দৌড়ে এলেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। কী সব গালি যে দিলেন নিজের মাকে, আপনারা যদি শুনতেন! মিসেস জ্যাকব সেদিন বাধা না-দিলে আমাকেও গুলি করে মারতেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। আসলে কাজটা করার ইচ্ছে ছিল তাঁর, করতেনও; কিন্তু প্রথমে ষাঁড়ের পাল, পরে মিসেস জ্যাকব হাজির হওয়ায় বেঁচে যাই আমি,' দম নেওয়ার জন্য থামল জ্যান্ট্‌জে। 'আঙ্কেল জ্যাকব আর বাস্ ফ্র্যাঙ্ককে অভিশাপ দিতে লাগলেন মিসেস জ্যাকব: "তোমরাও মরবে। আরেকজনকে যেমন অন্যায়ভাবে খুন করেছ, তেমনি খুন করা হবে তোমাদেরকেও।" তর্ক লেগে গেল মা-ছেলের মধ্যে। সুযোগ বুঝে আমি পালালাম।

'দিনে লুকিয়ে থাকি, আর রাতে পথ চলি—যেন কেউ আমাকে দেখতে না-পায়। জানি বাস্ ফ্র্যাঙ্ক আমাকে ধরতে পারলে মেরে ফেলবেন। খুনের সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখে কেউ?...একসময় পৌঁছে গেলাম নেটালে। কাজ জুটিয়ে নিলাম সেখানে। দেশটা ইংরেজদের না হওয়া পর্যন্ত রইলাম সেখানেই। একদিন আপনি,' সাইলাস ক্রফটকে ইঙ্গিত করে বলল, 'চাকরি দিলেন আমাকে, বললেন আপনার ঘোড়ায়-টানা-গাড়িটা মারিট্‌যবার্গ থেকে নিয়ে আসতে। তখন দেখা হলো বাস্ ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে। গায়ে-গতরে আগের চেয়েও বড় হয়েছেন, আর দাড়ি রেখেছেন গালে। এ-দুটো ছাড়া আর কোনও পরিবর্তন হয়নি। ব্যবহার আগের মতোই আছে। না, না, আগের চেয়েও খারাপ হয়েছেন। আগে বাবার টাকায় অহঙ্কার করতেন, আর এখন সব টাকা-পয়সা নিজের হওয়ায় নিজেকে "বড় মানুষ" মনে করেন।

সাইলাস আর জন নিস্তব্ধ দেখে উপসংহার টানল জ্যান্ট্‌জে, 'যা বললাম, বাস্, সবই সত্যি। বিশ্বাস করা, না-করা আপনাদের ইচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার বাবা-মা, চাচাকে খুন করেছে বলে বাস্ ফ্র্যাঙ্ককে ঘৃণা করি আমি। আর আমাকে খুন করতে পারেননি বলে আমাকে ঘৃণা করেন বাস্ ফ্র্যাঙ্ক। আর কিছু বলার নেই আমার,' বলে আবার মাথা নিচু করল জ্যান্টজে, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটিতে বৃত্ত আঁকতে লাগল।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন সাইলাস ক্রফট। 'মিসেস জ্যাকবের অভিশাপটা লেগে গেছে মনে হয়। বারো বছর আগের ঘটনা। জ্যাকব আর ওর বউ তখন লাইডেনবার্গে। জ্যান্ট্জে যে-ফার্মটার কথা বলেছে সেখানে। একদল কাফ্রি ডাকাত হামলা করল রাতের বেলায়। হাতের সামনে যাকে পেল খুন করল। জ্যাকব আর ওর বউ-ও বাদ গেল না। ফ্র্যাঙ্ক মুলার তখন হরিণ শিকার করতে বাইরে গেছে, তাই বেঁচে গেল।'

'জানতাম!' মুখ তুলে তাকিয়েছে জ্যান্টজে, ওর দু'চোখে বন্য উল্লাস। 'আমি জানতাম ওরকম হবে। শুধু কি মিসেস জ্যাকব অভিশাপ দিয়েছেন? আমি দেইনি? বছরের পর বছর কেঁদেছি, আর অভিযোগ করেছি "বড় মানুষের" কাছে। দেরিতে হলেও কাজে লেগেছে আমার অভিশাপ! তবে লাশগুলো নিজের চোখে দেখতে পারলে কলিজাটা ঠাণ্ডা হতো!' পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না, হতো না, আমার কলিজা ঠাণ্ডা হতো না! বাস্ ফ্র্যাঙ্ক যতদিন না খুন হচ্ছেন, ততদিন আমার শান্তি নেই! আপনি দেখবেন বাস্ সাইলাস, খুব বেশি বাকি নেই আর। আমি যাদু করতে পারি, অনেকদিন ধরেই যাদু করছি বাস্ ফ্র্যাঙ্ককে। একদিন না একদিন লেগে যাবেই সেটা। খুন হবেন তিনি...' পাশবিক উল্লাসে হা-হা করে হেসে উঠল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# নয়

পরের সোমবার হরিণ মারতে হ্যান্স কুয়েযির ফার্মের উদ্দেশে রওয়ানা হলো জন। সঙ্গে আছে জ্যান্টজে। একটা স্কচ-কার্টে চলেছে ওরা। সামনে জুড়ে দিয়েছে টগবগে দুটো ঘোড়া।

সাড়ে আটটার দিকে পৌঁছাল জন। গিয়ে দেখল, আরও স্কচ-কার্ট এসে গেছে ইতিমধ্যেই। তার মানে সে-ই কুয়েযির একমাত্র অতিথি নয়। কার্ট থেকে নামার সময় ফ্র্যাঙ্ক মুলারকেই প্রথম দেখল জন। অকারণেই মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। ওকে এড়াতে কুয়েযির বাড়ির উদ্দেশে সোজা হাঁটা ধরল সে।

আর দশজন বোয়ার তুলনায় কুয়েযি অনেক রুচিবান। সুন্দর করে বানিয়েছেন বাড়িটা। দেখলেই ভালো লাগে। ভিতরে ঢুকলে এক অদ্ভুত শান্তিতে ছেয়ে যায় মন। বুড়োর প্রশংসা না-করে পারল না জন।

বসার ঘরের মেঝেতে হরিণের চামড়ার মাদুর বিছানো। মাঝখানে একটা কাঠের টেবিল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভারী। সেটার চারদিকে কতগুলো চেয়ার আর কাউচ। সবগুলোতে চামড়ার কভারঅলা গদি আঁটা।

একটা চেয়ার দখল করেছেন মিসেস কুয়েযি। ভদ্রমহিলা যেমন লম্বা, তেমন চওড়া। এককালে সুন্দরী ছিলেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে আরও কয়েকজন বোয়া। সবার হাতে, নইলে হাঁটুতে ভর দিয়ে রাখা আছে রাইফেল।

জনকে ঢুকতে দেখে হাসলেন কেবল কুয়েযি-দম্পতি। বাকিদের মুখে মেঘ জমল। জনের দিকে এগিয়ে এলেন বুড়ো। উষ্ণ করমর্দন শেষে হাঁক ছাড়লেন, 'এই অকর্মার দল, কোথায় তোরা! মেহমানের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্যে কফির ব্যবস্থা করছিস না কেন?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাজির হলো চমৎকার পোশাক পরা দুটো সুন্দরী মেয়ে। কুয়েযি-দম্পতির মেয়ে এরা। একজনের হাতে ধরা একটা ট্রে। সেটা থেকে একটা কফির কাপ তুলে জনের দিকে বাড়িয়ে দিল আরেকজন। মৃদু হেসে কাপটা নিল জন।

ওর কফি খাওয়া শেষ হলে বললেন হ্যান্স কুয়েযি, 'চলো তা হলে ওঠা যাক। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, আরও দেরি হলে হরিণগুলোর পাত্তা পাওয়া যাবে না। চলো, চলো, সবাই, উঠে পড়ো।'

বুড়োর তাগাদায় বাইরে আসতে বাধ্য হলো সবাই। সবার থেকে কিছুটা আলাদা হয়ে রইল জন। ধীরে ধীরে এগোচ্ছে নিজের স্কচ-কার্টের দিকে।

যারা কার্ট এনেছে, তারা চড়ল কার্টে। আর যারা আনেনি, তারা ঘোড়ায়। ফ্র্যাঙ্ক মুলারও এসেছে, সে চড়ল ওর কালো ঘোড়ার পিঠে।

একেবারে সামনে একটা কার্টে হ্যান্স কুয়েযি। তাঁর দক্ষ ড্রাইভার একটা অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলেছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সরু ট্রেইলটা ছাড়িয়ে একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে হাজির হলো ওরা। গতি কমাতে কমাতে একসময় থেমে গেল কুয়েযির কার্ট। থামল বাকিরাও।

নিজের কার্ট থেকে উঁকি দিল জন। এখানে থামার কারণ কী জানতে চায়। এদিক-ওদিক তাকাতেই কারণটা পরিষ্কার হলো ওর কাছে।

আধ মাইল সামনে ঘাস খাচ্ছে হরিণের একটা পাল। সংখ্যায় তিনশো কি সাড়ে তিনশো হবে। হরিণের পাল ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে উইল্ডাবিস্টের একটা দল। ষাট-সত্তরটার কম হবে না। আরও আছে স্প্রিংবক–দু'ডজনের কাছাকাছি।

কীভাবে শিকার করবে সে-ব্যাপারে দ্রুত আলোচনা সেরে নিল ওরা। মুলার বলল, ঘোড়া নিয়ে অনেকখানি ঘুরে একেবারে উল্টো দিকে চলে যেতে চায় সে। তারপর ধাওয়া করবে হরিণ আর উইল্ডাবিস্টের পালকে। তখন কুয়েযির দিকে সোজা ছুটে আসবে জন্তুগুলো। গুলি করে মারতে খুব সুবিধা হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পরিকল্পনাটায় কোনও গলদ না-থাকায় বাধা দিল না কেউ। চলে গেল মুলার।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো কাটল। উল্টোদিকের ঢালের উপর সবার নজর। আচমকা সাদা ধোঁয়া দেখা গেল দু'বার। অনেক দূরে বলে গুলির আওয়াজটা স্পষ্ট শোনা গেল না। গুলি করেছে মুলার। মাটিতে পড়ে গেছে একটা উইল্ডাবিস্ট। মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

এরপর দানবের মতো আবির্ভূত হলো মুলারের কালো ঘোড়াটা। প্রচণ্ড গতিতে ছুটছে বন্য জন্তুগুলোর দিকে।

ওটুকুই দরকার ছিল। আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে গেল হরিণ আর উইল্ডাবিস্টের দল। যেটা যেদিকে পারে ছুট লাগাল। সামনের দিগন্তটা যেন প্রাণ পেল হঠাৎ. ছুটন্ত পশুদের ক্ষুরের আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল মাটি। মুলারের দিক থেকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসতে চেয়েছিল জন্তুগুলো। কিন্তু জানত না রাইফেল কাঁধে অপেক্ষায় আছে কুয়েযির আমন্ত্রিত অতিথিরা। অসহায় পশুগুলোকে নাগালে পাওয়ামাত্রই ট্রিগার টিপে চলল ভদ্রলোকগুলো। একের পর এক হরিণ, নইলে উইল্ডাবিস্ট শুয়ে পড়ল মাটিতে।

দিক পাল্টাল অসহায় পশুগুলো। বাম দিকে মোড় নিয়ে ছুটে গেল আরও সামনে। এবার কুয়েযির অতিথিরা যার-যার ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল, আর নইলে কার্টের চালক চাবুক কষাল ঘোড়াগুলোর পিঠে। উইল্ডাবিস্ট আর হরিণের পিছনে ছুটল মানুষ।

উত্তেজনা সংক্রামিত হয়েছে জ্যান্টজে আর জনের মধ্যেও। ঘোড়াদুটো ছটফট করছে আগে থেকেই, জ্যান্টজের চাবুক পিঠে পড়ায় নিক্ষিপ্ত তীরের মতো ছুট লাগাল এবার। চল্লিশ গজ সামনে ছুটছে এক ঝাঁক হরিণ। ওগুলোকে উদ্দেশ করে গুলি করল জন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করায় লাগাতে পারল না। রাইফেল রিলোড করতে করতে দুশো গজ দূরে চলে গেল হরিণের দলটা। কিন্তু নিরাশ হলো না জন। ঠিকমতো নিশানা করে টিপে দিল ট্রিগার। পরের নলটাও খালি করল। পড়ে গেল দুটো হরিণ। হরিণ দুটোকে পরে তুলে নেওয়া যাবে ভেবে জ্যান্টজেকে কার্টের দিক পাল্টাতে বলল জন। খালি রাইফেলে গুলি ভরতে লাগল।

এভাবে চলল এক ঘণ্টা। সীমাহীন প্রান্তর জুড়ে চলছে তাণ্ডব আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হত্যা-লীলা। মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে রাইফেল। বুলেট নিশানায় আঘাত করতে পারলে পড়ে যাচ্ছে আহত পশু। তিনটা হরিণ আর চারটা উইল্ডাবিস্ট ফেলতে পারল জন।

শেষের উইল্ডাবিস্টটা তুলে আনার সময় ঘটল এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।

আতঙ্কে পাগল হয়ে ইচ্ছেমতো ছুটাছুটি করছে বন্যপশুর দল, তাই উইল্ডাবিস্টটা কোথায় পড়েছে ঠাহর করতে পারল না জন। কথাটা জ্যান্ট্জেকে বলায় কার্টের গতি কমিয়ে ঘাড় উঁচু করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল সে। দূরে একটা উইল্ডাবিস্টকে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে দেখে নিশ্চিত হলো, জনের গুলিতেই আহত হয়েছে সেটা। ধীর গতিতে কার্ট চালিয়ে হাজির হলো আহত পশুটার কাছাকাছি। পিছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'ওই যে, পড়ে আছে। কিন্তু মরেনি এখনও। চাইলে এখান থেকেই গুলি করতে পারেন। অথবা কার্ট থেকে নেমে সামনেও যেতে পারেন। ওই ঢালটা,' সামনের সামান্য উঁচু ঢালের দিকে ইঙ্গিত করল, 'পার হলেই ভালোমতো নিশানা করতে পারবেন।'

দূরত্বটা একবার যাচাই করল জন। এখান থেকেই গুলি করা যায়; কিন্তু ওই উইল্ডাবিস্টকে সে-ই আহত করেছে কি না সন্দেহ জাগল ওর মনে। সামনে কতগুলো বোল্ডার, তাই কার্ট নিয়ে এগোনো যাবে না। এগোতে হলে বেশ কিছুটা ঘুরতে হবে। সুতরাং কার্ট থেকে নেমে কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। জ্যান্ট্জেকে ওখানেই দাঁড়াতে বলে এক লাফে নামল মাটিতে। রাইফেল তাক করে এগোতে লাগল সামনে।

ঢাল বেয়ে উঠে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল জন। কাঁধে রাইফেল তুলে নিশানা করার পর সন্দেহটা আবার জাগল ওর মনে। দ্বিধায় ভুগছে সে। এখনও ছটফট করছে উইল্ডাবিস্টটা।

ঠিক তখনই ওর কোমরের কাছে, মাটিতে তীব্র গতিতে বিঁধল কিছু একটা। লাফিয়ে উঠল খানিকটা মাটি, ছিটকে এল জনের দিকে। বিস্মিত হয়ে ঘাড় ঘুরানোর সময় রাইফেলের শব্দ শুনতে পেল সে। কেউ গুলি চালিয়েছে ওকে নিশানা করে।

তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল জন। পারল না, পা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পিছলে পড়ে গেল আচমকা। আবার গুলি হলো। জনের মাথা থেকে খসে পড়ল হ্যাট। বাতাসে তিনবার গোত্তা খেয়ে সেটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, ওর পাশে। পরের বুলেটটা ওর মাথার ফুট চারেক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। শুয়ে থাকলে মরতে হবে বুঝে আচমকা উঠে দাঁড়াল সে। হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিয়েছে আগেই। দু'হাত নাড়তে নাড়তে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে। নিজের অবস্থান জানাতে চায় তালকানা লোকটাকে—গুলি করছে যে।

মিনিটখানেক পর দেখা গেল লোকটাকে। বিরাট একটা কালো ঘোড়ায় চড়েছে। ঘোড়াটা ধীর গতিতে এগোচ্ছে জনের দিকে। ফ্র্যাঙ্ক মুলার!

উবু হয়ে মাটি থেকে নিজের হ্যাট তুলে নিল জন। দুটো ছিদ্র দেখা যাচ্ছে সেটাতে। বুলেট একপাশ দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বের হওয়ার সময় নিখুঁতভাবে তৈরি করেছে ছিদ্র দুটো। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল জনের। ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে মুলার। ওকে উদ্দেশ করে চেঁচাল জন, 'চোখে দেখো, নাকি শিকারে আসার আগে খুলে রেখে এসেছো কুয়েযির বাড়িতে?'

রাগল না মুলার। শীতল গলায় বলল, 'দূর থেকে তোমাকে উইল্ডাবিস্টের বাচ্চা মনে করেছিলাম। কেমন ছাই রঙের পোশাক পরেছ, নিজেই দেখো একবার। দূর থেকে দেখলে যে-কেউ ধোঁকা খাবে,' খানিক বিরতির পর কাছের ঢালটার দিকে ইঙ্গিত করে আবার বলল, 'ওই ঢাল ছাড়িয়ে একটা উইল্ডাবিস্ট পড়ে আছে। আমি গুলি করেছি। ওটার সঙ্গে একটা বাচ্চাও ছিল। বাচ্চাটাকেও গুলি করলাম, লাগাতে পেরেছি কি না বুঝতে পারিনি তখন। আমার রাইফেলে গুলিও তখন শেষ। আবার গুলি ভরে তাকানোমাত্রই দেখলাম, ঢালের ওপর পড়ে আছে কী যেন। ভাবলাম বাচ্চাটাই। পর পর তিনবার গুলি করলাম। কিন্তু...' কথা শেষ না-করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হাসল। 'তুমি লাফিয়ে উঠে না-চেঁচালে এতক্ষণে হয়তো... ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কিছু হয়নি তোমার।'

'ছিলে কোথায় তুমি?'

জায়গাটা দেখিয়ে দিল মুলার।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তিনশো গজ!' দূরত্বটা বুঝতে পেরে প্রথমে বিস্মিত পরে ক্রোধান্ধ হলো জন। 'তিনশো গজ দূর থেকে তুমি চিনতে পারোনি আমাকে!'

এবার খানিকটা চড়ল মুলারের গলা, 'একবার না বললাম তোমার পোশাকের কারণে ধোঁকা খেয়েছি? তোমার কী মনে হয়? আমি খুন করতে চাই তোমাকে?'

মুলারের দিকে হ্যাটটা বাড়িয়ে দিল জন। ওর চাঁদির কয়েক গাছি চুল এখনও লেগে আছে সেটাতে—বুলেট বেরুনোর সময় ছিঁড়ে দিয়ে গেছে। বলল সে, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় তুমি খুন করতে চাও আমাকে। ওয়াকারস্ট্রুমের ঘটনাটার প্রতিশোধ নিতে চাও।'

গম্ভীর হলো মুলারের চেহারা। 'আবারও বলছি আমার কোনও দোষ নেই। আমি ধোঁকা খেয়েছি।'

মুলারের সঙ্গে কথা বলা বৃথা বুঝে কার্টের উদ্দেশে হাঁটা ধরল জন।

স্যাডলে বসে দাড়ি টানতে টানতে ওর চলে যাওয়া দেখল মুলার। 'গাধারা বলে,' জন দূরে যাওয়ার পর স্বগতোক্তি করল সে, 'ঈশ্বর আছে। আছে কি নেই জানি না আমি, কিন্তু আজ সত্যিই বড় বাঁচা বেঁচেছে ওই জন হারামজাদা। নইলে তিনবার গুলি করলাম, আর তিনবারই ফসকাল! হ্যাট ছেঁদা করে বেরিয়ে গেল বুলেট, কিন্তু ওর ঘিলু বের হলো না!' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে। 'কপাল আর কাকে বলে? কিন্তু কতবার? একদিন তোকে খুন করবোই আমি, জন। খুন করবো হারামি সাইলাস ক্রফটকেও। দখল করবো মুইফন্টেইন। বিয়ে করবো বেসিকে। বেসি…মনে করেছিস তোর মনের খবর আমি জানি না? জনকে…ওই ইংরেজ কুত্তাটাকে ভালোবাসিস তুই। ওর জন্যেই আমার প্রস্তাব পায়ে ঠেলেছিস! ঠিক আছে, আমিও দেখে নেবো!' দাঁত বের করে হাসল সে। 'শীঘ্রিই পাল্টে যাচ্ছে দেশের অবস্থা। ক্ষমতা বোয়াদের হাতে থাকবে। আমার মতো ধনীদের কথায় উঠবে-বসবে সরকার। সুতরাং…' আবারও হাসল সে। আর কিছু না-বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল। রওয়ানা হলো আহত উইল্ডাবিস্টের উদ্দেশে।

ওদিকে মুইফন্টেইনের দিকে ছুটছে জনের স্কচ-কার্ট। জন

www.BanglaBook.org

চিন্তামগ্ন। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে প্রথম থেকে ভাবছে। কার্ট চালাচ্ছে জ্যান্ট্জে। ঘাড় ঘুরিয়ে জনকে দেখছে একটু পর পর। কথাটা বলবে কি না ভাবছে। শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলেই ফেলল, 'আমার মনে হয়...বাস্ ফ্র্যাঙ্ক গুলি করেছে আপনাকে।'

'তুমি জানলে কী করে?'

'আমি দেখেছি। আপনি এগিয়ে গেলেন ঢালটার দিকে। তখন দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাস্ মুলার। আপনাকে এগোতে দেখে ঘোড়ায় চড়লেন তিনি। কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে গুলি করলেন তিনবার। শেষের বার তাঁর চঞ্চল ঘোড়াটা নড়ে ওঠায় আপনার দূর দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। নইলে...' কথা শেষ না-করে শিউরে উঠল জ্যান্ট্জে।

চোয়াল শক্ত করল জন। 'আমিও ছেড়ে দেবো না ওকে।'

'কিন্তু আপনি বাস্ মুলারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবেন না। তাঁর অনেক টাকা, অনেক ক্ষমতা। বোয়া হলেও আইন তাঁর পক্ষে। কিছু করতে গেলেই বোয়ারা একসঙ্গে হয়ে বাঁচাবে তাঁকে। পুরো ঘটনার একমাত্র সাক্ষী আমি। কিন্তু এদেশে কালো মানুষের কোনও দাম নেই—আমরা কুকুরেরও অধম। জুরি আমার কথা বিশ্বাস করবে না। আর বিশ্বাস করলেও শাস্তি দেবে না বাস্ মুলারকে।'

জ্যান্ট্জের কথায় উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছিল জন। যতটা অশিক্ষিত, মূর্খ বলে মনে হয় লোকটাকে, আসলে ততটা নয় সে। হাতে ধরা রাইফেলটা একপাশে নামিয়ে রাখল জন।

বলে চলল জ্যান্ট্জে, 'আইন-আদালতের ঝামেলায় না জড়ালেই ভালো হয়। আইনের লড়াইয়ে বাস্ মুলারের সঙ্গে পারবেন না আপনি। কথাটা জানে বলেই আপনাকে খুন করতে চেয়েছিল সে। আপনি...' কথাটা জন কীভাবে নেবে, বুঝতে না-পেরে একবার ঢোক গিলল জ্যান্ট্জে। 'এখানে প্রায়ই শিকার করতে আসেন বাস্ মুলার। একদিন রাইফেল নিয়ে লুকিয়ে থাকুন একটা ঝোপের আড়ালে। তারপর বাস্ মুলারকে নাগালে পাওয়ামাত্রই...' জনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে দেখে বাক্যটা সমাপ্ত না করে বলল, 'আপনার জায়গায় আমি থাকলে অবশ্যই করতাম কাজটা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# দশ

এক সপ্তাহ পরের কথা। সাইলাস ক্রফটকে "স্যাটারডে রিভিউ" পত্রিকাটা পড়ে শোনাচ্ছে জন। প্রতি রোববার সাপারের পর দু'জনে মিলে বসে লিভিং রুমে। জন পড়ে, সাইলাস শোনেন।

রাজনৈতিক কলামটা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ছে জন। শুনতে শুনতে হতাশ হয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছেন সাইলাস। একটু পর পর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। একসময় অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন নিজের অজান্তেই। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন জনের দিকে।

পড়া শেষ করে চোখ তুলে তাকাল জন। সাইলাস ক্রফটকে দেখে চমকে উঠল কিছুটা। চোখে পানি নিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন বুড়ো। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল জন। জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?'

'বুড়ো হয়ে গেছি আমি, জন,' ভাঙা গলায় বললেন তিনি, রাজনীতির প্রসঙ্গ থেকে সরে এসেছেন অনেক দূরে। 'হয়তো একদিন সকালে ঘুম থেকে আর উঠবো না। বন্ধ দরজায় অনেক ধাক্কাবে তোমরা। কিন্তু সাড়া দেবো না আমি, জন।'

সম্ভাষণটা খেয়াল করল জন। ওকে নাম ধরে ডেকেছেন সাইলাস। ক্যাপ্টেন নেইল বলেননি। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। উসখুস করতে করতে একসময় বলেই ফেলল, 'বুঝলাম না ব্যাপারটা...রাজনীতি থেকে কী করে মৃত্যুর প্রসঙ্গে চলে গেলাম...'

কোমল দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকালেন সাইলাস। 'আমি বিয়ে করিনি, জন। তাই বাচ্চাকাচ্চাও নেই আমার। জেস আর বেসিকেই নিজের সন্তান ভেবে বড় করেছি। একটা ছেলের খুব অভাব ছিল। তোমাকে দেখলেই আজকাল মনে হয় তুমি আমার ছেলে হলে বড়

www.BanglaBook.org

ভালো হতো।'

অনেকদিন আগে মারা যাওয়া জনের-বাবার চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। চোখে পানি চলে এল ওর। সাইলাস যেন দেখতে না-পান, সেজন্য আরেকদিকে মুখ ঘুরাল সে।

'আমি মরলে মেয়ে দুটো একেবারে অসহায় হয়ে যাবে,' বলে চললেন সাইলাস। 'দিন দিন খারাপ হচ্ছে দেশের অবস্থা। বোয়াদের সঙ্গে কবে যুদ্ধ লেগে যায় ঠিক নেই। বোয়ারা জিতে গেলে মুইফন্টেইনে আর থাকতে হবে না আমাদের। জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে, নইলে আমাদেরকে খুন করে সব কিছু দখল করবে ওরা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগ করলেন, 'সবচেয়ে বেশি ভয় ফ্র্যাঙ্ক মুলারকে। বেসির পেছনে যেভাবে লেগেছে নরকের কীটটা...' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। আর কিছু না-বলে হাঁটা ধরলেন নিজের রুমের উদ্দেশে।

এই ঘটনার পর থেকে জনকে আর কোনও দিন ক্যাপ্টেন নেইল বলে ডাকেননি তিনি। নাম ধরে ডেকেছেন।

সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে দিন গড়ায় মুইফন্টেইনে। প্রতি সপ্তাহে একটা করে চিঠি পাঠায় জেস। "ভালো আছি," "এখানে সব কিছু ঠিকমতোই চলছে," "তোমরা ভালো থেকো,"–ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এসব কথাই লেখে সে। চিঠিগুলো পড়ে বেসির সুন্দর মুখ গম্ভীর হয়। একদিন বলেই ফেলল সে, 'আসলে চিঠি পাঠিয়ে দায়িত্ব সারতে চাইছে জেস। চিঠি না-পাঠালে খারাপ দেখায়, তাই যা-খুশি লিখছে।

পাশে বসে থাকা জন মন্তব্য করল, 'মিস জেস সত্যিই অদ্ভুত।'

জেস চলে যাওয়ার পর খুব একা লাগত ওর। সারাক্ষণ মনে হতো কে যেন নেই। জেস থাকতেও খুব একটা কথা বলত না ওর সঙ্গে, তবুও দুয়েকবার যা-কথা হয়েছে তাতেই মন ভরে গিয়েছিল জনের। জেসকে দেখলে অদ্ভুত এক পুলক জাগত দেহে-মনে, বার বার মনে হতো জেসের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করে ছিল সে। আর এখন? রাতের নিস্তব্ধ প্রহর, ঢিমা-তালে এগিয়ে চলা কর্মব্যস্ত দিন, সূর্যের তাপে ক্লান্ত দুপুর, বা শেষ বিকেল–সবাই ফিসফিস করে যেন বলে জনকে, জেস নেই। রুক্ষ প্রকৃতি সবসময় একরকম থাকতে চায় না;

www.BanglaBook.org

কখনও দিগন্তের এককোণে মেঘ জমিয়ে, কখনও মৃদুমন্দ শীতল বাতাসের ঝড় তুলে জানান দেয় জনকে—জেস নেই।

বুক-চেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জন তখন তাকায় বেসির দিকে। পরম মমতায়, রমণীয় কোমলতায় মেয়েটা সবসময় আছে জনের সঙ্গে। আজকাল বেসিকে দেখলে অনেকদিন আগে দেখা এক অদ্ভুত স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায় জনের: পূর্ণিমার রাত। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এইমাত্র। মেঘ সরে গেছে, চাঁদটা তাই দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। চারদিক শান্ত, নীরব। পরিবেশ নিরুত্তাপ। থেকে থেকে বইছে বাতাস, সঙ্গে করে নিয়ে আসছে নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ। আশপাশে গাছের পাতার ফিসফিসানি। অনেক দূরে গর্জন করছে সাগর। কিন্তু দূর বলেই হয়তো শব্দটা অদ্ভুত এক ঝঙ্কার তুলেছে হৃদয়ে। অবর্ণনীয় আবেশে সাড়া দিতে চাইছে শরীর। বৃষ্টিভেজা, বিশুদ্ধ, পবিত্র জোছনা মর্ত্যলোককে করেছে প্লাবিত। গাছের ভেজা পাতায়, পায়ের নীচের সিক্ত ঘাসে সেই অপার্থিব চন্দ্রালোকের প্রতিবিম্ব। আলো-আঁধারির খেলায় রত জঙ্গল একধারে, সেখানে কার অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ—নিক্বণের মতো। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরায় জন। দেখে, দুধ-সাদা পোশাক পরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের আড়ালে। অবয়বই বলে দিচ্ছে, একটা মেয়ে। মেয়েটাও থমকে গেছে, উঁকি দিয়ে দেখছে জনকে। চেহারাটা এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন জনের... স্বপ্নটা ওই পর্যন্তই। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আর দেখতে পায়নি জন।

উটপাখির পালক পরিষ্কার করতে করতে তাই থমকে যায় সে, অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বেসির দিকে। স্বপ্নের মেয়েটার নাম দিয়েছে জন—"জোছনা-সুন্দরী"; আশ্চর্য হয়ে ভাবে, তবে কি বেসিই সেই মেয়ে?

জনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পায় বেসি। মুখ নামিয়ে নেয়। তবুও জন তাকিয়ে আছে দেখে ইচ্ছে করে কাশে। তাতেও কাজ হচ্ছে না দেখে খুশি মনে ফার্ম ছেড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে।

ওদিকে জন ভাবে, "জোছনা-সুন্দরী" কে? জেস নাকি বেসি?

সিদ্ধান্ত নিতে পারে না সে। ওর মন মানে না। ছটফট করে সে, আর উদাসী চোখে খুঁজে জেসকে। কিন্তু জেস নেই, আছে বেসি। ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো, বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। উবু হয়ে ছিঁড়ে নিল একটা ফুল। নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকছে এখন। ঘুরে তাকাল ফার্মের দিকে। চোখাচোখি হয়ে গেল জনের সঙ্গে। হঠাৎ হাসতে হাসতে ছুট লাগাল বাড়ির দিকে।

হাতে ধরা উটপাখির পালককে ক্যাকটাসের কাঁটা মনে হয় জনের। ফেলে দেয় হাত থেকে। বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় সেটাকে। বিরক্ত হয়ে জনও পিছু পিছু ছুট লাগায়।

দিন যায়। জনের ছটফটানি বাড়ে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে সে বুঝতে পারে বেসির প্রতি ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। ওই অতুলনীয় রূপ, মোহনীয় দৃষ্টি, মিষ্টি হাসি, আর ভদ্র ব্যবহার ওর ঘর বাঁধার ইচ্ছেটাকে জাগিয়ে তুলেছে যেন। কিন্তু ওর অস্থিরতা যায় না। জীবন ভেসে চলা খড়কুটো নয়, বোঝে সে, থিতু হতে চাইলে কাজকর্মের পাশাপাশি ঘরও দরকার একজন পুরুষের। সেই ঘর ফাঁকা হলে অপূর্ণ রয়ে যায় পুরো ব্যাপারটা। তাই ঘর মানে শুধু ছাউনি-বেড়া, বা কাঠ-পাথরের কাঠামো নয়; ঘর মানে সংসার–একজন স্ত্রী আর একাধিক সন্তান।

স্ত্রী হিসাবে বেসির চেয়ে কমনীয়, রমণীয় আর কেউ হতে পারে না–বয়স চৌত্রিশ বলেই ব্যাপারটা টের পায় জন। ওর বয়স আরও দশ বছর কম হলে এতদিনে হয়তো বেসির প্রেমে অন্ধ হয়ে যেত সে। কিন্তু এখন প্রেম ওর জন্য যতটা না আবেগের, তারচেয়ে বেশি বিবেকের; ভালোবাসা যতটা না উন্মত্ততার, তারচেয়ে বেশি যুক্তির কামনা অস্থির হতে চাইলে চোখ রাঙায় জ্ঞান, মন যদি বলে যা-হয়-হোক তা হলে দূরদর্শিতার চাবুক পড়ে উন্মাদ-বাসনার পিঠে।

জনের অস্থিরতা তাই বাড়ে। ছটফট করে সে রাতে বিছানায় শুয়ে, সকালে কাজের সময়, দুপুরের ঝিমুনির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে, কিংবা গোধূলির একাকীত্বের মুহূর্তে।

নিজেকে যতবার প্রশ্ন করে সে আমি কি বেসিকে ভালোবাসি–ততবার ওর মন ভাগ হয়ে যায় দু খণ্ডে। এক অংশ বলে: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি অবশ্যই ভালোবাসো ওই পরমা সুন্দরীকে। আরেক অংশ কিছু বলতে গিয়েও ইতস্তত করে, যেন একটা গোপন-কথা বলা

www.BanglaBook.org

অনুচিত জেনে চুপ করে থাকে। ওই মুহূর্তে জোছনা-সুন্দরী উঁকি দেয় গাছের আড়াল থেকে।

অদ্ভুত-অস্বস্তির অদৃশ্য আগুনে পুড়তে থাকে ক্যাপ্টেন জন নেইল।

কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই আগুন ছুঁয়ে দেয় ওর বিবেককে। ছ্যাৎ করে শব্দ হয় একটা; দ্বিখণ্ডিত মনের একাংশ চেঁচিয়ে ওঠে যন্ত্রণায়, আরেক অংশ যেন মুখ চেপে ধরে শব্দটা থামায়। জন তাই শুনতে পায় না সেই আর্তনাদ। ঘোলা চোখে তাকায় বেসির দিকে। হেসে ছুটে পালায় মেয়েটা। জনও পাল্টা হাসে। ধন্যবাদ দেয় শেষ বিকেলের দামাল বাতাসকে। কারণ ছুটন্ত বেসির লম্বা-চুল শূন্যে মেলে দিয়েছে বাতাসটা।

আড়ালে হাসে প্রলোভন নামের দানব। মায়াবী ধোঁকায় জনকে কাবু করে দিবাস্বপ্ন নামের যাদুকর। বিবেকের বাঁধন আলগা হয়। ভালোলাগা-ভালোবাসা-প্রেম-কাম তালগোল পাকিয়ে মোহাচ্ছন্ন করে ওকে।

জনের আকুলতা তাই আরও বাড়ে।

এবং একদিন স্তম্ভিত হয়ে বুঝতে পারে সে, বেসি এড়িয়ে চলছে ওকে। আগে দেখা হলেই হাসত মেয়েটা, এটা-সেটা জিজ্ঞেস করত, কিন্তু এখন কেবল বিষণ্ন চোখে তাকায়। হাসিখুশি চেহারাটায় ভর করেছে উদ্বেগ। দুশ্চিন্তার কুশ্রী-ভাঁজ থাকে ওর কপালে সবসময়। কাজে-কর্মে মন নেই। চপলা-চঞ্চলা মেয়েটা যেন গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে।

একা কাজ করতে করতে হাঁপ ধরে যায় জনের। ব্যাকুলতা আরও বাড়ে ওর। না-বলা-কথাটা আড়মোড়া ভাঙে ওর মনের ভিতর। আগ্নেয়গিরির লাভার মতো এসে জমা হয় কণ্ঠার হাড়ের কাছে। পার্থক্য শুধু একটাই—কোনও শব্দ হয় না সেই জমায়েতের।

জন ভেবেছে ওর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে বেসি, কিন্তু আসল ঘটনা অন্যরকম। দিনের পর দিন জনের থেকে ভালোবাসার প্রস্তাব শোনার অপেক্ষায় ছিল মেয়েটা, কিন্তু আশা পূরণ না-হওয়ায় বিরক্ত হয়ে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

কিন্তু নিয়তি জানে রাগ করে থাকার মেয়ে বেসি নয়, তা-ও আবার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জনের উপর।

'মিস বেসি,' একদিন বিকালে মেয়েটাকে বলল জন, 'ভুট্টা খেতের পাশের ওয়্যাট্‌ল্‌ গাছগুলো দেখতে যাবো আমি। কেমন বাড়ছে ওগুলো, একবার না-দেখলেই নয়। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

প্রথমে কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করল বেসি, কিন্তু জন জোরাজুরি করায় শেষ পর্যন্ত মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

ইউক্যালিপ্টাসের সারির দিকে এগোল ওরা। পায়ে-চলার একটা সরু রাস্তার দু'ধারে বিশ বছর আগে গাছগুলো লাগিয়েছিলেন সাইলাস, সেগুলো বেড়ে উঠে প্রায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে এখন। সূর্যের আলো ঠেকিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। নিজেদের মোটা কাণ্ডে আশ্রয় দিয়েছে হাজার জাতের পাখিকে। একটা মাতাল সুবাস চারদিকে, বাতাসে পাতার ফিসফিসানি। সঙ্গে বেসি নামের এক অপ্সরা। সরু রাস্তাটায় ঢোকার মুহূর্তে জনের মনে হলো, স্বর্গের সিঁড়িতে পা দিয়েছে যেন।

হাঁটছে ওরা দু'জন। একেবারে শেষ মাথায় পৌঁছে ডানে ঘুরল। আরেকটা পায়ে-চলার পথে উঠল। এখন মাথার উপর ছায়া নেই আর। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে সামনে। সৌন্দর্যহানিও ঘটেছে অনেকখানি—কখনও বড় বড় পাথর, আবার কখনও জায়গায় জায়গায় গর্ত। রাস্তাটা ধীরে ধীরে উপরে উঠছে, একটা মালভূমিতে গিয়ে মিশেছে।

মালভূমি পার হলো ওরা। কথা বলছে না কেউই। বেসিকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে কি না ভাবছে আর ঢোক গিলছে জন। যদি মেয়েটা প্রত্যাখ্যান করে? যদি বলে দেয় সাইলাস ক্রফটকে? তা হলে... ভাবতে গিয়ে চোখে আঁধার দেখছে সে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সুতরাং আজ মুখ খুলবেই সে। আর সে-উদ্দেশ্যেই ডেকে এনেছে বেসিকে। ওয়্যাট্‌ল্‌ গাছ দেখা আসলে বাহানা মাত্র।

হাঁটতে হাঁটতে ভুট্টা-খেতের সামনে চলে এসেছে ওরা। খেতের চারদিকে গভীর-অগভীর গর্ত, ঘাসের ঝোপঝাড়। একটা বড় গাছের ছায়ায়, শুকনো ঘাসের উপর বসে পড়ল বেসি। ওয়্যাট্‌ল্‌ গাছগুলোর দিকে তাকাল জন। কিন্তু শুধুই তাকানো, আসলে দেখছে না কিছুই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলবে কি বলবে না—চিন্তাটা আবার দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে ওকে।

ধীর, অনিশ্চিত পদক্ষেপে ওয়্যাট্‌ল্ গাছগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে। মনোযোগ দিয়ে দেখার ভান করল গাছগুলো, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বিশ কদম দূরের বেসির দিকে। তাকিয়েই রইল বেশ কিছুক্ষণ।

ব্যাপারটা টের পেয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল বেসি। মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছ?'

'তোমাকে।'

'আ···আমাকে?' ঠোঁট কাঁপছে বেসির।

'হ্যাঁ,' এবার নিশ্চিত পদক্ষেপে আগে বাড়ল জন। বেসির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটার চোখে চোখ রাখল। আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে বলল, 'শোনো, বেসি,' সম্ভাষণটা মিস বেসি থেকে বেসি হয়ে গেছে, 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই আমি।'

ওদিকে বেসির হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি বেড়ে গেছে। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে অনর্থক। কিছু বলল না।

'আমি···আমি তোমাকে ভালোবাসি, বেসি। তোমাকে বিয়ে করতে চাই আমি।'

চুপ করে আছে বেসি। পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে জনের দিকে। কিছু বলছে না। কী বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না বোধ হয়।

'সাহস করে তোমাকে বলেই ফেললাম কথাটা। তুমি প্রত্যাখ্যান করলে কী হবে জানি না। কেন তোমাকে বললাম, হয়তো জানতে চাইবে তুমি। বললাম, কারণ না-বলে থাকতে পারছিলাম না কিছুতেই। তোমার মতো সুন্দরীকে স্ত্রী হিসেবে পেলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবো,' থামল জন, শুকিয়ে আসা গলা ভেজাতে ঢোক গিলল কয়েকবার। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। এত তৃষ্ণা পেল কেন ভেবে কিছুটা আশ্চর্যান্বিত না-হয়ে পারল না সে। আরও কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কী বলতে কী বলে ফেলে ভেবে চুপ করে রইল। কথাগুলো গোছাতে লাগল মনে মনে।

ওদিকে লজ্জায় লাল হয়ে গেছে বেসি। জনকে ভালোবাসে সে, ঠিক এই কথাগুলোই শোনার জন্য এতদিন ধরে অপেক্ষা করে ছিল;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু কেন যে লজ্জা পেল নিজেই জানে না। খুশিতে নাচতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু মেয়ে বলেই আনন্দের বন্যাটা আটকে রাখল সে। ভাবাবেগের বশে ওলট-পালট কিছু করে বসল না। দ্বিধা করল কিছুক্ষণ, তারপর মুখ খুলল একসময়, 'তুমি...তুমি সত্যিই আমাকে বিয়ে করতে চাও, ক্যা...প্টেন জন? তুমি...তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো?' এরপর ওর কণ্ঠ নেমে গেল খাদে, যেন ফিসফিস করে নিজেকেই বলছে, 'লোকে ঝোঁকের মাথায় অনেক সময় অনেক কিছু বলে ফেলে, পরে পস্তায়; তোমার প্রস্তাবটাও সেরকম কিছু নয় তো?'

বেসির উত্তর শোনার জন্য জন উদ্‌গ্রীব, তাই মেয়েটার ফিসফিসানি কান এড়াল না ওর। বলল সে, 'না, না, অনেক ভেবে-চিন্তেই তোমাকে প্রস্তাবটা দিয়েছি। ঝোঁকের মাথায় বলছি না। কতদিন যে ভাবতে হয়েছে আমাকে নিজেও জানি না। ঈশ্বর সাক্ষী আছেন...'

'দেখো,' কী বলবে জানা থাকায় আরও খানিকটা রক্ত জমল বেসির ফর্সা গালে, 'তুমি বলেছ আমি সুন্দরী। হতে পারে। কিন্তু এই মুইফন্টেইনে কাফ্রি আর বোয়া ছাড়া অন্য কারও দেখা পাওয়া যায় না; একদিন হয়তো কোনও ইংরেজ মহিলা আসবে, আর ওকে ভালো লেগে যাবে তোমার,' দু'চোখে আশা-হতাশার মিশ্র আবেগ নিয়ে জনের দিকে তাকাল সে।

'না, না,' হাত নাড়ছে জন, 'আমি সারাজীবন ভালোবাসবো তোমাকে। তুমি পাশে থাকলে অন্য কারও কথা আমার মাথায় আসে না।'

আগের কোমলতা ফিরে এল বেসির দৃষ্টিতে। 'আরেকটা কথা। আমি...আমি আসলে ততটা শিক্ষিত নই, মানে আমার মনে হয় তোমার সঙ্গে মানাবে না আমাকে। আমি আসলে একটা কূপমণ্ডূক। সত্যি বলতে কী, রূপ ছাড়া আর কিছু নেই আমার। কিন্তু তুমি দেশ-বিদেশ ঘুরেছ, অনেক কিছু জানো। এখানে, এই মুইফন্টেইনে সমাজ বলে কিছু নেই; চাচা আর আমরা দু'বোন—আমাদের সমাজ এটাই। ভদ্রসমাজ বলতে যা বোঝায়, তা কোনও দিন ছিল না এখানে। তাই সেই সমাজে সবার সঙ্গে কী করে মিশতে হয়, জানি না আমি। হয়তো তোমার সঙ্গে একদিন ইংল্যান্ডে যেতে হবে আমাকে, তখন তোমার

www.BanglaBook.org

জন্যে আমি হবো একটা বোঝা। আমাকে নিয়ে লজ্জায় পড়বে তুমি। পরে খোঁটা দেবে ব্যাপারটা নিয়ে,' ভেঙে গেল বেসির কণ্ঠ। 'কিন্তু…কিন্তু আমার জায়গায় যদি জেস থাকত, তা হলে হয়তো এত সমস্যায় পড়তে হতো না তোমাকে। লোকে বলবে, ক্যাপ্টেন জন নেইলের বউ সুন্দরী কিন্তু মাথামোটা, অর্ধ-শিক্ষিত, গেঁয়ো,' মাথা নিচু করল বেসি।

জেসের নামটা শোনামাত্রই কাঁপুনি ধরে গেল জনের শরীরে। শেষ বিকেলের বাতাসটা স্বাভাবিকের চেয়ে ঠাণ্ডা বলে মনে হলো ওর হঠাৎ। জেসের চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে মাথাটা কয়েকবার ঝাঁকাল সে। বেসি মাথা নিচু করে আছে দেখে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'তোমার ব্যাপারে সব জেনে-শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বেসি। নিজেকে এতটা ছোট মনে করা উচিত নয় কারও। আসলে তোমার ক্ষমতাকে কাজে লাগাওনি তুমি, যে লাগিয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগছো তাই। হয়তো তুমি জানো কম, কিন্তু চেষ্টা করলে অল্প সময়েই শিখতে পারবে অনেক কিছু। ভদ্রসমাজে আর দশজনের সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয়-শেখাটা খুব কঠিন কিছু নয়, একটু খেয়াল করলেই কায়দাটা ধরতে পারবে তুমি,' এরপর কিছুটা পরিহাস, কিছুটা কৌতুকের সুরে বলল, 'শুনে আশ্চর্য হবে, তোমার চেয়েও কম শিক্ষিত মেয়ে আছে লন্ডনে। উঁচু ঘরে বিয়ে হয়েছে ওদের। লোকের সঙ্গে ব্যবহারের কায়দাটা এত ভালোভাবে রপ্ত করেছে যে, কথাবার্তা শুনলে ওদের বিদ্যার দৌড় ধরাই যায় না। কীভাবে পারল জানো? ইচ্ছেশক্তি আর চর্চার ফলে।'

মন দিয়ে শুনল বেসি। তারপর মুখ খুলল, 'একটা কথা ভেবে বলো তো, তুমি ঠিক কাকে ভালোবাসো? আমার ভেতরের মানুষটাকে? নাকি আমার এই চুল, ভ্রূ, নাক, ঠোঁটকে-আমার সুন্দর চেহারাটাকে? নাকি আমার শরীরটাকে? তুমিও কি ফ্র্যাঙ্ক মুলারের মতো আমার সৌন্দর্য দেখে ভুলেছ? আমি যদি এতটা সুন্দরী না-হতাম তা হলে কি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে তুমি?' জন ইতস্তত করছে দেখে বলল, 'থাক, বলতে হবে না। তোমার উত্তর না হলে সহ্য করতে পারবো না।…আমি…আসলে জানি না তোমার প্রস্তাবের কী জবাব দেয়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উচিত...' আর কিছু বলার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা।

জনের মানসপটে তখন জোছনা-সুন্দরী। আবারও ধোঁকা খেল সে, পরাজিত হলো আবেগের আক্রমণে। একবার ইতস্তত করে বলেই ফেলল, 'আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। তোমার ভেতরের মানুষটাকে।' কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার বলল সে, 'তুমিও কি আমাকে ভালোবাসো, বেসি?'

কিছু বলল না বেসি। আগের মতোই মাথা নিচু করে রইল। মেয়েটার একটা হাত ধরল জন। বাধা দিল না বেসি। আলতো করে টান দিল জন, তাতেও বাধা দিল না মেয়েটা। এবার টেনে মেয়েটাকে দাঁড় করাল সে। উঠে দাঁড়িয়ে জনের চোখে চোখ রাখল বেসি। অশ্রুভেজা চোখ দুটো দেখে খুব মায়া হলো জনের। দু'হাতে মেয়েটার দু'কাঁধ ধরে আবারও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁটজোড়া কেঁপে উঠল। কিছু বলতে চেয়েও না-পেরে আবার মাটির দিকে তাকাল বেসি। খানিক পর আবার চোখ তুলল সে। সোজাসুজি তাকাল জনের দিকে। কিন্তু এবারও বলতে পারল না কথাটা। মাটির দিকে তাকাতে হলো আবার। এবং মাটির দিকে তাকিয়ে থেকেই বলল, 'হ্যাঁ, জন, আমি ভালোবাসি তোমাকে।'

## এগারো

জন আর বেসি যখন মন দেওয়া-নেওয়ায় ব্যস্ত, তখন সাইলাস ক্রফটের সঙ্গে দেখা করতে এল ফ্র্যাঙ্ক মুলার। সরাসরি ঢুকে পড়ল সিটিংরুমে। একটা সোফায় বসে সাইলাস তখন পত্রিকা পড়ছেন। তাঁকে উদ্দেশ করে বলল মুলার, 'গুড-ডে, আঙ্কেল সাইলাস,' ডান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতটা বাড়িয়ে দিল সামনে।

'গুড-ডে,' শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে বললেন সাইলাস। তবে মুলারের সঙ্গে হাত মেলানোর কোনও আগ্রহ দেখালেন না। এই লোকটাই জনকে গুলি করে মারতে চেয়েছিল মনে পড়েছে তাঁর।

'কী পড়ছেন?' এমনভাবে বলল মুলার যেন সাইলাসের হাত মেলাতে না-চাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। বাড়ানো হাতটা চট করে সরিয়ে নিয়েছে সে। 'ও, পত্রিকা!' উঁকি দিয়ে দেখে ফেলল কী পড়ছেন সাইলাস। 'রাজনৈতিক খবর! ভালো কিছু আছে ইংরেজদের জন্যে?'

'ভালো কিছু পাইনি সত্যি, কিন্তু খারাপ কিছুও তো পেলাম না,' ইচ্ছের বিরুদ্ধে মিথ্যা বললেন সাইলাস ক্রফট।

'পাননি?' সাইলাস না-বলা সত্ত্বেও মুলার নিজেই একটা চেয়ার দখল করল। 'কী জানি! পত্রিকাঅলাদের কথা নতুন করে কী আর বলবো? সত্যিকে মিথ্যা, আর মিথ্যাকে সত্যি বানানোর ব্যাপারে ওস্তাদ ওরা। হয়তো কোনও আষাঢ়ে গল্প ছেপেছে, আর আপনি ভাবছেন মহাসুখে আছে ইংরেজরা,' দাঁত বের করে হাসল সে। 'স্থানীয় লোকেরা খেপেছে ইংজেদের বিরুদ্ধে, জানেন না?' সাইলাসের চেহারায় নির্ভেজাল শূন্যতা ফুটে উঠেছে দেখে বলে চলল, 'সব দোষ ট্রান্সভালের শেরিফের। কোনও কথা নেই, বার্তা নেই--কর আদায়ের নামে বিযুইডেনহাউটের ওয়্যাগনটা কব্জা করে নেয় সে। তা বাবা গায়ের জোরে ওয়্যাগন নিয়ে গেছিস ভালো কথা, স্থানীয় লোকদের সঙ্গে একটা রফা করে বিবাদটা মিটিয়ে ফ্যাল্। তা না-করে সাধুতা দেখাল সে। সোজা নিলামে চড়াল ওয়্যাগনটা। কিন্তু বিযুইডেনহাউটও ওস্তাদ লোক। স্থানীয় নিগ্রোদের নিয়ে পোচেফস্ট্রুমের নিলাম-ঘরে হামলা করল সে। পাছায় লাথি মেরে বের করল নিলামদারকে। শহরময় দাবড়ে বেড়াল লোকটাকে। গভর্নর ল্যানয়োনের মাথা এখন খারাপ, পোচেফস্ট্রুমের অবস্থা সামাল দেবেন কী করে সেটা নিয়ে দিন-রাত শুধু চিন্তা করেন,' বাঁকা হাসি হাসল সে। 'বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে দেশের সব জায়গায়, আর সেটা দমন করতে পুলিশ পাঠাচ্ছেন গভর্নর! ছাগল আর কাকে বলে! সমুদ্রে কি বাঁধ দেয়া যায়?'

কোনও মন্তব্য করলেন না সাইলাস ক্রফট।

www.BanglaBook.org

'দেশের অবস্থা নিয়ে একটা বৈঠক হবার কথা ছিল পারডে ক্রালে। পনেরো তারিখে। কিন্তু এমনই খারাপ অবস্থা আপনাদের ইংরেজ বাহিনীর যে, আমাদের হাতে-পায়ে ধরে এক সপ্তাহ আগে নিয়ে এসেছে বৈঠকটা। বৈঠক করবি কর্, আমার তাতে কী? কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না। বোয়াদের লেজে পা পড়েছে, ওরা কি এত সহজে ছেড়ে দেবে?'

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন সাইলাস ক্রফট। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে মুলারকে।

'এসব কথা কি লিখেছে আপনার হাতে ধরা পত্রিকাটা?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল মুলার।

চুপ করে রইলেন সাইলাস।

যা-বোঝার বুঝে নিল মুলার। 'লিখবেই বা কেন? ইংরেজের পা-চাটা কুত্তা ওরা, ইংরেজের বিরুদ্ধে কিছু লিখলে...' আরেকটু হলে গালটা দিয়ে ফেলেছিল মুলার, নিজেকে সামলে নিল যথাসময়ে। 'অসুবিধা আছে। যা-ই হোক, পারডে ক্রালের বৈঠকেই বোঝা যাবে, শান্তি না যুদ্ধ—কোনটা জুটবে ইংরেজদের কপালে।'

জ্বলে উঠল সাইলাসের দু'চোখের তারা। অনেকক্ষণ পর মুখ খুললেন তিনি, 'শান্তি না যুদ্ধ, তা-ই না, মুলার? কতগুলো বৈঠক হয়েছে আজ পর্যন্ত? আমার মনে হয় ছ'টা। কী লাভ হয়েছে? ঘোড়ার ডিম। আলোচনার নামে তোমরা বোয়ারা খামোকা সময় নষ্ট করেছ, চেয়েছ আরও যেন খারাপ হয় পরিস্থিতি। তোমাদের মাথায় শয়তানি বুদ্ধি ছিল আগে থেকেই। যুদ্ধ বাধলে তোমাদের কিছু হবে না, হবে না। সাধারণ মানুষ প্রথমে গুলি খেয়ে, পরে না-খেয়ে মারা যাবে। ফাঁকা বুলি কপচাবে তোমরা তখন। মায়াকান্না কাঁদবে। তুমি কি মনে করো যুদ্ধ এতই সহজ? লাগল, আর অমনি জিতে গেলে তোমরা বোয়ারা? ইংরেজরা এত সহজে ছেড়ে দেবে সবকিছু তোমাদের কাছে? বোকার স্বর্গে বাস করছো, মুলার। জেনারেল ওলস্‌লি কী বলেছেন খেয়াল আছে? কনযারভেটিভ, লিবারেল বা র‍্যাডিকাল—যে-সরকারই থাকুক ইংল্যান্ডের ক্ষমতায়, দেশটা এত সহজে ছেড়ে দেবে না। সুতরাং আলোচনা-ফালোচনা সব বেকার। মাঠ গরম করার কায়দা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাত্র।'

হাসল মুলার। 'আপনার কথা শুনলে মনে হয়, ইংরেজরা খুব সরল, রাজনীতির কিছুই বোঝে না। শুনুন আঙ্কেল সাইলাস, সরকার হচ্ছে আসলে একটা মেয়েমানুষ–সবসময় চেঁচায়, "না, না, না," কিন্তু ঠিকই চুমু খেতে দেয় আপনাকে। আমার কথা বুঝলে ভালো, না বুঝলে আমার কিছু করার নেই। আপনি যা-ভাবছেন, পুরো ব্যাপারটা তারচেয়ে অনেক জটিল। ফ্র্যাঙ্ক মুলার ফাঁকা বুলি কপচায় না। স্থানীয়দের খেপিয়েছে ইংরেজরা। কর আদায়ের নামে অত্যাচার করেছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এখন প্রতিশোধ নিতে চাইছে কালো মানুষগুলো। ওরা ওদের দেশ ফেরত চায় অত্যাচারী ইংরেজদের থেকে। বোয়ারা হয়তো সাহায্য করছে ওদেরকে।'

'হয়তো?' কথাটা ধরলেন সাইলাস।

কিছু না-বলে হাসল মুলার। উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। কিছুক্ষণ পর থেমে মুখোমুখি হলো সাইলাসের। এত কথা কেন আপনাকে বলেছি বুঝতে পেরেছেন?' চেয়ারটা আবার দখল করল সে।

'না।'

'বললাম, কারণ দেশের অবস্থা যে সত্যিই খারাপ বোঝা দরকার আপনার। যুদ্ধ বাধলে ইংরেজরা একেবারে কচুকাটা হয়ে যাবে। তখন কোথায় যাবেন আপনি? পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে আঁচটা নিজের বাড়িতেও লাগে, মনে রাখবেন।'

'ঝেড়ে কাশো।'

'আমি বলতে চাই, আপনাদের দুর্দশায় একমাত্র আমিই সাহায্য করতে পারি। যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হন, ভুলে যান তাঁকে; শুধু ফ্র্যাঙ্ক মুলারের নাম নিন এখন। ভীষণ বিপদ আপনাদের সামনে। আমি না-চাইলে স্বয়ং ঈশ্বরও এই বিপদ থেকে আপনাদের বাঁচাতে পারবে না–ট্রান্সভালে আমার এতই ক্ষমতা, এতই দাপট। যুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র ধরে নেবেন দিন ফুরিয়েছে আপনাদের, তখন আমার ইচ্ছায় বাঁচবেন বা মরবেন আপনারা। তবে,' ইচ্ছে করে বিরতি দিল সে। 'আপনাদের বাঁচিয়ে রাখার বিনিময় দিতে হবে আমাকে।'

www.BanglaBook.org

'বিনিময়?' মুলারের অহঙ্কার দেখে হতভম্ব হওয়ার দশা সাইলাসের।

'হ্যাঁ, বিনিময়। আপনাদের উপকার করার বিনিময়ে বেসিকে চাই আমি। না, জোর করে দখল করতে চাই না; সমাজ-স্বীকৃত উপায়ে আমার ঘরে নিতে চাই ওকে। আমি আপনার ভাতিজিকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছি, আঙ্কেল সাইলাস।'

রাগে সাইলাসের সারা শরীর জ্বলে গেল। অনেক কষ্টে সামলালেন নিজেকে। 'কথাটা আমাকে বলছ কেন? আমি তো তোমাকে বিয়ে করবো না? যাকে বিয়ে করতে চাও সে সাবালিকা। নিজের ভালো-মন্দ বোঝে। ওকে গিয়ে প্রস্তাব দাও। সে রাজি থাকলে আমার কিছু বলার নেই। তোমার জায়গায় স্বর্গের ফেরেশতা এসেও প্রস্তাবটা দিলে একই পরামর্শ দেবো। বিয়ে করার ব্যাপারে বেসিকে চাপ দিতে চাই না আমি। নিজের বর নিজেই বেছে নেবে মেয়েটা। আমি বাধা দেবো না, ভালোমন্দ কিছু বলবোও না।'

'তা-ই নাকি?' ব্যঙ্গ করল মুলার। 'কী মনে হয় আমাকে দেখলে? দুধের বাচ্চা? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে আপনার ভাতিজি, আর আপনি কোনও খবর রাখেন না বলতে চান? ওই জনের সঙ্গে লীলাখেলা করে বেসি, জানি না আমি? ওই হারামজাদাটাকে ভালোবাসে বলেই আমার দিকে ফিরেও তাকায় না। নইলে কীসের অভাব আছে আমার? চেহারায় আমি জনের চেয়ে হাজার গুণে সুন্দর। শক্তিতে শুয়োরটা আমার সামনে মশা। আর টাকার হিসেব করলে তো...' বাক্যটা সমাপ্ত না করে কী বলতে চায় বুঝিয়ে দিল মুলার।

'জনকে ভালোবাসে বেসি?' আশ্চর্য শান্ত শোনাল সাইলাসের কণ্ঠ। 'কথাটা আজ জানলাম। বেসি বা জন কখনোই আমাকে কিছু বলেনি ওই ব্যাপারে। বেসি সত্যিই জনকে ভালোবেসে থাকলে আমি বলবো, খাঁটি মানুষকে পছন্দ করেছে সে। জন সৎ, বিবেকবান। আর তুমি হচ্ছো ঠিক ওর উল্টো।' কঠিন হলো বৃদ্ধের কণ্ঠ, 'তোমাকে শয়তান বললেও কম বলা হয়, মুলার। তুমি ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ জ্যান্টজের বাবা-মা-চাচাকে। জনকে খুন করার উদ্দেশ্যে গুলি চালিয়েছ ওর উপর। পর পর তিন বার।' উঠে দাঁড়ালেন সাইলাস। ক্রোধে জ্বলছে

www.BanglaBook.org

তাঁর দু'চোখ। 'বেসিকে বিয়ে করতে চাও? আমাকে নিরাপত্তার ভয় দেখিয়ে বাধ্য করতে চাইছ?' হাত তুলে খোলা দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন বুড়ো। 'এক্ষুণি বের হয়ে যাও। আত্মসম্মান বলে কিছু থাকলে আর কক্ষনো আমার সামনে আসবে না।...খুনি কোথাকার–আমার ভাতিজিকে বিয়ে করতে চাও? মেয়েটাকে নিজের হাতে খুন করে কবর দেবো আমি, তবুও তো তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবো না।...এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও, দূর হও।'

রাগে লাল হয়ে গেছে মুলারের সুদর্শন চেহারা। মুখ খোলার চেষ্টা করল দু'বার, কিন্তু পারল না–অতিরিক্ত রাগে ভাষা হারিয়েছে সে। সাইলাস ক্রফটের চোখে চোখ রেখে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর একসময় রাগ ঠাণ্ডা হলে বলল, 'ঠিক আছে, সাইলাস ক্রফট,' সম্ভাষণ পাল্টে গেছে, 'যাচ্ছি আমি। কিন্তু মনে রেখো, ফিরে আসবো আবার। একা নয়, সঙ্গে অনেক লোক নিয়ে। সবার হাতে রাইফেল থাকবে। আমার আদেশে ওরা গুলি করে মারবে তোমাদেরকে কুত্তার মতো। তোমার গর্বের মুইফন্টেইন জ্বালিয়ে দেবো আমি। একটা ইংরেজ শূয়োরকেও জ্যান্ত ছাড়বো না। সেদিন জোর করে বেসিকে নিয়ে যাবো। কেউ বাধা দিতে পারবে না।'

'যা, হারামজাদা,' মুখ খারাপ করতে বাধ্য হলেন সাইলাস, 'বের হ এক্ষুণি। নইলে,' বাতের ব্যথায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে ম্যান্টলপিসের কাছে গিয়ে হাজির হলেন বুড়ো, তুলে নিলেন নিজের রাইফেলটা। তাক করলেন মুলারের দিকে। 'নইলে এই মুহূর্তে তোকে গুলি করে মারবো।'

আর কিছু বলল না ফ্র্যাঙ্ক মুলার। নিঃশব্দে ঘুরল। বের হয়ে গেল সিটিং রুম ছেড়ে।

সেই রাতে, সাপারের সময় ফ্র্যাঙ্ক মুলারের ব্যাপারে আলোচনা করল ওরা তিনজন–সাইলাস ক্রফট, জন নেইল আর বেসি ক্রফট। সন্ধ্যার ঘটনাটা খুলে বললেন সাইলাস। তারপরে জানতে চাইলেন, বেসি আর জনের ব্যাপারে মুলার যা-বলেছে সত্যি কি না। জন আর বেসি দু'জনই স্বীকার করল, ওরা ভালোবাসে একে অপরকে। শুধু তা-ই নয়, বিয়ে

www.BanglaBook.org

করতে চায়। শুনে সন্তুষ্ট হলেন সাইলাস, ভাবলেন বেসিকে সৎ-পাত্রস্থ করার দুশ্চিন্তাটা গেল!

'ঠিক আছে,' আলোচনার উপসংহার টানলেন বুড়ো, 'জেস ফিরুক, তারপর তোমাদের দু' জনের বিয়ের ব্যাপারে পাকা কথা বলা যাবে।'

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

# বারো

গত পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ঘটনা ডিসেম্বর ৭, ১৯৮০-এর। মুইফন্টেইনবাসীরা এর পরের বারোটা দিন খুব সুখে কাটায়। সাইলাস ক্রুফটকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁর চেয়ে সুখী আর কেউ নেই জন যেন মুক্ত পাখি–এতদিন যে-গোপন কথাটা চেপে রেখে কষ্ট পাচ্ছিল, তা থেকে মুক্তি পেয়েছে এক লহমায়। আর বেসি ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কারণে-অকারণে হাসছে। এতদিনে পূর্ণ বিকশিত হয়েছে ওর সৌন্দর্য। সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মতো দেখাচ্ছে ওকে তাই।

তেরোতম দিনের কথা। ব্রেকফাস্টের পর বারান্দায় বসে আছে জন আর বেসি। পাশে বসা বেসিকে জিজ্ঞেস করল জন, 'আমাদের এনগেইজমেন্টের ব্যাপারটা চিঠি লিখে জানিয়েছ জেসকে?'

'হ্যাঁ,' উত্তর দেওয়ার সময় হাসল বেসি, মুক্তোর সারির মতো দাঁতগুলো দেখা গেল। 'কয়েকদিন আগেই পাঠিয়েছি। এনগেইজমেন্টের কথাটা জেনে নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছে সে। ইস্‌স্‌, কবে যে ফিরবে জেস...'

কিছু বলল না জন। পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল নীরবে ধূমপান করে চলল কিছুক্ষণ। জ্যান্ট্‌জে কাছে এসে দাঁড়াল

www.BanglaBook.org

এমন সময়। মুখ গম্ভীর। বোঝাই যাচ্ছে খারাপ খবর নিয়ে এসেছে।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল জন। 'খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল জ্যান্ট্জে। একবার আড়চোখে তাকাল বেসির দিকে। তারপর বলল, 'জী, বাস্, খবরটা খারাপই বটে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বোয়ারা। ব্রঙ্কার্স স্প্রুইটে রুইবাটযিদের গুলি করে মেরেছে ওরা গত পরশু রাতে।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল জন। ওর মুখের পাইপ খসে পড়ল বারান্দায়।

আর কিছু বলার নেই জ্যান্ট্জের, তাই নিজের কাজে চলে গেল সে।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো বসে রইল জন। তারপর দৌড়ে বাগানে গেল সে। পেয়ে গেল সাইলাসকে। হাতে একটা নিড়ানি নিয়ে আগাছা পরিষ্কার করছেন বৃদ্ধ।

জনের মুখ থেকে যুদ্ধ শুরুর ঘটনাটা শুনে বললেন তিনি, 'কথাটা সত্যি না মিথ্যা জানি না এখনও। তবে সত্যি হলে এর পেছনে মুলারের হাত না-থেকে পারে না। চলো, জ্যান্ট্জের সঙ্গে আবার কথা বলে দেখি।'

কিন্তু জ্যান্ট্জের সঙ্গে কথা বলা হলো না। বারান্দার কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্রই ইউক্যালিপ্টাসের সারির কাছে দেখা গেল একটা পনি। সওয়ারি হ্যান্স কুয়েযি।

'যাক,' লোকটাকে দেখে সন্তুষ্ট হলেন সাইলাস, 'একজন বিশ্বস্ত লোক পেলাম। যুদ্ধের খবরটা সত্যি না মিথ্যা নিশ্চিত হওয়া যাবে এবার।'

বারান্দায় বসলেন সাইলাস। রেলিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে রইল জন। বেসিও আছে। কিছুক্ষণের ভিতরই সামনে এসে রাশ টানলেন হ্যান্স কুয়েযি। পনির লাগাম রেলিং-এ বাঁধছেন কুয়েযি, এমন সময় বললেন সাইলাস, 'যুদ্ধ কি সত্যিই শুরু হয়ে গেছে, কুয়েযি?'

কুয়েযির সদা-হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মেঘ জমে আছে। সাইলাসের

www.BanglaBook.org

প্রশ্নের জবাবে উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

সাইলাস বা জন কেউ কিছু বলল না। পরিবেশটা আপনা থেকেই ভারী হয়ে গেছে।

সাইলাসের পাশে বসলেন কুয়েযি। 'পারডে ক্রালের আলোচনা-সভায় আমাকে যেতে বলেছিল মুলার। যাইনি আমি। ফলাফল কী হবে জানতাম আগে থেকেই। ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। গভর্নর ল্যানয়নের কাছে একটা ঘোষণাপত্রও পাঠিয়েছে,' কিছুক্ষণ ইতস্তত করে যোগ করলেন, 'তোমাদের অবস্থা ভালো না, সাইলাস। ওরা রুইবাটযিদের দেখা মাত্র গুলি করে মারছে।'

দাঁতে দাঁত পিষল জন। সে-ও রুইবাটযি ছিল একদিন।

'দেখো, সাইলাস,' বলে চললেন কুয়েযি, 'আমি হানাহানি-মারামারি পছন্দ করি না। আমি চাই বোয়া হোক, ইংরেজ হোক মিলেমিশে একসঙ্গে থাকবো। কিন্তু আমি চাইলেই তো হবে না, দেশের বেশিরভাগ মানুষ, হয়তো আমি ছাড়া আর সবাই, চায় যুদ্ধ করতে। সুতরাং যা-হবার হয়েছে। এখন আর কিছুই করার নেই আমাদের কারও। তোমাদের জন্যে খারাপ লাগছিল, ভাবলাম খবরটা জানা থাকলে সতর্ক থাকতে পারবে, তাই জানাতে এলাম,' উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'বেশিক্ষণ থাকতে পারছি না। কেন বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। বুড়ো হয়েছি, তবুও সংসারের দায়িত্ব নামেনি ঘাড় থেকে। বাসায় ফিরতে হবে যত শীঘ্রি সম্ভব। ওদেরকে দেখার মতো কেউ নেই,' বলে আর দেরি করলেন না তিনি। পনির লাগাম ছুটিয়ে চড়ে বসলেন ঘোড়াটার পিঠে। তারপর একসময় হারিয়ে গেলেন ইউক্যালিপ্টাসের সারির ওপাশে।

'এখন কী করবো আমরা?' সাইলাস কিছু বলছেন না দেখে জিজ্ঞেস করল জন। 'পালাতে ইচ্ছে করছে না আমার। নিজেদের লোকজন নিয়ে প্রস্তুত থাকতে পারি আমরা। বোয়ারা হামলা করলে উপযুক্ত জবাব দেবো...'

'ওসবের কিছুই করতে হবে না। এত জলদি হামলা হবে না আমাদের এখানে। তারচেয়ে তুমি আরেক কাজ করো। প্রিটোরিয়ায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাও। জেসকে নিয়ে এসো। প্রিটোরিয়ার অবস্থা মুইফন্টেইনের চেয়েও খারাপ। ঈশ্বরই জানে কী অবস্থায় আছে জেস! দুয়েকদিনের মধ্যে ওকে ফিরিয়ে আনা না-গেলে ওখানে আটকা পড়বে বেচারি।'

'না, না,' চেঁচিয়ে উঠল বেসি। 'জনকে যেতে দেবো না আমি।'

'কী বলছিস পাগলের মতো?' ধমকে উঠলেন সাইলাস। 'বিপদে পড়েছে তোর বোন। ওকে উদ্ধার করা দরকার,' থেমে গেলেন হঠাৎ করেই। বুঝতে পারছেন কেন জনকে যেতে দিতে চাইছে না বেসি। 'ঠিক আছে, জনের যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।...জ্যান্ট্জে,' উঁচু গলায় হটেনটট লোকটাকে ডাকলেন তিনি। 'চারটা ঘোড়া আর কেপ-কার্টটা নিয়ে আয়।'

'থাক, চাচা,' ব্যাপারটা খারাপ দেখাচ্ছে বুঝতে পেরে মত পাল্টাল বেসি। 'জনই যাক। আমি...আমি আসলে অতটা বুঝতে পারিনি প্রথমে। জেসকে নিয়ে আসা উচিত। তুমি বাতের ব্যথায় কাবু–কার্টেই চড়তে পারবে না, প্রিটোরিয়ায় যাওয়া তো দূরের কথা।'

'হ্যাঁ, আমারই যাওয়া উচিত,' মুখ খুলল জন। 'ভয় পেয়ো না, বেসি। পাঁচদিনের মধ্যে ফিরে আসবো আমি। চারটা ঘোড়া নিলে...' খানিকক্ষণ হিসাব করল মনে মনে, 'দিনে ষাট মাইলের মতো যাওয়া যাবে। মউটিকে সঙ্গে নেবো। সাহস আছে ছেলেটার।'

'জ্যান্ট্জেকে নিয়ে যাও,' পরামর্শ দিল বেসি। 'মউটির চেয়ে পথ-ঘাট ভালো চেনে সে।'

'জানি। কিন্তু ওকে নেবো না। সবসময় ছোঁক-ছোঁক করতে থাকে সে। একবার মদের বোতল হাতে পেলে জ্ঞান না-হারানো পর্যন্ত গিলবে ব্যাটা, আর খাবে না বলেছে যদিও।'

'চাকায় ভালোমতো গ্রিয দেয়া আছে কি না দেখে নিয়ো,' পরামর্শ দিলেন সাইলাস। 'লাঞ্চটা আগেভাগেই সেরে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের ভিতর রওনা হয়ে যাও। লাক'স-এ থেমো, রাতটা কাটিয়ো সেখানেই। লাক'স চিনেছ তো? নামি সরাইখানা একটা। ওরা তোমার ভালো যত্ন নেবে। ভোর তিনটার দিকে আবার রওনা হোয়ো। আগামীকাল রাত

www.BanglaBook.org

দশটার সময় হাইডেলবার্গে পৌঁছে যাবে তা হলে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামীকাল বিকেলে হাজির হবে প্রিটোরিয়ায়,' জন আর বেসি যেন কিছুক্ষণ একা কাটাতে পারে সেজন্য সাইলাস বললেন, 'তুমি থাকো, আমি জ্যান্ট্‌জেকে নিয়ে সব কিছু গুছিয়ে ফেলি। আর মউটিকেও খুঁজে বের করতে হবে। দস্যি ছেলেটাকে কাজের সময় পাওয়া মুশকিল,' বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন উঠানে। জোর গলায় ডাকলেন জ্যান্ট্‌জেকে।

'জন,' সাইলাস চলে যাওয়ার পর কাতর কণ্ঠে বলল বেসি, 'তোমার প্রিটোরিয়ায় যাওয়াটা একদম ভালো লাগছে না আমার। একসময় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ছিলে, তাই তুমিও একজন রুইবাটযি—কথাটা জানে মুলার। সে যে আর সবাইকে জানায়নি, নিশ্চিত হচ্ছ কী করে? তোমাকে দেখামাত্র গুলি করবে ওরা···জন,' আবারও ভেঙে পড়ল মেয়েটা। 'তুমি···যেয়ো না,' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে।

হাসল জন, অভয় দেওয়ার চেষ্টা করল বেসিকে। 'খামোকা দুশ্চিন্তা করছ। আর ঈশ্বরের দোহাই কান্নাকাটি বন্ধ করো। তোমার কান্না সহ্য করতে পারি না আমি। জেস তোমার আপন বোন, ওর বিপদে আমরা সাহায্য করবো না তো কে করবে? আমি ছাড়া যাবার মতো আর কে আছে? জ্যান্ট্‌জে? না মউটি? ওদের কাউকেই দায়িত্বটা দেয়া যায় না।···ঠিকই বলেছেন তোমার চাচা—দুয়েকদিনের মধ্যে জেসকে উদ্ধার করা না-গেলে আটকা পড়বে বেচারি। তারপর ভালো-মন্দ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে। স্বীকার করছি ঝুঁকি আছে কাজটাতে, কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে। প্রতিজ্ঞা করছি সতর্ক থাকবো আমি, যেচে পড়ে কোনও বিপদে জড়াবো না। কি, এবার খুশি?'

কিছু বলল না বেসি। তবে এখন আর কাঁদছে না সে, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে মাটির দিকে।

কিছু জামা-কাপড়, আর টুকটাক জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে একটা ব্যাগে ভরল জন। তারপর নাকেমুখে খেল লাঞ্চ। খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই

www.BanglaBook.org

হাজির হলো চার-ঘোড়ার গাড়িটা। চালকের আসনে বসেছে মউটি। কোথেকে যোগাড় করে একটা মিলিটারি কোট চাপিয়েছে গায়ে। ওর আকৃতির চেয়ে বড় হয়ে গেছে সেটা। দেখতে হাস্যকর লাগছে ওকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল জন, তারপর ঘুরল পাশে দাঁড়ানো বেসির দিকে।

'বিদায়, জন,' আবার পানি চলে এসেছে বেসির চোখে, 'তোমার অপেক্ষায় থাকলাম আমি,' বলতে বলতে চুমু খেল সে জনকে। 'যাও...'

এককোনায় দাঁড়িয়ে আছেন সাইলাস। যাওয়ার আগে তাঁর সামনে দাঁড়াল জন। হাত মেলাল বৃদ্ধের সঙ্গে। বলল, 'বিদায়, মিস্টার ক্রফট। এক সপ্তাহের মধ্যে আবার দেখা হবে আশা করি,' বলে আর দেরি না-করে কার্টে চড়ল। ঘোড়া-চারটার পিঠে চাবুক পড়ামাত্রই ছুট লাগাল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুলোর একটা মেঘ ছাড়া দেখার মতো আর কিছু রইল না।

চলে গেল কার্ট। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা আটকাল বেসি। সাইলাস বসলেন সিটিং-রুমে। নীরবে, একাকী ধূমপান করতে লাগলেন।

প্রিটোরিয়া রোডের একধারে একটা নিঃসঙ্গ সরাইখানা লাক'স। শুধু সরাইখানা বললে মানায় না, দোকান আর ফার্ম-হাউসও বলা উচিত লাক'সকে। সেখানে পৌঁছাল জন। মালিকের সঙ্গে পরিচয় আছে ওর। লোকটা সহৃদয়। সৎ মানুষ হিসাবে খ্যাতি আছে।

সরাইখানার বোর্ডাররা বিভিন্ন জাতের। কেউ ব্যবসার প্রয়োজনে, আবার কেউ জনের মতো প্রিয়জনকে-খোঁজার-জন্য বেরিয়েছে বাইরে। ক্ষণেকের জন্য থেমেছে লাক'স-এ। যার-যার কাজে ব্যস্ত সবাই, জন ইংরেজ না বোয়া সেটা নিয়ে ঘামানোর মতো মাথা দেখা গেল না একটাও। বেশিরভাগ বোর্ডারের চেহারায় একটা নিরাসক্ত ভাব। যেন কারও সাতে-পাঁচে নেই। কেউ কেউ কথা বলছে ব্রঙ্কার্স স্প্রুইটের ঘটনাটা নিয়ে।

গলা ভেজাতে বসেছে জন, একজন এগিয়ে এল ওর দিকে।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'প্রিটোরিয়ায় যেতে চাও?' মেয়েদের মতো সুরেলা গলায় জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'স্রেফ মারা পড়বে। বোয়ারাদের হাতে ধরা পড়বে নিশ্চিত। আর ধরামাত্রই ওরা তোমাকে গুলি করে মারবে।'

'আমার এক···আত্মীয়া আছে ওখানে,' জেসকে আত্মীয়া না-বলে কী বলা উচিত ভেবে পেল না জন। 'আমি না-গেলে মেয়েটা আটকা পড়ে যাবে।'

'আটকা পড়তে দাও। মেয়েটা তো আর খুকি নয়। নিজের দেখ্ভাল্ নিজেই করতে পারবে। শুনছ না সবাই "চাচা আপন পরাণ বাঁচা" বলছে? নিজের ভালো চাইলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। পরোপকারের ভূত নামাও ঘাড় থেকে।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। 'প্রয়োজনে আমি মরে ভূত হতে রাজি আছি, কিন্তু ওই ভূতটাকে ঘাড় থেকে নামাতে চাই না আপাতত।'

নিজেকে মাঝেমধ্যে বুলডগের মতো মনে হয় জনের। একরোখা—যা-করার সিদ্ধান্ত নেয়, করেই। কীভাবে করবে, কত সময় লাগবে, আদৌ পারবে কি না—এত শত ভাবে না। শুধু জানে করতে হবে কাজটা, শারীরিকভাবে অক্ষম বা অসমর্থ না-হলে লেগে থাকে সেটার পিছনে। ঠিক এ-কারণেই জীবনে অনেক কাজে সাফল্য পেয়েছে সে।

পরদিন ভোর তিনটার কিছু আগেই বিছানা ছাড়ল সে। হাতমুখ ধুয়ে ঘুম থেকে জাগাল মউটিকে। প্রস্তুত হতে বলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল ওরা দু'জন। সরাইখানার বিল চুকিয়েছে গতরাতেই।

রাস্তা পুরো ফাঁকা। মানুষ তো দূরের কথা, একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। মউটির চাবুকের বাড়ি খেয়ে পঙ্খিরাজের মতো ছুট লাগাল ঘোড়া-চারটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# তেরো

ডালের ছোট্ট শহর স্ট্যান্ডার্টনে সকাল এগারোটার দিকে পৌঁছাল ওরা। এখানেও লোকজন ব্রঙ্কার্স স্প্রুইটের ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে। আগন্তুক বলে জনের কার্টের দিকে এগিয়ে এল অনেকেই। জন কে, কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে–একের পর এক প্রশ্ন করে জেনে নিল উত্তরগুলো।

'তোমার মাথা খারাপ,' সরাসরি বলে বসল একজন। 'ধড়ে মুণ্ডু নিয়ে ঢুকতে পারবে না প্রিটোরিয়ায়।'

'আরে প্রিটোরিয়া তো দূরের কথা,' বলল আরেকজন, 'হাইডেলবার্গ পার হতে পারে কি না তাতেই সন্দেহ আছে আমার। প্রিটোরিয়া থেকে ষাট মাইল দূরে শহরটা। আর ওখানেই ঘাঁটি গেড়েছে তিন বোয়া সর্দার–ক্রুগার, প্রিটোরিয়াস আর জাউবার্ট। স্বাধীনতার ডাক দিয়েছে ওরাই।'

এবার মুখ খুলল অন্য কেউ, 'প্রিটোরিয়ায় বিশপও তো গেছে এই পথে। এই কয়েক ঘণ্টা আগে। টাটকা খবর আছে আমার কাছে–ওকে ধরতে পারেনি তালকানা বোয়ারা,' বলে জনের কার্টের ঘোড়া-চারটা দেখল। 'আগন্তুকের ঘোড়াগুলো দেখেছ? কেমন তেজী আর শক্তিশালী? জোরে ছুটালে বিশপকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে লোকটা।'

শুনে আর দেরি করল না মউটি। প্রাণপণে চাবুক কষাল ঘোড়াগুলোর পিঠে। বাড়ি খেয়ে ঘোড়াগুলো ছুট লাগাল তীব্র গতিতে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। ছুটছে জন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশপের দেখা পায়নি।

স্ট্যান্ডার্টন থেকে মাইল চল্লিশেক আসার পর রাস্তার ধারে একটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। মউটিকে থামতে বলল। ওয়্যাগনের চালকের কাছ থেকে খোঁজ-খবর পাওয়া যাবে আশা করে নামল কার্ট ছেড়ে। এগিয়ে গেল ওয়্যাগনটার দিকে।

কাছে গিয়ে একনজর দেখেই বুঝল, ওয়্যাগনটা পরিত্যক্ত। ডাকাতদের খপ্পরে পড়েছিল সেটা, কাঠ বাদে আর প্রায় সব কিছুই নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। ঘোড়াগুলোও উধাও। ভিতরে পড়ে আছে মধ্যবয়স্ক এক পুরুষ। কপালে বুলেটের একটা ফুটো।

এ-অঞ্চলে ডাকাতির কথা শোনা যায় না সচরাচর। কাজটা কাদের বুঝতে বাকি রইল না জনের। বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ক্রশ করল একবার, বিড় বিড় করে প্রার্থনা করল লোকটার জন্য।

তারপর আবার চড়ল কার্টে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটানা চলল। গোধূলি শেষে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে কার্ট থামাতে বলল সে। সঙ্গে আনা বিচালি খেতে দিল ঘোড়াগুলোকে। তারপর বসল একটা ঢিবির উপর। আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

চারদিকে সুনসান নীরবতা। সামনে-পিছনে মাইলের পর মাইল উন্মুক্ত প্রান্তর। পশ্চিমাকাশ লাল এখনও। সারাদিনের ভ্যাপসা গরমের পর মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। শরীর জুড়িয়ে গেল জনের। নাম-না-জানা একদল নিশাচর পাখি হাজির হলো একটু পর। "কা-কা-রা, কা-কা-রা" শব্দে মুখরিত করে তুলল বিরান হাইডেলবার্গ রোড।

এমন সময় হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল। কেন যেন চারদিক স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অন্ধকার বলে মনে হলো জনের। একটু পর ফিকে হতে লাগল আঁধার। আলোর একটা আঁকাবাঁকা রেখা দেখা দিল হঠাৎ করে। কী ব্যাপার? আশ্চর্য হলো জন। ভোর হয়ে গেল এত তাড়াতাড়ি? ঘোলাটে দৃষ্টি পরিষ্কার করতে মাথা ঝাঁকাল সে। ঠিক তক্ষুণি জেসকে দেখতে পেল দূরে। হেঁটে আসছে। সোজা এদিকেই।

হাঁ হয়ে গেল জন। জেস এল কোত্থেকে? জন ভাবল, পাগল হয়ে গেছে সে। কিন্তু...ওই তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জেসকে। হাসছে মেয়েটা! হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে কেন জেস? খুঁজছে কাউকে? কাকে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার আঁধার হলো চারদিক। জেসের হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল। হাইডেলবার্গ রোডে এখন আওয়াজ বলতে "কা-কা-রা, কা-কা-রা"। নাম-না-জানা নিশাচর পাখিগুলো ডাকছে ঘাসের আড়াল থেকে। জেস কোথায়?

মেয়েটার খোঁজে চারদিকে তাকাল জন। নিকষ-কালো আঁধারের ঢালে প্রতিহত হলো ওর দৃষ্টির তীর। জেস তো দূরের কথা, অবিরাম ডেকে চলা পাখিগুলোর একটাকেও দেখতে পেল না সে।

হাইডেলবার্গ রোডের এককোনায় একা বসে ঘনায়মান রাতের কোনও এক বিষণ্ন মুহূর্তে জীবনের একটা চরম সত্য আবিষ্কার করল জন।

বেসি, যার সঙ্গে ওর এনগেইজমেন্ট হবে আর কয়েকদিন পর, ওর ভালোলাগা; আর জেস, যে নেই দৃষ্টির সীমানায়, ওর ভালোবাসা।

বিড় বিড় করে ডাকল সে, 'জেস, জেস!'

সাড়া দিল না কেউ।

আকাশ আলোকিত করে চাঁদ উঠল একসময়। দু'চোখের অশ্রু মুছে উঠে দাঁড়াল জন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই খাওয়া হয়ে গেছে ঘোড়াগুলোর। আবার রওয়ানা হতে হবে।

রাত এগারোটার দিকে হাইডেলবার্গের আলো দেখতে পেল জন। ঘোড়াগুলোর গতি কমাতে বলল সে। মুইফন্টেইন থেকে রওয়ানা হওয়ার পর বলতে গেলে কিছুই ঘটেনি, কিন্তু এবার ঝুঁকি নিতেই হবে। যেভাবেই হোক ঢুকে পড়তে হবে শহরটায়।

মউটিকে সরিয়ে দিয়ে চালকের আসনে বসল সে। ঘোড়াগুলোর গতি অনেক কমিয়ে আনল। এখন হাঁটছে জন্তুগুলো। কাঁচা রাস্তায় ওগুলোর ক্ষুরের আওয়াজ শোনাই যাচ্ছে না প্রায়।

একটা ঝরনা পার হওয়ার পর থেমে দাঁড়াতে বাধ্য হলো সে। বেশ কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে আরেকটা কার্ট, থেমে আছে। সেটা ঘিরে আছে একদল লোক। একজোড়া জ্বলন্ত লণ্ঠনও দেখা যাচ্ছে। কার্টটা হয়তো বিশপের, অনুমান করল জন, বোয়াদের হাতে ধরা পড়েছেন ভদ্রলোক।

www.BanglaBook.org

কী করা উচিত বুঝতে পারছে না জন। ফিরে যাবে? কিন্তু যাবে কোথায়? হাইডেলবার্গ রোড ধরে দিনের পর দিন ছুটাছুটি করতে পারে না সে। তা ছাড়া ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত। সকাল থেকে প্রায় কিছুই খায়নি সে আর মউটি। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জন। রাশ টেনে থামিয়েছিল ঘোড়াগুলোকে, পিঠের উপর লাগাম দিয়ে আলতো আঘাত করে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

কিছুদূর যেতে-না-যেতেই চেঁচাল কে যেন, 'থামো! কে তুমি?'

অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। শুকিয়ে গেল জনের গলা। কোনরকমে বলল, 'বন্ধু।'

'কার্ট থামাও। খবরদার নড়বে না।'

ধাতব আওয়াজ শোনা গেল, সেই সঙ্গে চকচক করে উঠল কী যেন। রাইফেল—বুঝতে বাকি রইল না জনের। তার মানে শহর পাহারার দায়িত্বে থাকা সেন্ট্রি থামিয়েছে ওকে। এখন গেছে আরেক সেন্ট্রির সঙ্গে কথা বলতে। মনে মনে প্রমাদ গুনল জন।

মিনিটখানেক পর সেন্ট্রি দু'জন একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে। দু'জনই হাই তুলছে বড় করে। কিন্তু ওদের চোখগুলো ঘুমে নয়, নেশায় ঢুলুঢুলু। ইচ্ছেমতো গিলেছে, বুঝল জন।

'কে তুমি?' জানতে চাইল নতুন সেন্ট্রি। 'চেহারা দেখে তো মনে হয় ইংরেজ।'

'আমি একজন ধর্মযাজক, স্যার,' বিনীত কণ্ঠে বলল জন। 'বিশপের সঙ্গে এসেছি। পথে ক্লান্ত হয়ে পড়ে আমার ঘোড়াগুলো, তাই আসতে একটু দেরি হয়ে গেল।' যতদূর সম্ভব শান্ত, ধীর স্থিরভাবে বলার চেষ্টা করল সে, যাজকরা যেভাবে বলেন।

'ধর্মযাজক?' জনকে আপাদমস্তক দেখল প্রথম সেন্ট্রি। মুখ বন্ধ করে কাছে এগিয়ে আসছে, মদের দুর্গন্ধ ছড়াতে চায় না।

জনের পরনে কালো রঙের কোট। মাথায় কালো ফেল্ট হ্যাট, যাজকদের মতো। এই হ্যাটটাই ফুটো হয়েছিল মুলারের গুলিতে। তবে অন্ধকারের জন্যই হোক, বা মদের কারণেই হোক, ফুটোটা দেখতে পেল না সেন্ট্রি দু'জন।

'হুঁ!' দূরে সরে গিয়ে বলল সেন্ট্রিটা। 'যাজক বলেই মনে হচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যান,' সঙ্গের সেন্ট্রির নাম ধরে ডাকল সে, 'আঙ্কেল ক্রুগারের দেয়া পাসে কী লেখা ছিল? ক'টা কার্টকে হাইডেলবার্গে ঢুকতে অনুমতি দিয়েছেন তিনি? একটা না দুটো?'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল জ্যান। 'পাস? পাস দিয়েছিলেন নাকি আঙ্কেল ক্রুগার?' প্রশ্নটা বোকার মতো হয়ে গেল বুঝে আবার বলল, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটা। একটা কার্টকে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন তিনি।'

'নাহ্,' মাথা চুলকাল প্রথম সেন্ট্রি। 'দুটো মনে হয়। নইলে এই যাজক রাত-দুপুরে হাজির হবে কী কাজে? তুই শালা এত গিলেছিস যে পাসের কথাই মনে নেই।'

'আমি একা গিলেছি? তুই গিলিস্নি? চল্ এক কাজ করি। আঙ্কেল ক্রুগারকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।'

'তোর মাথাটা বোধ হয় পুরোপুরি গেছে। আঙ্কেল ক্রুগার এতক্ষণে ঘুমে কাদা হয়ে গেছেন। এই অবস্থায় গিয়ে যদি জিজ্ঞেস করি পাসে ক'টা কার্ট যেতে দেয়ার অনুমতি ছিল, জুতো দিয়ে পিটিয়ে আমাদের সেন্ট্রিগিরি বের করবেন তিনি।...না বাবা, তাঁকে কাঁচা ঘুম থেকে ডেকে তোলার সাহস আমার নেই। পারলে তুই যা।'

'আমার একা যেতে ঠেকা পড়েছে! তারচেয়ে এক কাজ করি চল্। আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আটকে রাখি এই যাজককে। দেখছিস্ না ব্যাটা ইংরেজ? কথা-বার্তায় ইংরেজদের মতো টান।'

'যিশুর অনুসারীরা!' সুযোগ বুঝে ভান করতে লাগল জন; কণ্ঠ আগের মতোই শান্ত, ধীর। 'আমি ইংরেজ বা বোয়া যা-ই হই না কেন, একজন যাজক। হয়তো আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে মুমূর্ষুরা। শেষবারের মতো ক্ষমা চাইবে ঈশ্বরের কাছে। আমাকে আটকে রেখে মুমূর্ষু লোকগুলোর পাপ নিজেদের কাঁধে নিতে চাও?'

উত্তর দিল না সেন্ট্রি দু'জন। মুখ শুকিয়ে গেছে দু'জনেরই।

'এই পাপের মার্জনা নেই। নরকে অনন্তকাল জ্বলতে হবে তোমাদের, মনে রেখো।'

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াল সেন্ট্রি দু'জন। মুখে কিছু



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলছে না, কিন্তু ঘোর লাগা চোখের ভাষায় চলে যাওয়ার নিবেদন। আগে বাড়ল জন।

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চল থাকার কারণে ক্লান্তি জুড়িয়েছে জনের ঘোড়া-চারটার, সুতরাং তীব্র গতিতে ছুট লাগাল ওগুলো। ইতিমধ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন বিশপ, তাঁকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করে গেল জন।

চলতে চলতে পথের এদিক-ওদিক তাকাল সে। হাইডেলবার্গ এখন বোয়াদের ঘাঁটি। রাস্তার এখানে-সেখানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য ওয়্যাগন। ভিতরে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে বোয়ারা। বেশিরভাগ ওয়্যাগনে আটকে দেওয়া হয়েছে ট্রান্সভালের পতাকা। রাতের মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে সেগুলো।

মাইল দুয়েক যাওয়ার পর আবার থামানো হলো ওকে। এবারও একই কথা বলল জন। নতুন সেন্ট্রি পাসের ব্যাপারে কিছু জানে না, তাই বোকার মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জনের দিকে। তারপর লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল কার্টের দিকে। ভিতরে কে আছে দেখতে চায়। টুকটাক জিনিসপত্র, জনের সুটকেস, আর বিচালি দেখতে পেয়ে আগ্রহ হারাল লোকটা। মউটিকে দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ছেলেটা কে? আপনার সঙ্গে যাচ্ছে কেন?'

সত্যি বলল জন, 'আমার চাকর। ফাই-ফরমাশ খাটে।'

আর কিছু জানার আগ্রহ বোধ করল না সেন্ট্রি। ছেড়ে দিল জনকে। জন বেশ কিছুদূর চলে যাওয়ার পর নিজের ওয়্যাগনে গিয়ে ঢুকল সে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল একটু পরই। বিশপের কার্ট যাওয়ার আওয়াজটা ওর কানে গেল না।

রাত দুটোর দিকে হাইডেলবার্গ ছাড়িয়ে পনেরো মাইল দূরে চলে এল জন। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। এবার ওগুলোকে বিশ্রাম না-দিলেই নয়। একটা ঝরনা দেখতে পেয়ে থামল জন। ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিল সে। ঝরনার পানি খেয়ে তৃষ্ণা মিটাল জন্তুগুলো। তারপর ওগুলোকে বিচালি খেতে দিল জন। সঙ্গে আনা খাবার মউটির সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেল এরপর।

সকাল এগারোটার দিকে প্রিটোরিয়া থেকে বিশ মাইল দূরের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা সরাইখানার সামনে থামল ওরা। সরাইখানাটার নাম ফার্গুসন্স। এখন পরিত্যক্ত–একজন মানুষও নেই ভিতরে। প্রাণী বলতে একজোড়া বিড়াল, আর একটা কুকুরের দেখা পাওয়া গেল।

ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে আবার পথ চলতে আরম্ভ করল জন। কোনও ঘটনা ছাড়াই পৌঁছে গেল প্রিটোরিয়ার মাইল চারেকের মধ্যে। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর হাজির হলো একটা খাড়া ঢালের সামনে। চারদিক নুড়িপাথরে ভরা। বেশ কয়েকজন বোয়া সৈন্যকে দেখা যাচ্ছে ছয়শো গজ দূরে।

জন জানে প্রিটোরিয়া অবরোধ করে রেখেছে বোয়ারা। মাঝেমধ্যে খণ্ড লড়াই হচ্ছে বোয়া বনাম ইংরেজদের। বিপদ টের পেল জন। যাজকের ফাঁকা-বুলিতে ভোলানো যাবে না ওই সৈন্যগুলোকে। এই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাওয়া আর বাঘের গুহায় ঢোকা সমান কথা।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। প্রিটোরিয়ায় ঢোকার আরও পথ আছে। যে-কোনও একটা দিয়ে ঢুকে পড়তে হবে। প্রয়োজনে পার হবে পাহাড়-জঙ্গল-নদী-নালা, প্রিটোরিয়ায় ঢুকতেই হবে ওকে। দেখা করতেই হবে জেসের সঙ্গে।

জনকে ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে দেখে যা-বোঝার বুঝে নিল সৈন্যের দল। রাইফেল তুলে গুলি চালাল। পর পর দু'বার।

ছয়শো গজ দূর থেকে গুলি লাগানো খুব কঠিন কাজ। এজন্যই জনকে ঘায়েল করতে পারল না ওরা। প্রথম গুলিটা জনের মাথার তিন ফুট উপর দিয়ে বের হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলিটা বেরিয়ে গেল একটা ঘোড়ার পেট ঘেঁষে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল জন্তুটা।

আরও দ্রুত না-ছুটলে সহজ টার্গেটে পরিণত হতে হবে বুঝে ঘোড়াগুলোর পিঠে চাবুক কষাল জন। কয়েক মুহূর্ত পরেই কার্টটা নেমে গেল ঢাল বেয়ে।

প্রিটোরিয়ায় ঢোকার প্রতিটা রাস্তা দখল করে রেখেছে বোয়া সৈন্যরা। বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হলো জনকে। বোয়ারা দেখামাত্রই গুলি চালাল ওর উপর। উপায় না-দেখে একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল সে। সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সেখানেই। গোধূলির আলো মিলিয়ে যাওয়ার পর প্রায় পাঁচ মাইল ঘুরে আরেকটা সরু পথে উঠল সে।

www.BanglaBook.org

কপাল খারাপ, এ-পথেও পাহারা বসিয়েছে বোয়ারা। আবার জঙ্গলে ঢুকতে হলো জনকে। আরও অনেকদূর ঘুরল। খানাখন্দ, ঝোপঝাড় পেরিয়ে মূল প্রিটোরিয়া শহর থেকে সাত মাইল দূরে থামল সে। ভাবল, সামনে আবার বাধা পেলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে হবে এই জঙ্গলে।

তবে ভাগ্য ভালো থাকায় বাধা পেল না জন। উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ছাড়াই প্রিটোরিয়ার উপকণ্ঠে হাজির হতে পারল সে। চলতি পথে এদিক-ওদিক তাকিয়ে যতটুকু পারে দেখে নিল।

চারদিকে গাছ-গাছালি, মাঝেমধ্যে একটা-দুটো বাড়ি। একটা জেলখানা দেখা যাচ্ছে দূরে। সঙ্গে সেনাছাউনি। সেখানে শত শত ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। জন বুঝল, শহরের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে সেনাছাউনিতে। লোকগুলো বোয়া হলে কাজটা করত না, বুঝে নিয়ে সেনাছাউনিটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

ছাউনির কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্রই একদল লোক ঘিরে ধরল ওকে। সবার হাতে রাইফেল।

'কে তুমি?' খাঁটি ইংরেজিতে, ব্রিটিশ উচ্চারণে জিজ্ঞেস করল একজন।

'একজন ইংরেজ। এবং তোমাদের বন্ধু,' একই ভাষায়, একই ভঙ্গিতে জবাব দিল জন।

## চোদ্দ

প্রিটোরিয়ায় খুব একটা সুখে কাটছিল না জেসের দিন।

বোনের জন্য নিজের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়েছে সে। চলে এসেছে মুইফন্টেইন ছেড়ে। ভেবেছিল ধীরে ধীরে ভুল যাবে জনকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু সম্ভব হয়নি সেটা। একটা একটা করে দিন গড়িয়েছে, আর জন আরও বেশি করে দখল করেছে ওর হৃদয়-রাজ্য। আরও বেশি কষ্ট, আরও বেশি দুঃখ পেয়েছে বেচারি জেস।

অকর্মার মতো হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে ঘাতক আবেগ যখন-তখন আক্রমণ করে, তাই খুঁজে খুঁজে কাজ বের করে সে। ঘোড়ায় চড়া, ঘুরাঘুরি করা, কারণে-অকারণে পার্টিতে যাওয়া–কত কিছুই না করেছে! কিন্তু লাভের খাতায় পেয়েছে শূন্য। "জন" নামটা কিছুতেই মুছে ফেলতে পারেনি স্মৃতি থেকে।

দূরে থেকেও লাভ হচ্ছে না বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয় মেয়েটা, ফিরে যাবে মুইফন্টেইনে। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে অনেক। খারাপ হয়েছে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা। ডিসেম্বরের আঠারো তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বোয়ারা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। রুইবাটযিদের দেখামাত্র গুলি করে মারছে এখন।

আবেগের আক্রমণে ক্ষত মনে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগাতে এত ব্যস্ত ছিল জেস যে, এসব খবর ঠিক সময়ে পায়নি। সেকারণে অনেকের মতো আটকা পড়ে গেল প্রিটোরিয়ায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলা, স্মৃতিচারণ করা, আর কখনও কখনও মনের ভুলে ফিসফিস করে জনকে ডাক দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই ওর।

একদিন শুনল সে, শহরের লোকজন পালাতে চাইছে। শহরে থাকলে নাকি মরতে হবে। আশ্রয় নেওয়ার জায়গা আপাতত একটাই–শহরের বাইরের এক সেনাছাউনি। দিন দুয়েক পর ব্রঙ্কার্স স্প্রুইটের ঘটনাটা কানে এল জেসের।

বেশ কয়েকবার বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হলো শহরে, শহরের বাইরে। মার্শাল ল' জারি করা হলো প্রিটোরিয়ায়। সেনাছাউনিতে চলে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হলো শহরবাসীদের।

কে আসেনি এই ছাউনিতে? ছেলে-বুড়ো, সুস্থ-অসুস্থ, নারী-শিশু–সবাই এখানে জড়ো হয়েছে প্রাণের মায়ায়। কেউ থাকে খোলা আকাশের নীচে, কেউ তাঁবুর ভিতরে। কেউ গুটিসুটি মেরে ঢুকে যায় ওয়্যাগনের নীচে। গ্রীষ্মের চামড়া-পোড়ানো রোদ সয়ে গেছে সবারই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাসে দুয়েকটা দিন বৃষ্টি হয়, সেই বৃষ্টিতে শখ করে ভেজে উদ্বাস্তু লোকগুলো।

জেস আছে একটা ওয়্যাগনে, ওর বান্ধবী জেন নেভিলের সঙ্গে। জেনের মা-ও আছেন। বনেদি পরিবার বলে বাইরে থাকতে লজ্জা করে ওদের। খুব কষ্টে আছে তিনজন। রাতে শোয়ার সময় জায়গা হয় না। ঠাসাঠাসি করে ঘুমাতে হয়। খাবার নিয়েও টানাটানি। তারপরও শুধুমাত্র ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলছে না জেন বা ওর মা। নিজেকে খুব ছোট মনে হয় জেসের। অথচ করার কিছু নেই, কোথাও যাওয়া যাবে না। এই ছাউনি ছেড়ে বেরুনো মানে মৃত্যু।

আগে মেইল-কার্ট চলত নিয়মিত, এখন আসে সপ্তাহে বেশি হলে দু'বার। কোনও কোনও সপ্তাহে আসে না। ড্রাইভার জানে প্রিটোরিয়ায় গিয়ে লাভ নেই। তাই চিঠির বস্তা নিয়ে নেমে পড়ে ছাউনির সামনে। চিঠি বিলির সময় একাধিক রাইফেলের নল অনুসরণ করে ওকে। রাইফেলধারীরা বিশ্বাস করতে চায় না লোকটাকে। লোকটাও তাই ভয় পায়, আসে না নিয়মিত।

একদিন দুপুর তিনটার সময় বাইরে চিৎকার করতে শোনা গেল লোকটাকে, 'মিস জেস ক্রফট! মিস জেস ক্রফট! জেস ক্রফট নামের কেউ আছেন?'

তাড়াহুড়ো করে ওয়্যাগন ছেড়ে বেরিয়ে এল জেস। গিয়ে দাঁড়াল পোস্টম্যানের সামনে। বলল, 'আমিই জেস ক্রফট। চিঠি আছে আমার জন্যে?'

বেসির লেখা চিঠিটা নিয়ে একটা মিমোসা গাছের তলায় গিয়ে বসল সে। জায়গাটা নির্জন। খাম ছিঁড়ে পড়তে আরম্ভ করল।

পড়া শেষ হলে অশ্রুতে ভরে গেল ওর দু'চোখ। গাল বেয়ে নেমে আসা পানি মুছতে মুছতে ভাবল সে, জন শেষ পর্যন্ত মজেছে বেসির রূপে! হয়তো সত্যিই একে-অপরকে ভালোবাসে ওরা, হয়তো সুখী হবে দাম্পত্য জীবনে। আমার তো খুশি হওয়া উচিত! ভালো স্বামী পেতে যাচ্ছে ছোট বোনটা, মাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পেরেছি আমি···কিন্তু বুকের ভিতরে এমন মোচড় খাচ্ছে কেন? ঈর্ষা? নাকি না-পাওয়ার বেদনা?

www.BanglaBook.org

জানে না জেস। জানতে চায় না। যুদ্ধ, কোলাহল, শান্তি, নৈঃশব্দ্য, প্রিটোরিয়া, মুইফন্টেইন, গান, ছবি আঁকা,…এই মিমোসা গাছটা…সব কিছু অর্থহীন মনে হয় ওর কাছে। হাতে ধরা চিঠিটাও। চরম আলস্যে, একটু একটু করে ডান হাতের আঙুলগুলো আলগা করে সে। চিঠিটা খসে পড়ে মাটিতে। দুপুরের গরম, তেজী বাতাস খেলা করে সেটাকে নিয়ে। উড়িয়ে নিয়ে যায় কিছুটা দূরে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানেই রাখে। তারপর আরও দূরে নেয়। আরও। অনেক দূরের একটা ঝোপে আটকে যায় সাদা কাগজের চিঠিটা। আটকেই থাকে।

জেসের মনে হয় ঝোপটা কারও বুক, চিঠিটা বুলেট।

কী করা উচিত আমার? হতাশ হয়ে ভাবল সে। জীবনসঙ্গী হিসাবে কাউকে খুঁজে নেবো? বিয়ে করবো লোকটাকে, একগাদা সন্তান হবে আমাদের। ওদের যত্ন-আত্তি করতে গিয়ে আমার হাড় কালো হবে।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে। তারচেয়ে বরং ইউরোপে চলে যাওয়াই ভালো। কোনও-না-কোনও কাজ জুটে যাবেই। তারপর উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খলতায় ভেসে যাবো না-মরা পর্যন্ত…

মরণ? বোয়ারা এত ইংরেজকে গুলি করে মারছে, একটা বুলেট কি আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে পারে না? তা হলে আর কোথাও যেতে হতো না। হায়, যদি জনের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই মরতাম আমি!

আরও কিছুক্ষণ বসে রইল জেস। আকাশ-পাতাল ভাবল। তারপর একসময় বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। ফিরে গেল ওয়্যাগনের কাছে।

কিছুই ভালো লাগছে না ওর। লাঞ্চ সারা হয়নি এখনও। চিঠিটা পড়ার পর মরে গেছে খিদে। উদ্ভ্রান্তের মতো এদিক-সেদিক তাকাল সে। একটু পর হাঁটা ধরল হাইডেলবার্গ রোডের উদ্দেশে।

দশ মিনিট হাঁটার পর গতি কমাতে বাধ্য হলো জেস। সামনে একটা কার্ট দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল। খুব পরিচিত মনে হচ্ছে কার্টটা। চারটা ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হয়েছে কার্টের সামনে, একটার পেট ছড়ে গেছে। কালো হয়ে রক্ত জমে আছে ক্ষতস্থানে। আশ্চর্য হলো জেস।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোড়া-চারটাও খুব চেনা মনে হচ্ছে!

হঠাৎ বজ্রাহতের মতো চমকে উঠল সে। ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর, বুকের ভিতর। পরমুহূর্তেই পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো শক্তিহীন হলো সে।

মউটিকে সঙ্গে করে কার্টের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ওর প্রেম–ক্যাপ্টেন জন নেইল।

আনন্দ, বেদনা, বিস্ময়, হতাশা এবং ক্রোধ–সবগুলো আবেগ একসঙ্গে হামলে পড়ল মেয়েটার উপর। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়েই রইল সে।

ওদিকে ক্লান্ত জন ভাবছে, এত লোকের মধ্যে কোথায় খুঁজবে জেসকে। গত রাতে এখানে এসেছে সে। খুব ক্লান্ত ছিল, সামান্য কিছু খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। টানা ঘুম দিয়ে আজ সকাল এগারোটার সময় উঠেছে। নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়েছে মউটিকে সঙ্গে নিয়ে। অনেক জায়গায় ঘুরেছে, কিন্তু পায়নি জেসকে। দুপুরের সূর্যটা আগুন ছড়াতে শুরু করায় ফিরতে বাধ্য হয়েছে ওয়্যাগনে। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নিয়ে এইমাত্র বের হলো আবার।

জেসকে কোথায় খুঁজবে, ভাবতে ভাবতে চোখ তুলে তাকাল জন। পনেরো ফিট দূরে মেয়েটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে যার-পর-নাই আশ্চর্যান্বিত হলো সে। তারপর কেঁপে উঠল ওর আপাদমস্তক, বিকালের তপ্ত বাতাসটাকে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা মনে হলো। মিনিট দুয়েক পর নিজেকে সামলে নিল সে। দু'চোখে অশ্রু নিয়ে দাঁত বের করে হাসল। এগিয়ে গেল জেসের দিকে।

দু'কদম গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। ভাবল; স্বপ্ন দেখছি না তো? আবার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে আমার? চোখ রগড়াল দু'হাতে, নিজের গালে নিজেই চড় মারল। নাহ্, ওই তো দাঁড়িয়ে আছে জেস। ওরই মতো চোখে পানি, আর মুখে হাসি নিয়ে। আগেরবারের মতো মিলিয়ে যায়নি।

অনিশ্চিত পদক্ষেপে মেয়েটার দিকে এগিয়ে গেল জন। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল, 'কেমন আছ, জেস?' মিস জেস সম্ভাষণটা ভুলে গেছে সে। 'শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম তোমাকে!'

'কেন এলে?' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল জেস। প্রশ্নটা শুনে জনকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঁ হয়ে যেতে দেখে আবার জিজ্ঞেস করল, 'বেসি আর চাচাকে একা রেখে কেন এলে?'

'আমি...এসেছি...কারণ,' সত্যি কথাটা প্রায় এসে গিয়েছিল জিভের আগায়, খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কারের ছলে সেটা চেপে রাখল জন, 'কারণ...তোমাকে নিতে পাঠানো হয়েছে আমাকে। তোমাকে নিয়ে যাবো আমি, মুইফন্টেইনে। বোয়ারা প্রিটোরিয়া দখল করার আগেই।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,' কপট রাগ দেখাল জেস। 'জ্যান্ত আসতে পেরেছ, সেজন্য হাজারবার ধন্যবাদ দাও ঈশ্বরকে। কিন্তু ফিরে যাবার কথা চিন্তাও কোরো না। স্রেফ মারা পড়বে।...আমরা দু'জনই আটকা পড়লাম এখানে।'

'ভালো হয়েছে,' এবার মনের কথাটা বলেই ফেলল জন।

অবাক হয়ে জনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জেস। কেন ভালো হয়েছে জিজ্ঞেস করল না। জানতে চাইল, 'চাচা আর বেসির কী খবর?'

'ভালো।'

'এলে কী করে? শুনেছি ইংরেজদের দেখামাত্র গুলি করছে বোয়ারা।'

মুইফন্টেইন থেকে রওয়ানা হওয়ার পর যা-যা ঘটেছে খুলে বলল জন। শুনতে শুনতে উদাস হয়ে গেল জেস। জনের বলা শেষ হলে বলল সে, 'আমার জন্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তবে এখন আটকা পড়ে থাকতে হবে আমাদেরকে, ব্যাপারটা ভালো হলো না।' প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'তোমার সঙ্গে বেসির এনগেইজমেন্ট হচ্ছে—জেনে খুব ভালো লাগল।'

'চিঠিটা তা হলে পেয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ,' ঠোঁট উল্টাল জেস। 'এই কিছুক্ষণ আগে পেলাম।...তোমার ভাগ্য খুব ভালো। বেসির মতো একটা মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেতে যাচ্ছ। দেখো, তোমাকে একেবারে আগলে রাখবে সে।'

কিছু বলল না জন।

আবারও প্রসঙ্গ পাল্টাল জেস, 'কিছু খেয়েছ দুপুরে?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন।

'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে তোমার আর মউটির? খাবারের ব্যবস্থাও করতে হবে। আমিও দুপুরে খাইনি।'

'এখনও খাওনি?' আশ্চর্য না-হয়ে পারল না জন।

'না,' হাসল জেস। 'খাওয়াটা হয়তো তোমাদের সঙ্গে লেখা ছিল কপালে।'

আগের জায়গা থেকে সরিয়ে এনে মিসেস নেভিলের ওয়্যাগনের কাছে কার্টটা রাখল জন। জেসের সঙ্গে জনকে দেখে এগিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা। তাঁর সঙ্গে জনের পরিচয় করিয়ে দিল জেস।

'হায় ঈশ্বর! তুমিই ক্যাপ্টেন নেইল! তোমার কথা বলেছে জেস। প্রিটোরিয়ায় ঢুকলে কী করে?'

কী করে ঢুকল বলল জন।

বুকে ক্রশ করলেন মিসেস নেভিল। 'সাহস আছে বটে তোমার।'

'জেসকে নিয়ে মুইফন্টেইন ফিরে যেতে চাই আমি।'

'মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও ওই চিন্তা। প্রিটোরিয়ায় এসেছ, কিন্তু যেতে পারবে না প্রিটোরিয়া ছেড়ে। ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাবে ভাবছ? কোনও লাভ হবে না। আগেরবার তোমাকে দেখামাত্র গুলি করেছে সৈন্যরা। স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ। কিন্তু জেসকে নিয়ে রওনা হওয়ার পর যদি ভাগ্য অতটা সহায় না হয়? মনে করো গুলি খেয়ে মারা গেছ তুমি আর জেসকে ধরেছে বোয়া সৈন্যরা। তারপর কী হতে পারে ভেবে দেখো একবার।'

চুপ করে রইল জন। জেসকে নিয়ে ফেরার ইচ্ছেটা ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেছে।

'একটা কথা বলবো?' অনুমতি প্রার্থনার সুরে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস নেভিল।

'বলুন,' আগ্রহ দেখাল জন।

'জেস যদি রাতে তোমার কার্টে থাকত, তা হলে ঘুমানোর সময় কষ্ট হতো না আমাদের। বুঝতেই পারছ, তিনজন মানুষ ঠাসাঠাসি করে ঘুমাই ছোট ওয়্যাগনটাতে। কষ্ট হয় খুব।'

'ঠিক আছে,' এক বাক্যে মেনে নিল জন। 'আমি না-হয় কোনও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা তাঁবুতে রাত কাটানোর ব্যবস্থা করে নেবো। মউটিও থাকবে আমার সঙ্গে।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা দোলালেন মিসেস নেভিল। 'গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছ, ক্যাপ্টেন নেইল?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন।

'চাইলে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে পারো। এই পাঁচ মিনিট আগেও দেখলাম নিজের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।'

'হ্যাঁ, গভর্নরের সঙ্গে দেখা করা উচিত তোমার,' বলল জেস। 'মউটি আর আমি মিলে ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করছি, তুমি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে এসো চটপট। ততক্ষণে খাবারও তৈরি করে ফেলতে পারবো।'

আধ ঘণ্টা পর ফিরে এল জন। দেখল, বিফস্টেক ফ্রাই করছে জেস। টেবিলও পেতেছে ওয়্যাগনের একধারে। সঙ্গে টুল আছে দুটো। হাসল জন। মউটিকে নিয়ে খেতে বসে গেল জেসের সঙ্গে।

## পনেরো

সেনা-ছাউনির একঘেয়ে জীবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদেরকে মানিয়ে নিল জন আর জেস। সবসময় উৎকণ্ঠায় ভোগা ছাড়া করার আর কিছু নেই, জন তাই যোগ দিল অশ্বারোহী-ভলান্টিয়ারদের দলে।

দলটার নাম "প্রিটোরিয়া ক্যারাবেনিয়ার্স"। আগে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল বলে সার্জেন্টের পদ পেয়ে গেল সে। সারাদিন দল নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয় ওকে। কখনও কখনও আউটপোস্ট ডিউটির সময় জেগে কাটায় পুরো রাত।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাজকর্মের ফাঁকে ফিরে যায় কার্টে, দেখা করে জেসের সঙ্গে আগের চেয়ে অনেক দিলখোলা হয়েছে জেস। জনকে দেখলেই হাসিমুখে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ জানায়। নিজেদের অজান্তেই পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছে ওরা।

যুদ্ধ চলছে। প্রথমদিকে বোয়ারা একতরফা আক্রমণ করেছিল, এখন উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে ইংরেজ বাহিনী। লড়াই-এর সেই উত্তাপ মাঝেমধ্যে লাগে এই উদ্বাস্তু-ক্যাম্পেও। ভলান্টিয়ার বাহিনী গা-গরম করার সুযোগ পায় তখন। লড়তে না-হলে ঘোড়ায় চড়ে টহল দেয় ওরা। ক্যাম্পের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

সময় থেমে থাকে না, গড়ায়। নিঃশব্দে, চোখের আড়ালে।

প্রতিদিন সকালে জনের সঙ্গে বসে ব্রেকফাস্ট খায় জেস। তারপর জন চলে গেলে উদাস হয়ে অপেক্ষা করে সারাটা দিন—কখন ফিরবে মনের মানুষটা। কখনও কখনও বিরহ-ব্যথায় গুনগুন করে দুঃখের গান গায়, মাঝেমধ্যে নিজের মনে হাসে। সময়ের ছোবলে যন্ত্রণাকাতর সকাল আত্মসমর্পণ করে জ্বলন্ত দুপুরের কাছে, দুপুর তেজ হারিয়ে বিকাল হয়, বিকালকে গ্রাস করে সন্ধ্যা, আর সবশেষে হাজির হয় কালো রাত। হাজির হয় জনও। জেসের সঙ্গে সাপার খায়।

দিন যায়। যুদ্ধ আর আশপাশের হাজার অপরিচিত মুখ ওদেরকে প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছে মুইফন্টেইনের কথা, বুড়ো সাইলাস ক্রফটের কথা, বেসির কথা। বেসির সঙ্গে জনের এনগেইজমেন্ট হবে—এ-কথাটাও ওদের মনে পড়ে না আর। এখন ওরাই ওদের সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। যুদ্ধ শুধু লোককে দূরেই ঠেলে দেয় না, কাছেও নিয়ে আসে।

জেসকে নতুন করে চিনতে পারে জন। মেয়েটা আর আগের মতো উদাসী, গম্ভীর নেই। কী এক অদ্ভুত পুলকে মেতে আছে সবসময়। ওর ঠোঁটের কোণে মিষ্টি একটা হাসি আছেই। হাসিটা রহস্যময় মনে হয় জনের, ধরি-ধরি করেও ধরতে পারে না ওই হাসির অর্থ।

ছোট ছোট ব্যাপার নিয়ে কৌতুক করে জেস; জনের কর্মক্লান্ত মন তাতেই আনন্দিত হয়, অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করে সে।

www.BanglaBook.org

শারীরিকভাবেও পাল্টে গেছে মেয়েটা। আগের মতো তালপাতার সেপাই নেই আর। চর্বি-মাংস লেগেছে ওর শরীরে। ভরাট মুখে, দেহে জেগেছে অবাক-করা কমনীয়তা। রোদে পুড়ে হালকা-বাদামি হয়েছে গায়ের রঙ। আগে আটপৌরে মনে হতো ওকে দেখলে, আর এখন মনে হয়—বাহ্, মেয়েটাতো চমৎকার!

যুদ্ধ কতভাবেই না মানুষকে পাল্টায়!

'জেসকে দেখলে আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ চিনতেই পারবে না,' এক দুপুরে মাটন-চপ তৈরি করার সময় জেনকে বললেন মিসেস নেভিল। "আমরা চারজন" বলতে নিজের সঙ্গে জেন, মউটি আর জনকে শামিল করেছেন তিনি।

'ঠিক,' মায়ের সঙ্গে একমত হলো জেন। 'যখন গেল আমাদের বাসায়, আমি তো ভেবেছিলাম চামচিকা এসেছে একটা। আর এখন? দারুণ দেখাচ্ছে ওকে!'

আসলে জেসের মন ভালো, তাই শরীরও ভালো। মনে কোনও অসুখ না-থাকলে, অশান্তি না-থাকলে শরীরও সুস্থ থাকে। জন এই ক্যাম্পে আসার আগ মুহূর্তেও মরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিল জেস, কিন্তু মনের মানুষটাকে মনের মতো করে পেয়ে অতীত-ভবিষ্যৎ সব ভুলে গেছে সে। বেঁচে আছে শুধু বর্তমানকে নিয়ে।

মাঝেমধ্যে জেস উদাস হয়ে ভাবে—প্রেম কী অদ্ভুত এক আবেগ! প্রেমের সঙ্গে পরিচয় ছিল না একসময়, আমি থাকতাম নিজের মতো। একদিন লিউয়েন-ক্লুফে, ঝড়ের সময়, দামাল বাতাসের মতো আমার উদাসীনতাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল সে। খুশিতে আত্মহারা হলাম আমি। সেই রাতেই জানলাম, প্রেম অস্পৃশ্য; দেখা যাবে, কিন্তু ছোঁয়া যাবে না। পরাজয় মেনে নিয়ে পালিয়ে এলাম বহুদূরে। কিন্তু পিছু পিছু এল সে-ও। আবারও আত্মহারা করে তুলল আমাকে। এ-পর্যন্তই ভাবে জেস, এরপর কী হতে পারে কল্পনা করতে চায় না।

ওদিকে কাজের অবসরে ক্লান্ত জন দু'চোখ মেলে দেয় দিগন্তে। ভাবে, প্রেম কী রহস্যময়! কে আমার "জোছনা-সুন্দরী" সেটা বুঝতেই ভুল হয়ে গেল! ভুলের পরিণতি নিয়ে ভাবতে চায় সে, কিন্তু তখনই শুনতে পায় কোনও এক ভলান্টিয়ারের গলা ফাটানো চিৎকার, 'সার্জেন্ট

www.BanglaBook.org

জন নেইল, আপনাকে খুঁজছেন গভর্নর...।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে সে।

এভাবেই কেটে গেল এক মাস। যুদ্ধের তীব্রতা কমে এল অনেকখানি। কিন্তু তবুও মুইফন্টেইনে ফেরার উপায় নেই।

এখন কাজের চাপ কম, তাই বিকালে জেসকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বের হয় জন। এক বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্প ছাড়িয়ে ওরা চলে এল সিকি মাইল দূরে। সামনে একটা ছোট্ট কটেজ। নাম "দি প্যালেইশাল"। কটেজটা পরিত্যক্ত। সেটার মালিক যুদ্ধ শুরুর আগেই পালিয়েছে প্রিটোরিয়া ছেড়ে। নিজেদের অজান্তেই সেখানে হাজির হলো জন আর জেস।

পায়ে-চলার একটা রাস্তা এগিয়ে গেছে কটেজটার দিকে। সেটার দু'ধারে ইউক্যালিপ্টাসের সারি। রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চলল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল কটেজের সামনে। ঢুকল ভিতরে।

কটেজের ছাদ টিনের। দুটো রুম—একটা বেডরুম, আরেকটা সিটিংরুম। রান্নাঘরও আছে একটা। সেটা ছাড়িয়ে কটেজের পিছন দিকে দেখা যাচ্ছে একটা স্টেবল। খোলা সদর-দরজার পাশে বসল ওরা দু'জন। তাকাল চারদিকে।

সবুজ গাছপালায় ভরা একটা পাহাড় মাথা তুলেছে একপাশ থেকে। নির্জন উপত্যকাটা হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন। হাতের ডানে, দূরে, আরেকটা পাহাড়। সামনে আঙুর-গাছের জঙ্গল। বাতাসে ইউক্যালিপ্টাস আর পাকা-আঙুরের সুগন্ধ। কটেজ ঘিরে বেড়া। সেটার একধারে বাগান করেছে মালিক। বাগানে শোভা পাচ্ছে সারি সারি গোলাপ।

ওদের মনে হলো, নরক-যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি দিয়ে স্বর্গে পাঠানো হয়েছে ওদেরকে।

'আমার যদি এমন একটা কটেজ থাকত!' স্বপ্নময় দু'চোখ মেলে জনের দিকে তাকাল জেস।

'এক কাজ করতে পারি আমরা,' জনও উচ্ছ্বসিত, 'থাকতে পারি এখানে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, ঠিক হয়নি কথাটা। শুধরে নিল, 'মানে, দিনের বেলাটা এখানে কাটাতে পারো তুমি। লাঞ্চ বা ডিনার



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে খেতে পারি আমরা। কিন্তু রাতে অবশ্যই ক্যাম্পে থাকতে হবে।'

'আশা করি মালিক খুব বেশি রাগ করবে না,' হাসল জেস।

পরদিন থেকে কাজ শুরু করে দিল সে। ধুয়ে-মুছে সাফ করল কটেজটা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে এল। নিজের মতো করে সাজিয়ে নিল "দি প্যালেইশাল"।

কয়েকদিন পর বোয়ারা আচমকা আক্রমণ করল ক্যাম্পে। ভলান্টিয়ার বাহিনী প্রাণপণে লড়াই করল। বোয়াদের দলটা ছিল ছোট, তা ছাড়া পরিকল্পনা না-করেই হামলা করেছে, তাই খুব একটা সুবিধা করতে পারল না। সারা দিন চোরাগোপ্তা হামলার পর রাতে সরে পড়ল চুপিসারে।

মাঝেমধ্যেই ঘটতে লাগল এমন ঘটনা। ফেব্রুয়ারি মাসের বারো তারিখে পাল্টা হামলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন গভর্নর। শহরের একটা অংশ দখল করে রেখেছে বোয়ারা, নাম "রেড হাউস ক্রাল", সেটা মুক্ত করবেন। সৈন্য আর ভলান্টিয়ারদের নিয়ে আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন তিনি।

ক্যাম্প থেকে ছয় মাইল দূরে "রেড হাউস ক্রাল"। ঠিক হলো, রাত দুটোর দিকে হামলা করা হবে সেখানে। রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে টুকটাক জিনিসপত্র নিতে কার্টের কাছে হাজির হলো জন। কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে সে, কারণ কার্টের ভিতরে রাতে ঘুমায় জেস। ওকে ডেকে তুলতে হবে এখন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখল, ঘুমায়নি মেয়েটা। কার্টের বাইরে, একটা টুলের উপর বসে আছে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে ওকে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল জন। 'তুমি ঘুমাওনি এখনও?'

'ঘুম আসছে না,' বলে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করল জেস, 'না গেলে চলে না তোমার?'

আকাশ থেকে পড়ল জন। 'না গেলে মানে? আমি ভলান্টিয়ার দলের সার্জেন্ট, আমার দল লড়াই করতে যাচ্ছে, আর আমি যাবো না? হাসালে।'

'তুমি হাসো বা যা-খুশি করো, আমার মোটেও ভাল্লাগছে না ব্যাপারটা। গভর্নরের মাথায় আচমকা কী এল কে জানে—এতদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হামলা ঠেকিয়েছেন, আর আজ হামলা করতে চাইছেন। হামলা করার মতো শক্তি নেই তোমাদের, মানো কথাটা?'

চুপ করে রইল জন। ভুল বলেনি জেস।

'আমার কেমন অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে...খারাপ কিছু ঘটবে। তুমি...তুমি...' বাক্যটা শেষ করল না মেয়েটা।

'কিছু হবে না আমার,' বলে কার্টের দিকে এগিয়ে গেল জন। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নিল। 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। খামোকা জেগে থেকো না।'

'তুমি...অন্তত বেসির কথা মনে করো,' অনেকদিন পর বোনের নাম উচ্চারণ করল জেস। 'তোমার কিছু হলে কী করবে বেচারি? তোমাকে খুব ভালোবাসে সে...পাগল হয়ে যাবে...'

'বলেছি তো কিছু হবে না আমার,' জনের কণ্ঠে স্পষ্ট রাগ। 'এই হামলার দরকার আছে। বোয়ারা এই ক্যাম্পে আক্রমণ করেছে বহুবার, ওরা জানে এখানে সৈন্যের চেয়ে সিভিলিয়ানের সংখ্যা বেশি। এখন আর রুইবাটযিন্দের মারতে চায় না ওরা, ইংরেজদের খুন করে মজা পেতে চায়। মজাটা টের পাওয়াতে হবে ওদেরকে...' বলেই ঘুরল জন, হাঁটা ধরল। কিছুক্ষণের মধ্যে মিলিয়ে গেল রাতের আঁধারে।

বসেই রইল জেস। কাঁদতে লাগল নিঃশব্দে।

দুটোর সামান্য পরে হামলা হলো "রেড হাউস ক্রাল"-এ। এলোমেলো চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে জনের মন, তাই গভর্নরের পরিকল্পনা ভুলে গেছে সে। সার্জেন্ট হিসাবে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ওর, কিন্তু মাথা কাজ করছে না বলে সব গুলিয়ে ফেলেছে বেচারা।

ঘুরেফিরে বার বার মনে পড়ছে জেসের কথা। অনেকদিন পর বেসির নাম উচ্চারণ করল সে। কেন? এতদিন তো একবারও বলেনি! কেন বলেনি? ইচ্ছে করেই? অনেক বদলে গেছে জেস। ওই যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্যাম্পে কী পেল সে...

ঠাস্‌স্‌...। গুলির শব্দ হলো একটা। চমকে তাকাল জন। ওর পাশের সৈন্যটা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। সরাসরি বুকে লেগেছে গুলি, লোকটা মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে। এদিক-ওদিক তাকাল জন। ফাঁকা

www.BanglaBook.org

জায়গায় হাজির হয়েছে সে! মনের ভুলে ছেড়ে দিয়েছিল ঘোড়ার লাগাম, অবোধ জন্তুটা চলে এসেছে এখানে। আর জন পরিণত হয়েছে শত্রুর সহজ নিশানায়। সরে পড়তে হবে এক্ষুণি। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিল সে। দৌড়াতে আরম্ভ করল জন্তুটা।

ঠাস্স্! আবার গুলি হলো। অসহ্য যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল জন। ঘোড়াটা চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল হঠাৎ। কিন্তু থামতে চায় না জন, তাই কষে চড় লাগাল জন্তুটার ঘাড়ে। এবার দৌড়ে নিরাপদে চলে এল ঘোড়াটা।

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল জন। উরুর মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ক্ষতস্থান চেপে ধরল সে। একজন ইংরেজ সৈন্য এগিয়ে এল ওর দিকে। চিৎকার করে ডাকল কাউকে। হাজির হলো আরও একজন। দু'জনে মিলে ধরাধরি করে জনকে নিয়ে গেল মাটিতে-শুয়ে-থাকা আহত সৈন্যদের সারির কাছে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে অনেকেই। জনকেও শুইয়ে দেওয়া হলো।

ভোর হওয়ার আগেই খবর পেয়ে গেল ক্যাম্পের বাসিন্দারা, পরাজয় ঘটেছে ইংরেজ বাহিনীর। ছত্রখান হয়ে গেছে ওরা। বহু ইংরেজ সৈন্য মরেছে। তাদের মধ্যে আছে সার্জেন্ট জন নেইল। মাথায় গুলি খেয়েছে বেচারা, ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছে মাটিতে। মারা গেছে সঙ্গে সঙ্গে। সকালে ক্যাম্পে হামলা করবে বোয়া বাহিনী, যাকে পাবে গুলি করে মারবে।

এসবের বেশিরভাগই তিল-থেকে-তাল-হওয়া গুজব। কিন্তু সেটাই বিশ্বাস করল কেউ কেউ। আতঙ্কে ক্যাম্প ছেড়ে পালাল ওরা। সব ঘটনা শুনে প্রথমে পাথর হয়ে গেল জেস, পরে মউটি আর মিসেস নেভিলের ডাকাডাকিতে হুঁশ ফিরল ওর। দেরি না করে "দি প্যালেইশাল"-এর উদ্দেশে দৌড় দিল সে।

একজন ডাক্তার ছিলেন ইংরেজ সেনাদলের সঙ্গে, আহতদের শুশ্রূষা করেছেন। সকালে ওদেরকে ঘোড়ার গাড়িতে করে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। জনও আছে এই আহত সৈন্যদের মধ্যে।

মিসেস নেভিল দেখতে পেলেন ওকে। চিৎকার করে ছুটে এলেন ভদ্রমহিলা। জন তখন রক্তক্ষরণে দুর্বল। ক্যাম্পে ওর শুশ্রূষা হবে না

www.BanglaBook.org

বুঝে মউটির সহায়তায় চারজন কাফ্রি যোগাড় করে ফেললেন মিসেস নেভিল, তারপর সৈন্যদের থেকে একটা স্ট্রেচার ধার নিয়ে জনকে নিয়ে রওয়ানা হলেন "দি প্যালেইশাল"-এর উদ্দেশে। কটেজটার কথা জানেন তিনি।

জেস তখন সদর দরজায় বসে উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে দূরের পাহাড়ের দিকে। কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে বেচারি। অশ্রু ফুরিয়েছে ওর, এখন শুধু ফোঁপাচ্ছে। চারজন কাফ্রিকে একটা স্ট্রেচার নিয়ে ঢুকতে দেখল সে পায়ে-চলার পথটা ধরে। সঙ্গে আছেন মিসেস নেভিল আর মউটি। স্ট্রেচারে কে শুয়ে আছে বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না ওর। ছুটে গেল সে। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

চিৎকার করে উঠলেন মিসেস নেভিল। দৌড়ে এসে ঝুঁকে পড়লেন অজ্ঞান জেসের উপর। মানসিক আঘাত সইতে না-পেরে অজ্ঞান হয়ে গেছে মেয়েটা, বুঝতে পারছেন। চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমরা সার্জেন্ট জনকে নিয়ে যাও ভেতরে। শুইয়ে দাও খাটে। তারপর ফিরে এসে নিয়ে যাবে এই মেয়েটাকে। মউটি, তাড়াতাড়ি করো।'

জনকে শোয়ানো হলো বেডরুমের খাটে, আর জেসকে সিটিংরুমের টেবিলের উপর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেল জেস। চোখ পিটপিট করে তাকাল। মউটি দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

'ওরা...' দুর্বল গলায় বলল জেস, 'ওরা লাশটা নিয়ে এসেছে কেন? আমি দেখতে পারবো না...' বলতে বলতে অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

'ক্যাপ্টেন নেইল মারা যাননি,' শান্ত কণ্ঠে বলল মউটি।

চমকে উঠল জেস। কান্না থেমে গেছে। 'কী? মারা যায়নি জন? কিন্তু...'

'খবরটা ভুল ছিল। গুলি খেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন ক্যাপ্টেন নেইল, পরে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয় আহতদের সঙ্গে। সৈন্যদের কেউ কেউ ভেবে নেয় মারা গেছেন তিনি। আসলে রক্ত হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন নেইল। এখন শুশ্রূষা দরকার তাঁর।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কোথায় রেখেছ ওকে?' টেবিল ছেড়ে নেমে পড়ল জেস।

'পাশের ঘরে।...মিসেস নেভিল গেছেন ওষুধের ব্যবস্থা করতে...' বেডরুমের দিকে জেসকে ছুটে যেতে দেখে কথা থামাল মউটি।

দরজা দিয়ে ঢুকে থমকে দাঁড়াল জেস। খাটের উপর শুয়ে আছে জন। দু'চোখ বন্ধ। ওঠা-নামা করছে ওর বুক–দেখে জেস নিশ্চিত হলো বেঁচে আছে লোকটা। সামলাতে পারল না নিজেকে, ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল জনের বুকে। 'আমি...আমি ভেবেছিলাম...তুমি...' চেষ্টা করেও বাক্যটা শেষ করতে পারল না মেয়েটা, কান্নায় বুজে এল গলা। জনের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

বুকের উপর ভারী কিছু অনুভূত হওয়ায় ছটফট করতে লাগল জন। একটু পর ঘুম ভেঙে গেল ওর। বুকের সঙ্গে লেপ্টে থাকা জেসকে চিনতে পারল একনজরেই। আশ্চর্য হলো কিছুটা। 'জেস?' অনিশ্চিত কণ্ঠে ডাকল সে। 'আমি এখানে এলাম কী করে?'

চমকে উঠল জেস। মুখ তুলল জনের বুক থেকে। জনের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'জানি না। শুধু দেখলাম, ওরা তোমাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছে...'

'ওরা কারা?'

'চারজন কাফ্রি, মিসেস নেভিল আর মউটি। মিসেস নেভিল সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন...'

'কোথায় তিনি?'

'ওষুধ আনতে গেছেন।...মউটি আছে।'

'ডাকো তো ওকে।'

মউটির মুখ থেকে জানা গেল সব। শুনে হাসল জন। খুব ক্লান্ত দেখাল হাসিটা। দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'মউটি, দেখো তো খাবারের ব্যবস্থা করতে পারো কি না। খুব খিদে পেয়েছে।' মউটি চলে যাওয়ার পর জেসের দিকে তাকাল সে।

মেয়েটার দু'চোখ ফোলা ফোলা, অশ্রুতে ভরা। বোঝাই যাচ্ছে অনেক কেঁদেছে। কিছু বলছে না জেস, কিন্তু ওর নৈঃশব্দ্য যেন বাঙময়–অনেক দিনের না-বলা কথাটা জানান দিচ্ছে বার বার।

'আমাকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করছিলে কেন তুমি?' মৃদু কণ্ঠে

www.BanglaBook.org

জিজ্ঞেস করল জন।

উত্তর দিল না জেস। আগের মতোই তাকিয়ে রইল জনের দিকে। মেয়েটার চোখে চোখ রেখে হঠাৎ কী যে হলো জনের, চোখের সামনে ভেসে উঠল অদ্ভুত সেই স্বপ্নটা: পূর্ণিমার রাত। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এইমাত্র। মেঘ সরে গেছে, চাঁদ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। চারদিক শান্ত, নীরব। পরিবেশ নিরুত্তাপ। থেকে থেকে বইছে বাতাস, সঙ্গে করে নিয়ে আসছে নাম-না-জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ। আশপাশে গাছের পাতার ফিসফিসানি। অনেক দূরে গর্জন করছে সাগর, কিন্তু দূর বলেই হয়তো শব্দটা অদ্ভুত এক ঝঙ্কার তুলেছে হৃদয়ে। অবর্ণনীয় আবেশে সাড়া দিতে চাইছে শরীর। বৃষ্টিভেজা, বিশুদ্ধ, পবিত্র জোছনা মর্ত্যলোককে করেছে প্লাবিত। গাছের ভেজা পাতায়, পায়ের নীচের সিক্ত ঘাসে বজ্রের মতো চমকাচ্ছে সেই অপার্থিব চন্দ্রালোক। আলো-আঁধারির খেলায় রত জঙ্গল একধারে। সেখানে কার অস্পষ্ট পায়ের আওয়াজ—নিক্বণের মতো। চমকে উঠে জন। দেখে, দুধ-সাদা পোশাক পরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের আড়ালে। অবয়বই বলে দিচ্ছে, একটা মেয়ে। মেয়েটাও থমকে গেছে জনের মতো, উঁকি দিয়ে দেখছে জনকে। চেহারাটা এত পরিচিত মনে হচ্ছে কেন জনের...

হাত বাড়িয়ে জেসের কাঁধ স্পর্শ করল জন। আঁকড়ে ধরল। বাধা দিল না মেয়েটা, দূরে সরে গেল না। 'জেস,' ব্যথায় নাকি আবেগে কাতরে উঠল জন, নিজেও বলতে পারবে না, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি,' বলতে বলতে মেয়েটাকে টানল নিজের কাছে।

জেস না পারল বাধা দিতে, না পারল দূরে সরে যেতে। মূর্তির মতো বসে রইল। ওকে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টানছে জন। জেসের কাঁধ ছাড়িয়ে ঘাড়ে উঠে এসেছে জনের হাত। হঠাৎ বুঝতে পারল জেস কী ঘটতে চলেছে। ভীষণ চমকে উঠল সে। এক লাফে দূরে সরে গেল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'তুমি...তুমি বেসিকে...বেসির সঙ্গে এনগেইজমেন্ট হবে তোমার।'

কথাটা যেন চাবুকের মতো আঘাত করল জনকে। লবণের ছিটে খাওয়া জোঁকের মতো কুঁকড়ে গেল সে। আহত পশুর মতো মনে হলো নিজেকে। ক্লান্তিতে দু'চোখ বুজল সে।

www.BanglaBook.org

# ষোলো

'বেসির সঙ্গে এনগেইজমেন্ট হবে তোমার...বেসির সঙ্গে এনগেইজমেন্ট হবে তোমার...' কথাটা প্রতিধ্বনির মতো বাজছে কানে।

আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল জন। জেগে উঠে কাউকে দেখতে পায়নি আশপাশে। খিদেটাও মরে গেছে, তাই বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না ওর। ভাবছে জেসকে নিয়ে। একটা জায়গাতেই বার বার থমকে যাচ্ছে ওর চিন্তা–'বেসির সঙ্গে এনগেইজমেন্ট হবে তোমার।'

আবেগকে কি কেউ কখনও ব্যাখ্যা করতে পেরেছে? নিজেকেই প্রশ্ন করল জন। পারেনি–নিজেই উত্তর দিল। জেস আর বেসি যখন একসঙ্গে মুইফন্টেইনে ছিল, জেসকেই খুঁজত সে। জেস চলে যাওয়ার পর দিনের পর দিন বেসির সঙ্গে একা কাটিয়ে মোহ জাগে ওর মনে। সেই মোহকে ভালোবাসা ভেবে ভুল করেছে সে। বেসির সঙ্গে এনগেইজমেন্ট হওয়াটা হবে আরও বড় ভুল। কিন্তু কী করতে পারে সে? ভালোবেসে কাছে টানতে চেয়েছে জেসকে, দূরে সরে গেছে মেয়েটা। সব কথা খুলে বলা দরকার জেসকে, বোঝানো দরকার যে...

দরজা দিয়ে জেসকে ঢুকতে দেখে বাস্তবে ফিরে এল জন। ডাক্তার নিয়ে এসেছে মেয়েটা। একবার মাত্র জনের দিকে চোখ তুলে তাকাল জেস, তারপর ঘুরল ডাক্তারের দিকে, বলল, 'অনেক রক্ত হারিয়েছে সার্জেন্ট।'

জনকে ভালোমতো পরীক্ষা করলেন ডাক্তার। কাজ শেষে বললেন, 'ভাগ্য খুব ভালো আপনার, সার্জেন্ট নেইল। গুলি মাংস কেটে বেরিয়ে গেছে। ধমনী ছিঁড়েনি।' তাকালেন জেসের দিকে। 'এখানে রেখে ওঁর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শুশ্রূষা করা সম্ভব? আপনাদের কাউকে নার্সের কাজটা করতে হবে।'

'নার্স…' জেসের কণ্ঠে অনিশ্চয়তা। 'আমি রাজি আছি। আপনি বুঝিয়ে দিন কী করতে হবে।'

খুশি হলেন ডাক্তার। কীভাবে শুশ্রূষা করতে হবে বুঝিয়ে বললেন জেসকে। সবশেষে বললেন, 'ক্যাম্পে নার্সের কাজ করে এক বিধবা মহিলা, দিনে একবার ওকে পাঠাবো এখানে। দেখে যাবে সার্জেন্ট নেইলকে। তা হলে আপনার খুব একটা সমস্যা হবে না,' জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চলে গেলেন তিনি।

কাজ শুরু করল জেস। একদিন গেল। মন-প্রাণ জনের ঢেলে শুশ্রূষা করছে সে। কিন্তু মুখ বন্ধ রেখেছে একেবারেই। দুয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে জন, কিন্তু জেস সাড়া দিচ্ছে না দেখে বিরক্ত হয়ে বোবা সেজেছে সে-ও।

সময়মতো জনকে খাওয়ায় জেস। বাইরে যেতে চাইলে ধরে ধরে নিয়ে যায়। পানি খেতে চাইলে এনে দেয়। মউটিকে দিয়ে এটা-সেটা আনিয়ে নেয় জনের জন্য। জনের জন্য যা-যা করা সম্ভব করছে জেস। কিন্তু কথা বলছে না ওর সঙ্গে।

জেসের আচমকা এই পরিবর্তন দেখে খুব রাগ হয় জনের। কিন্তু কিছু বলতেও পারে না।

একদিন ঘুমিয়ে আছে জন, খাটের পাশে একটা টুলের উপর বসে আছে জেস। পরম মমতায় তাকিয়ে আছে জনের দিকে। ভাবছে, পুরুষ আসলে কত অসহায়! এক ফোঁটা ভালোবাসার জন্য কেমন ছটফট করে! সামনে শুয়ে থাকা লোকটা মুইফন্টেইনে একদিনও মুখ ফুটে ভালোবাসার কথা বলেনি আমাকে; অথচ আর ক'দিন বাদে বেসির সঙ্গে এনগেইজমেন্ট ওর, এখন বলছে আমাকে ভালোবাসে! আমি জানি কথাটা সত্যি। ওর চোখ দেখেই বোঝা যায় সেটা। শুধু তা-ই না, ঘুমের মধ্যে অনেক বার "জেস, জেস" বলে ডাকে সে। কিন্তু ভাগ্যকে তো আমি বদলাতে পারি না। ওকে আমি বিয়ে করতে পারবো না। বেসিকে ঠকানো হবে তা হলে। হায় জন! তুমি আমাকে ভালোবাসো, কথাটা মনের মধ্যে রাখলেই পারতে। কী দরকার ছিল বলার?



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভাবে আর উদাস হয় জেস। নিজের অসহায়ত্বে কাঁদে। আবার কখনও অসহ্য রাগে ফুঁসতে থাকে: ভাগ্য, সমাজ, সংসার–সব বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে ওর। কিন্তু টের পায় না ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে সে, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে একটু একটু করে।

কয়েক মাস আগে জন যেমন সিদ্ধান্ত-হীনতায় ভুগছিল, ঠিক তেমন এলোমেলো অবস্থা হয় জেসের। নিজের না বেসির–কার হৃদয় ভাঙবে বুঝে উঠতে পারে না। চাইলেই জনকে নিয়ে ঘর করতে পারে সে, জানে সে সাড়া দিলে বেসির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে জন। কিন্তু কাজটার ফলাফল কল্পনা করে শিউরে ওঠে জেস। মারা পড়বে ওর ছোট বোন।

বেসিকে খুশি রাখতে হলে আবার সরে পড়তে হবে ওকে। মুইফন্টেইন থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিল, কারণ তখন জানত না জন ভালোবাসে ওকে। জানলে হয়তো...আবার জনের দিকে তাকায় জেস। আবারও কোমল হয় ওর দৃষ্টি।

এখন পালানো দুরূহ, প্রায় অসম্ভব। আগে মনকে প্রবোধ দিতে পেরেছে সে, কিন্তু এখন, জনের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর, কোনও কথাই মানতে চাইছে না অশান্ত হৃদয়।

জেস ছটফট করে, অস্থির হয়, কাঁদে, আর মনে মনে বলে–'ঈশ্বর, যিশুর দোহাই লাগে, আমাকে মেরে ফেলো।'

ঈশ্বর বরাবরের মতোই নিশ্চুপ।

একরাতে জেসকে সাহায্য করতে ইচ্ছা হলো তাঁর। বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে জন, পাশে টুলে বসে আছে মেয়েটা। সারাটা দিন খুব খাটুনি গেছে, তাই কখন ঢুলতে আরম্ভ করেছে ঘুমে নিজেও জানে না। এ-ও জানে না, কখন শুরু হলো স্বপ্নটা।

একটা সমুদ্র। স্রোতের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটা জাহাজ চলছে। পৃথিবীর সবচেয়ে আপন চেহারাটা দুলছে স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে। দুটো বাচ্চামেয়েও আছে সঙ্গে। মুমূর্ষু মা ফিসফিস করে বলেন, 'একটা কাজ করবি, মা?'

বোকা জেস বলে, 'খুব পারবো।'

'বেসিকে দেখে রাখবি।'

www.BanglaBook.org

'রাখবো, মা।'

'বেসি যা-চায়, তোর সাধ্যে কুলালে দিয়ে দিবি। কখনও মানা করিস না।'

'দেবো, মা। আমার সাধ্যে কুলাক বা না-কুলাক।'

'আর কখনোই খারাপ ব্যবহার করবি না ওর সঙ্গে।'

'করবো না।'

মা চুপ করেন। চিরদিনের জন্য। অনন্ত সময়ের জন্য।

তন্দ্রা ছুটে যায় জেসের। বুঝতে পারছে জনকে ফেরত পাঠাতে হবে মুইফন্টেইনে। যেভাবেই হোক। আবার আলাদা হতে হবে ওদের দু'জনকে। দৃষ্টির সীমানায় থাকলেই মনের দুর্বলতা বাড়বে।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর বাকিটা রাত কেঁদে কাটাল জেস।

ভোরের পাখির ডাক কানে যাওয়ায় ঘুম ভাঙল জনের। দেখল, টুলে বসে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে জেস। চোখ দুটো ফোলা ফোলা। হয় রাত জেগেছে, নইলে কেঁদেছে অনেক। জনের মন খারাপ হয়ে গেল। জানে কথা বলবে না মেয়েটা, তারপরও বলল, 'আমি বোধ হয় তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছি।'

'ঠিক,' নিচু কণ্ঠে বলল জেস।

চমকে উঠল জন। ওরকম করে কেন বলল জেস? অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না সে। দুঃখ পেল মনে। শুধু কথা বলার জন্যই আবার জিজ্ঞেস করল, 'বেসির কোনও খবর আছে? আর কোনও চিঠি পাঠিয়েছে সে?'

'না, পাঠায়নি। পাঠানো সম্ভবও না। এই যুদ্ধের মধ্যে পোস্টম্যান জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিঠি আনবে না।'

কিছু না-বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন।

বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ রইল কথা-বার্তা। একসময়ে জেস নীরবতা ভাঙল, 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।'

'বলো।' কিছুটা উৎফুল্ল বোধ করল জন।

'সেই রাতের কথা খেয়াল আছে তোমার?'

'কোন রাতে?'

অস্বস্তি বোধ করছে জেস। অকারণেই গলা খাঁকারি দিয়ে বলল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ওই যে, আমাকে জড়িয়ে ধরলে তুমি। বললে, ভালোবাসি।'

ক্রোধ, অপমান, লজ্জা, বিবেকের চোখ রাঙানো–সব একসঙ্গে আক্রমণ করল জনকে। কিছু না-বলে চুপ করে রইল সে।

প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল জেস। মিথ্যা বলতে আরম্ভ করল, 'ক্যাম্পের ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। তিনি বললেন, গুরুতর আহত অবস্থায় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে অনেকে। কী বলে বা করে, তার ঠিক থাকে না। ডাক্তারি ভাষায় সেটাকে বলে ডেলিরিয়াম। ওই রাতে বোধ হয় সেরকম কিছু ঘটেছিল তোমার, তাই...' বাক্যটা শেষ না-করে বাকিটা বুঝিয়ে দিল জেস।

জন নিশ্চুপ।

'আমি কিছু মনে করিনি। শোনো, আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। এমনকী নার্টিও না। খাবার আনতে গিয়েছিল ছেলেটা। সুতরাং কেউ জানে না ঘটনাটা। আমি বলি কী, ঘটনাটা ভুলে গেলে আমাদের দু'জনের জন্যেই মঙ্গল।'

জন মানতে পারল না কথাটা। ডেলিরিয়াম হয়নি তার; সে-রাতে যা-বলেছে, বুঝে-শুনে বলেছে। আজ, এখন, আবার বলতে পারবে সত্যিই জেসকে ভালোবাসে সে। ওকে চায়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হলো ওর, বেসি আমার বিভ্রান্তি, আর তুমি আমার প্রেম।

কিন্তু বলতে পারল না জন। জেস কেন প্রসঙ্গটা তুলেছে, এতক্ষণে বুঝতে পারছে সে।

'তা হলে এই কথাই রইল,' জনকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে চলল জেস। 'সে-রাতে কী ঘটেছিল ভুলে গেছি আমরা দু'জনেই। ঠিক আছে?'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল জন। ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে জেস, স্পষ্ট বুঝতে পারছে সে। কিন্তু করার কিছু নেই। প্রেম দোকানে সাজিয়ে রাখা সুন্দর কোনও জিনিস নয়–দেখে পছন্দ হলো, পকেটে টাকা আছে, ব্যস কিনে নিলাম। যাকে ভালোবাসি, সে সাড়া না দিলে আবেগটা অনর্থক।

'ঠিক আছে, ক্যাপ্টেন জন নেইবর?' জোর করে কান্না চেপে রেখে আবার জানতে চাইল জেস।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'খিদে লেগেছে আমার,' জেসের দিকে না-তাকিয়েই বলল জন।

নিঃশব্দে উঠে বাইরে চলে গেল জেস।

এরপর থেকে ওরা ব্যাপারটা সত্যিই ভুলে গেল বা ভুলে যাওয়ার ভান করল। ওদের আলোচনায় আবার ফিরে এল মুইফন্টেইন, সাইলাস ক্রফট, বেসি, এমনকী ফ্র্যাঙ্ক মুলার। ইউরোপে চলে যাবে–নিশ্চিত জেস, সে-ব্যাপারে বলেছেও জনকে। সেখানে গিয়ে কী করা যায়, সেটা নিয়ে পরামর্শও করতে লাগল জনের সঙ্গে। এসব কথার বেশিরভাগ জন এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দেয়। মনে রাখার চেষ্টাও করে না। মাঝেমধ্যে মাথা ঝাঁকায়, কখনও হুঁ-হ্যাঁ করে। জেসও জানে বকবক করে লাভ হচ্ছে না, তারপরও মুখ খরচ করে।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল জন। ওকে মুইফন্টেইনে পাঠানোর ব্যাপারে তড়িঘড়ি শুরু করল জেস।

২০ মার্চ সকালে, "দি প্যালেইশাল"-এ জেসকে যে-রাতে জড়িয়ে ধরেছিল জন তার এক মাস পর, অন্যদিকে মোড় নিল ঘটনা।

"দি প্যালেইশাল" ছেড়ে ক্যাম্পের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছে জেস, রেশন আনবে। কিন্তু পায়ে-চলা-পথটা ধরে পঞ্চাশ কদম যেতে-না-যেতেই থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। হাইডেলবার্গ রোডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটা পরিচিত পনি। সেটার আরোহী আরও পরিচিত।

হ্যান্স কুয়েযি।

জেস প্রথমে ভাবল, ভুল দেখছে। কুয়েযি চাচা প্রিটোরিয়ায়? কীভাবে এল? আর এলই বা কেন?

কুয়েযি দেখতে পাননি জেসকে। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। চেঁচিয়ে উঠল জেস, 'কুয়েযি চাচা! কুয়েযি চাচা!' বলতে বলতে দৌড় দিল হঠাৎ। বুড়োকে থামাতে হবে।

থমকে দাঁড়ালেন কুয়েযি। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন জেসের দিকে। বিহ্বল হয়ে পড়লেন। জেসকে চিনতে পেরে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। তারপর চেঁচালেন তিনিও, 'জেস, তুই এখানে? হায় ঈশ্বর!' পনির মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। ততক্ষণে দৌড়ে কাছে এসে পড়েছে জেস।

www.BanglaBook.org

মেয়েটা কাছে এসে দাঁড়ানোর পর আরেক দফা আশ্চর্য হলেন কুয়েযি। 'তুই সত্যিই জেস তো? অনেক বদলে গেছিস তুই। এত সুন্দর হলি কী করে?'

ওখানে দাঁড়িয়েই কুয়েযির সঙ্গে কথা বলল জেস। নিজের ব্যাপারে সংক্ষেপে জানাল বুড়োকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এখানে কেন?'

'আমাকে শান্তিদূত হিসেবে পাঠানো হয়েছে।'

'শান্তিদূত!' কিছুই বুঝল না জেস।

'হ্যাঁ। আমার কাজ হচ্ছে বন্দি বিনিময় করা।'

এবার কিছুটা বুঝল জেস। 'কে পাঠাল আপনাকে?'

'সরকার।'

'সরকার?' আকাশ থেকে পড়ল জেস। 'কীসের সরকার?'

'কেন? আমাদের তিন নেতা–ক্রুগার, প্রিটোরিয়াস আর জাউবার্টের সরকার।'

'আপনিও বিশ্বাসঘাতকতা করলেন চাচা? আপনিও ওদেরকে নেতা বলে মেনে নিলেন?'

রাগ করলেন না কুয়েযি। শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'একে বিশ্বাসঘাতকতা কেন বলছিস? ইংরেজদেরকে ভালো চোখে দেখি বলে তো আমি ইংরেজ হয়ে যাইনি। আমি জন্ম থেকেই বোয়া, বোয়া হিসেবেই কবরে যাবো। আমি চাই দেশের মানুষ শান্তিতে থাকুক। সরকার ইংরেজ নাকি বোয়া সেটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। কিন্তু যারা ঘামায়, তারা আমার কিছু না কিছু লাগে; ওদেরকে ছেড়ে দিলে আমি তো একেবারে একা হয়ে যাবো। বউ-বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবো এই বুড়ো বয়সে?'

উত্তর দিল না জেস।

'তুই হয়তো মানতে চাইবি না, কিন্তু একটা কথা ঠিক–শেষের দিকে সব একেবারে লেজে-গোবরে করে ফেলেছিল তোদের ইংরেজ সরকার। তাল রাখতে পারছিল না কোনও কিছুর সঙ্গেই। দেশ চালাতে না-পারলে ক্ষমতায় না-থাকাই ভালো। আমি যুদ্ধ ঘৃণা করি, জেস; কিন্তু যারা ভালোবাসে, তারা সংখ্যায় আমার চেয়ে অনেক বেশি। যুদ্ধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে ওদেরই লাভ। ওরা আমার কথা শুনবে কেন?...বাদ দে ওসব রাজনীতির কথা। আমি তোর কোনও ক্ষতি করছি না—এটাই আসল ব্যাপার। আমার মনে হয়, কারোরই কোনও ক্ষতি করছি না আমি। বেশ কয়েকজন ইংরেজ সৈন্য ধরা পড়েছে বোয়াদের হাতে, আবার ইংরেজরাও ধরেছে অনেক বোয়াকে। আলোচনা করে বোয়া সৈন্যগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার কাজ। বিনিময়ে ইংরেজ সৈন্যদেরও মুক্তি দেবে, তিন নেতা।'

রাজনীতি, যুদ্ধ, প্রেম—এসব অনেক আগেই বিষিয়ে তুলেছে জেসের মন। প্রসঙ্গ পাল্টাল সে, 'সাইলাস চাচা আর বেসি কেমন আছে? মুইফন্টেইনে আছে, নাকি চলে গেছে অন্য কোথাও?'

'লোকমুখে শুনেছি ওরা মুইফন্টেইনেই আছে। যায়নি কোথাও। আর যাবেই বা কোথায়? তোদের যাওয়ার কোনও জায়গা আছে?'

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জেস। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন এখন, চাচা?'

'রুইহুইস ক্রালে। বন্দিদেরকে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছে ফ্র্যাঙ্ক মুলার।'

কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবল জেস। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'একবার আপনার অনেকগুলো গরু মড়ক লেগে মরে গেল, মনে আছে?'

'অবশ্যই মনে আছে। তুই তখন সাইলাসকে অনেক বলে-কয়ে পাঁচশো পাউন্ড পাইয়ে দিয়েছিলি আমাকে। টাকাটা না পেলে...। কিন্তু এসব কথা এখন কেন? দেরি হলে মুলার হাজারটা প্রশ্ন করবে।'

'আমি যদি সেই উপকারের বিনিময় চাই এখন, দেবেন?'

'বিনিময়?' অবাক হলেন কুয়েযি।

'হ্যাঁ,' উপরে-নীচে মাথা নাড়ল জেস। 'আমার একটা উপকার করবেন?'

রাজি হলেন কুয়েযি। 'বল, কী করতে হবে? তবে বোয়াদের বিরুদ্ধে যেতে বলবি না দয়া করে।'

'আমার আর ক্যাপ্টেন নেইলের জন্যে পাস যোগাড় করে দিতে হবে। বাড়ি যেতে চাই আমরা।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথাটা শোনামাত্র মাথায় হাত দিলেন কুয়েযি। 'পাস? এই অবস্থায়? শুনলে আমাকে জবাই করে ফেলবে মুলার।'

বৃদ্ধের একটা হাত ধরল জেস। 'চাচা, আমি জানি আপনি চেষ্টা করলে কাজটা করতে পারবেন। সেজন্যেই পাঁচশো পাউন্ডের প্রসঙ্গটা তুলেছিলাম। আমাদের সুদিন থাকতে কতভাবে সাহায্য করেছি আপনাকে; আজ আপনার সুদিন, আর আপনি ফিরিয়ে দিচ্ছেন?'

অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলেন কুয়েযি। 'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখবো আমি। এখন হাত ছাড়, যেতে দে। আরও দেরি হলে শয়তান মুলার চাবুক-পেটা করবে আমাকে।...তুই কোথায় যেন আছিস বললি? দ্রি প্যালেইশালে?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল জেস।

আর কিছু না বলে ঘোড়া দাবড়ে চলে গেলেন হ্যান্স কুয়েযি। জেস রওয়ানা হলো ক্যাম্পের উদ্দেশে।

এক ঘণ্টা পর। হ্যান্স কুয়েযি দাঁড়িয়ে আছেন একটা লাল দালানের সামনে। এইমাত্র ঘোড়া থেকে নেমেছেন তিনি। আওয়াজ পেয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ফ্র্যাঙ্ক মুলার। বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেল সে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল তাঁর শার্টের কলার। প্রায় শূন্যে তুলে ফেলল কুয়েযিকে। চিৎকার করে বলল, 'শকুনের বাচ্চা বুড়ো শকুন! কোন্ ভাগাড়ে ছিলে এতক্ষণ? আধ ঘণ্টা আগে হাজির হওয়ার কথা ছিল তোমার।'

মুলারকে আক্ষরিক অর্থেই ভয় পান কুয়েযি। দানবটার হম্বিতম্বি দেখে তাঁর মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, 'এক ইংরেজের সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

'ইংরেজের সঙ্গে?' কুয়েযির শার্টের কলার ছেড়ে দিল মুলার। 'ও, আচ্ছা। এবার বুঝতে পেরেছি! বুড়ো শকুন, তুমি আসলে একটা বিশ্বাসঘাতক। আছ বোয়াদের সঙ্গেই, কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গেও ভাব রেখেছ ঠিকই। হুঁ...' উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল সে। 'কথাটা জানাতে হবে জেনারেলকে। দেশদ্রোহীদের কী শাস্তি হয় জানো তো?'

মুলারের টাকা আর কুবুদ্ধির জোর কতখানি জানা আছে কুয়েযির।

www.BanglaBook.org

সে যদি বলে কুয়েযি দেশদ্রোহী, তাঁকে গুলি করে মারতে হবে, তবে তা-ই করবেন জেনারেল।

ভয়ে দাঁতে দাঁত বাড়ি খেতে লাগল কুয়েযির। কোনরকমে বললেন, 'আমি দেশদ্রোহী নই। আমি...'

'চুপ করো বুড়ো,' ধমক দিল মুলার। 'প্রিটোরিয়ার খবর বলো।'

প্রসঙ্গ পাল্টে যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পেলেন কুয়েযি। 'ইংরেজরা এখন পোষা বেড়াল হয়ে গেছে। যা-বলবে, তা-ই শুনবে। বারো জন বোয়াকে ছাড়তে রাজি হয়েছে ওরা। বিনিময়ে আমরা মুক্তি দেবো চারজন ইংরেজকে।'

'ওদের রেশনের খবর কী?'

'খুবই খারাপ। প্রায় নেই বললেই চলে। আর সপ্তাহ দুয়েক পর খেতে না-পেয়ে মরতে আরম্ভ করবে একজন একজন করে।'

'খুবই ভালো খবর,' দাঁত বের করে হাসল মুলার। 'ভেতরে চলো,' লাল দালানটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল সে। 'জেনারেল এসে গেছেন। আরও অনেক গণ্যমান্য লোক আছেন সঙ্গে। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন সবাই এতক্ষণ ধরে। সব খবর জানাও তাঁদেরকে।...আচ্ছা, ক্যাপ্টেন নেইলের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে? শুয়োরের বাচ্চাটা নাকি মরে গেছে?'

'না, মরেনি,' মুলারের চোখে আগুন জ্বলে উঠতে দেখে আবার আতঙ্কিত হলেন কুয়েযি। তাড়াতাড়ি বললেন, 'ফেরার সময় জেসের সঙ্গে দেখা হলো আমার। ওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই এত দেরি হলো।'

'আচ্ছা?' মুলারের কণ্ঠে আগ্রহ। 'কী বলল শাঁখচুন্নিটা?'

'ক্যাপ্টেন নেইলের সঙ্গে ওখানে আটকা পড়ে আছে মেয়েটা। আমাকে পাসের ব্যবস্থা করে দিতে বলল। বাড়ি ফিরতে চায়।'

থমকে গেল মুলার। দু'চোখে আগ্রহ। 'তুমি কী বললে জেসকে?'

ঢোক গিললেন কুয়েযি। 'আমি কথা দেইনি ওকে। বলেছি পাসের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় এখন।'

'যতটা ভেবেছিলাম, তারচেয়েও বেশি বোকা তুমি,' ক্রূর হাসি হাসল মুলার। 'পাস পাবে জেস। আমিই ব্যবস্থা করবো। তারপর,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুড়ো শকুন, তুমি সেটা দিয়ে আসবে শাঁখচুন্নিটার হাতে।'

লাল দালানের দিকে এগোলেন ওরা দু'জন।

বোয়া বাহিনীর জেনারেল বসে আছেন ভিতরে। লোকটাকে দেখলে জেনারেল বলে মনে হয় না মোটেও। জাঁদরেল নন মোটেও। অতি সাধারণ চেহারা। গরম থেকে বাঁচার জন্য হ্যাট খুলে রেখেছেন। মাথা ভর্তি টাক দেখা যাচ্ছে তাতে। নাকের নীচে গোঁফ। তবে সেটাকে গোঁফ না-বলে "গোঁফের চিহ্ন" বললে মানায় বেশি। দেহের তুলনায় মাথা বড়। যে-চেয়ারে বসেছেন, সেটা তাঁর চেয়ে বড় হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে লোকটা তেমন লম্বা নন।

কুয়েথিকে ঢুকতে দেখে একটা দুষ্টু হাসি খেলে গেল জেনারেলের মুখে। 'এসেছেন তা হলে? অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি আমি।'

'বন্দি বিনিময়ে রাজি হয়েছে ইংরেজরা,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেলেন কুয়েথি, বেফাঁস কিছু বলতে চান না জেনারেলের সামনে। 'প্রথমে অবশ্য বরাবরের মতো ঘাড় বাঁকা করে ছিল। যখন বললাম আমাদের দাবি না-মানলে অবরোধ তুলে নেবো না আমরা, ফলে না খেয়ে মরবে ওরা, অমনি সুড়সুড় করে রাজি হয়ে গেল।'

'খুব ভালো, খুব ভালো,' আবারও মাথা নাড়ছেন জেনারেল। 'ইংরেজদের দুর্গতি দেখলে মজা লাগে আমার।'

'আমারও,' বলল মুলার।

এরপর শুরু হলো যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা।

'আপনারা সবাই নিশ্চয়ই যুদ্ধের খবর জানেন,' বললেন জেনারেল। 'পরাজিত হয়েছে ইংরেজ বাহিনী। প্রিটোরিয়া, স্ট্যান্ডার্টন আর নেটাল ছাড়া পুরো দক্ষিণ-আফ্রিকা এখন আমাদের দখলে। ইংরেজরা খুবই ধূর্ত—যে-শহরগুলো ধরে রাখলে লাভ আছে, সেগুলো ছাড়া বাকিগুলো ফেলে পালিয়েছে। তবে ওই তিনটা শহরও ধরে রাখতে পারবে না বেশিদিন। আরও শক্ত পাহারা দেবো আমরা। গুলি বা ময়দা—যা-ই হোক না কেন, সবরকম পণ্যের যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবো। বেশি হলে আর এক মাস, তারপর আত্মসমর্পণে বাধ্য হবে ওরা।'

পরের এক ঘণ্টা অবরোধের কৌশল আর খণ্ড যুদ্ধ চালানোর উপায়



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে আলোচনা চলল।

সেই মিটিং-এ মুলারকে ট্রান্সভালের গভর্নর বানানো হলো। শীঘ্রিই ট্রান্সভালের উদ্দেশে রওয়ানা হবে সে, জানাল সবাইকে।

আলোচনা শেষে চলে যাবেন জেনারেল, এমন সময় তাঁর কানে কানে বলল মুলার, 'আমার একটা ব্যক্তিগত কথা ছিল।'

আশ্চর্য হলেন জেনারেল। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলেন না মুলারকে। বাকিদের উদ্দেশে বললেন, 'আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন। আমি আসছি দশ মিনিটের মধ্যেই।'

অর্থাৎ পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো মুলারকে, দশ মিনিট সময় দেওয়া হয়েছে তাকে।

জেনারেলের কথার মানে বুঝতে পেরে মনে মনে তাঁকে গাল দিল মুলার। মুখে বলল, 'জেনারেল, আপনাকে অভিনন্দন।'

'কী ব্যাপারে?' ভ্রূ কুঁচকালেন জেনারেল।

'স্বাধীন দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন...'

'আমি প্রেসিডেন্ট হবো কে বলল আপনাকে?'

হাসল মুলার। 'খবর দেয়ার একাধিক লোক আছে আমার। বেশিরভাগ সময় আমাকে ঠিক খবরই দেয় ওরা।'

'কিন্তু আমি তো সে-ব্যাপারে কিছু ভাবিইনি এখনও!'

'যেন ভাবেন, সেজন্যেই তো বললাম। আমি আপনার পেছনে আছি।' শেষের বাক্যটা বিশেষ ভঙ্গিতে বলল মুলার।

আগ্রহী হয়ে উঠলেন জেনারেল। 'আপনার মতো প্রভাবশালী লোকদের পাশে পেলে...' আগের গাম্ভীর্য খসে গেছে জেনারেলের।

হাসল মুলার। জেনারেলকে মনে মনে আবার গাল দিল সে। মুখে বলল, 'আর কারও কথা জানি না জেনারেল, তবে আমি আছি আপনার পাশে। ইংরেজদের হারানোর জন্যে কী কষ্ট করেছেন আপনি নিজের চোখেই তো দেখলাম...'

হাসলেন জেনারেল। ভাবলেন, যতটা দেখায় আসলে ততটা খারাপ নয় ফ্র্যাঙ্ক মুলার।

'একটা কথা ছিল জেনারেল,' মুলারের কণ্ঠে বিগলিত ভাব।

'বলে ফেলুন। আমার মন খুশি থাকতে থাকতেই বলে ফেলুন।'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার দুই ইংরেজ বন্ধু আটকা পড়ে আছে প্রিটোরিয়ায়। মুইফন্টেইনে যাবে ওরা। কিন্তু পাস নেই বলে যেতে পারছে না। আপনি যদি…'

বাকিটুকু শোনার আগেই বুঝে গেলেন জেনারেল কী বলতে চাইছে মুলার। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন তিনি, 'না, না, এ আপনি কী বলছেন? এখন এই যুদ্ধের সময়ে…'

'আপনি পারবেন জেনারেল। আমি জানি। সেজন্যেই এত করে বলছি আপনাকে। অন্য কেউ হলে বলতাম না। আমরা যদি একে-অপরকে সাহায্য না করি তো কে করবে…'

আর বলতে হলো না জেনারেলকে। জন আর জেসের জন্য একটা পাসের ব্যবস্থা হয়ে গেল। জেনারেলের সই থাকল সেটাতে।

পাসে লেখা রইল: "এর বাহকরা আমার লোক। ওদেরকে যেতে দাও।"

নীচে জুড়ে দেওয়া হলো কিছু শর্ত: "এই পাস কোনও অবস্থাতেই হস্তান্তর করা যাবে না। যাঁদের জন্য ইস্যু করা হয়েছে তাঁরা ছাড়া অন্য কারও কাছে এটা পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালানো হবে। যে-কোনও বোয়া সৈন্য, বা ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, বা যে-কোনও সাধারণ বোয়া নাগরিক এই পাসের বাহকদেরকে যে-কোনও মুহূর্তে সাহায্য করতে পারবেন অথবা তাদের উপর নজরদারি করতে পারবেন। পাস-বাহকরা এ-ব্যাপারে সামান্যতম আপত্তি করতে পারবেন না। পাস-বাহকরা সঙ্গে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নিতে পারবেন না। এই আদেশের অন্যথা হলে তাঁদেরকে হত্যা করা হবে।"

এরপর আরও একটা "আদেশনামায়" জেনারেলকে দিয়ে সই করিয়ে নিল মুলার। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে জেনারেলকে বোঝাতে হলো কেন "আদেশনামাটা" চাইছে সে।

'কাজটা ভালো হলো না, মুলার,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন জেনারেল। 'আমাকে ডোবাবেন আপনি।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, জেনারেল,' হেসে জবাব দিল মুলার। তারপর ডান তর্জনী দিয়ে ইশারা করল নিজের মাথার দিকে। 'মগজের জোরে, বুঝলেন, শুধুমাত্র মগজের জোরে আজ আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি। বিশ্বাস রাখুন আমার মগজের উপর। আমি আর আপনি ছাড়া আর কেউ জানতেও পারবে না ব্যাপারটা। মনে রাখবেন, স্বাধীন দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট হতে চাইলে কিছু কিছু কাজ ইচ্ছের বিরুদ্ধেও করতে হবে আপনাকে। আমাকে ডান হাত বানাতে চাইলে আমার অতৃপ্ত মনটাকে মাঝেমধ্যে তৃপ্ত করতে হবে।'

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন জেনারেল।

# সতেরো

পরদিন সকাল এগারোটার দিকে মুইফন্টেইনের উদ্দেশে রওয়ানা হলো জন, জেস আর মউটি।

এর ঘণ্টাখানেক আগে পাস আর বোয়াদের পতাকা নিয়ে গম্ভীর মুখে হাজির হয়েছিলেন হ্যান্স কুয়েযি। জনের হাতে নির্দেশনামাটা দিয়েই "কাজ আছে" বলে কেটে পড়লেন তিনি। জন আর জেস সময় নিয়ে পরীক্ষা করল পাসটা। ভুয়া নয়—বুঝতে পেরে জন আর মউটি কার্টে তুলে নিল প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র। মিসেস নেভিল, জেন, ক্যাম্পের পরিচিত সবার থেকে বিদায় নিয়ে গভর্নরের অফিসে হাজির হলো ওরা। চলে যাচ্ছে—জানার পর আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক। জন পুরো ঘটনা খুলে বলায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাও তা হলে। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন।'

কথা না-বাড়িয়ে বের হয়ে এল জন।

এখন বারোটা। এক ঘণ্টা হলো চলছে ওরা। কার্টের একপ্রান্তে উঁচু করে বেঁধে দিয়েছে বোয়াদের পতাকা। পতাকাটা দেখলে বোয়া সৈন্যরা কার্টটা থামাবে, তারপর কথাবার্তার জন্য এগিয়ে আসবে। পতাকা ছাড়া কোনও কার্ট দেখলেই গুলি চালানোর নির্দেশ আছে

www.BanglaBook.org

ওদের উপর।

মধ্যম গতিতে ছুটছে ঘোড়াগুলো। ক্যাম্প ছেড়ে চলে এসেছে অনেকদূর। উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। পথ চলার একঘেয়েমি ইতিমধ্যেই পেয়ে বসেছে জেসকে। ঝিমুচ্ছে সে।

রোদের তেজ বাড়ল। ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য থামল ওরা। কাছের এক ঝরনা থেকে বালতিতে করে পানি নিয়ে এল মউটি। ঘোড়াগুলোকে খাওয়াল জন। তারপর একটা গাছের ছায়ায় বসল ওরা তিনজন। অল্প কিছু খাবার দিয়ে লাঞ্চ সেরে নিল চটপট।

বিকালের কিছু আগে কমে গেল রোদের তেজ। এতক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দম ফিরে পেয়েছে ঘোড়াগুলো। আবার রওয়ানা হলো ওরা। কিন্তু গোধূলির আলো মিলিয়ে যাওয়ামাত্রই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। থামতে বাধ্য হলো তখন।

রাত ন'টার দিকে চাঁদ উঠল। মরা আলোয় আলোকিত হলো হাইডেলবার্গ রোড। পথ চলা সহজ হলো কিছুটা।

ঘণ্টা দুয়েক পর রাস্তার ধারের একটা সরাইখানায় থামল ওরা। মালিক ইংরেজ। প্রিটোরিয়ায় আটকা পড়ে আছেন ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী মিসেস গুচ সরাইখানাটা চালাচ্ছেন এখন। জন আর জেসকে এত রাতে দেখে আশ্চর্য হলেন তিনি। ওরা পাস নিয়ে ট্রান্সভালে যাচ্ছে জানার পর আরও বাড়ল তাঁর বিস্ময়। স্বামীর বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইলেন, 'দেখেছ ওকে?'

ওই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়, এমন শত শত লোক আছে ক্যাম্পে। কথাটা মিসেস গুচকে জানানোমাত্রই মুখ শুকিয়ে গেল তাঁর। আর কিছু বললেন না, জন আর জেসকে দুটো আলাদা রুম বুঝিয়ে দিয়ে সিঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়ালেন।

কিন্তু সিঁড়ির কাছে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন ভদ্রমহিলা। হাতে ধরা হারিকেনটা উঁচু করে তুলে ধরলেন। 'একটা কথা মনে পড়েছে। হয়তো খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না, তারপরও...'

'কী?' সাগ্রহে এক পা আগে বাড়ল জেস।

'খুব লম্বা-চওড়া এক লোক এসেছিল ঘণ্টা তিনেক আগে। বোয়া। নাম জিজ্ঞেস করলাম, ভারী গলায় আমাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল

www.BanglaBook.org

শয়তানটা। কালো, তেজী, বিরাট এক ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল সে।'

লোকটা কে, অনুমান করে মুখ শুকিয়ে গেল জনের।

নিজের রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে জেসও সব শুনছে। জিজ্ঞেস করল সে, 'কিছু বলেছে নাকি লোকটা?'

'তোমাদের বর্ণনা দিল। এসেছ কি না জানতে চাইল। আমি বললাম, না। শুনে যেন সন্তুষ্ট হলো লোকটা। ব্যাপারটা কী, বলো তো?'

'ব্যাপারটা আমরাও বুঝতে পারছি না,' সত্যি কথাই বলল জন। 'আটকা পড়ে ছিলাম প্রিটোরিয়ায়, কোনরকমে একটা পাস যোগাড় করে ফিরে যাচ্ছি ট্রান্সভালে। আমাদের খোঁজ করার কথা নয় কারও।'

'কী জানি! হবে হয়তো,' ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন মিসেস গুচ।

হোটেলের সঙ্গে একটা আস্তাবল আছে। ঘোড়াগুলোকে সেখানে রাখল মউটি। মেঘমুক্ত রাত, বৃষ্টির সম্ভাবনা কম; তাই আস্তাবলের বাইরে একটা খড়ের-গাদার উপর শুয়ে পড়ল সে।

পরদিন সকাল ন'টার সময় ব্রেকফাস্ট সারল ওরা। সারাদিন পথ চলতে হবে, তাই মিসেস গুচের থেকে কিছু খাবার কিনে নিল—রুটি, শুকনো মাংস, সেদ্ধ ডিম, আর এক বোতল ব্র্যান্ডি। তারপর রওয়ানা হলো আবার।

লম্বা যাত্রা সবসময়ই বিরক্তিকর, একঘেয়ে। জন আর জেসের মনে হচ্ছে পথ যেন ফুরাতেই চাইছে না। ধুলি-ধূসরিত রাস্তায় লোকজন নেই, থাকার প্রশ্নও আসে না। আশপাশের জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যে বেরিয়ে আসছে একটা-দুটো হরিণ। ক্ষুরের আওয়াজ পেয়ে লাফিয়ে সরে যাচ্ছে নিরাপদ দূরত্বে।

সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে স্ট্যান্ডার্টন রোডে থামল ওরা। একটা ট্রেইল বেরিয়েছে রাস্তাটা থেকে, মিশেছে সমতলভূমিতে। কাছেই একটা ছোট্ট গর্ত। তাতে সামান্য পানি জমে আছে। মুখ ডুবিয়ে, কান খাড়া করে পানি খাচ্ছিল হরিণের পাল। ঘোড়াগুলো নিয়ে মউটিকে এগোতে দেখে নিরাপদ দূরত্বে সরে পড়ল।

ওয়্যাগনের ছায়ায় বসে পড়ল জন আর জেস। মউটির জন্য



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অপেক্ষা করতে লাগল। ছেলেটা এলে একসঙ্গে খেয়ে নিল। ঘোড়াগুলোকে খাওয়াতে গেল মউটি।

সারাদিন খুব গরম গেছে, তার উপর আছে পথ চলার ক্লান্তি। আধ ঘণ্টা আগে মৃদুমন্দ বাতাস ছিল, এখন সেটাও নেই। ঘামছে জন আর জেস দু'জনই। হ্যাট খুলে নিজেকে বাতাস করতে করতে জিজ্ঞেস করল জেস, 'মুলারের ব্যাপারটা কী বলো তো? আমাদের পিছু পিছু আসছে কেন?'

'পিছু পিছু বলাটা ঠিক হবে না। আমাদের তিন ঘণ্টা আগেই সরাইখানাটায় হাজির হয়েছে সে। কিন্তু আমরা সেখানে পাইনি ওকে। তার মানে আমাদের অনেক আগেই চলে গেছে। যদি ট্রান্সভালের দিকেই গিয়ে থাকে, তা হলে আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে শয়তানটা। ওর ঘোড়ার তেজ বেশি।'

'ওর মতলবটা কী?'

'জানি না,' স্বীকার করল জন।

'আমরা যাচ্ছি–জানল কী, করে?...দাঁড়াও, দাঁড়াও! মনে পড়েছে! কুয়েযি চাচা বলেছিলেন রুইহুইস ক্রালে যাচ্ছেন তিনি। বন্দিদেরকে নিয়ে সেখানে অপেক্ষা করছিল ফ্র্যাঙ্ক মুলার। হয়তো...জেনারেল পাসটা সই করার সময় দেখে ফেলে সে...'

'কিংবা জেনারেলকে বলে-কয়ে আমাদের জন্যে সে-ই পাসের ব্যবস্থা করেছে,' ঠাট্টা করল জন।

কিন্তু কথাটা যে সত্যি, কল্পনাও করতে পারল না ওরা।

জনের কথা শুনে হাসল জেস। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'আজ রাতে কোথায় ক্যাম্প করবো আমরা? স্ট্যান্ডার্টনে গিয়ে লাভ নেই। প্রিটোরিয়ার মতো ওই শহরটাও অবরোধ করে রেখেছে বোয়ারা।'

'কাজেই সেখানে যাবো না আমরা,' বলল জন। 'রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়বো সমতলভূমিতে। চড়াই-উৎরাই আছে অনেক, সেগুলো পার হতে হবে। তারপর কপাল ভালো থাকলে আবার রাস্তায় ওঠা যাবে।'

ধীরে ধীরে অস্তমিত হলো সূর্য। আকাশে রয়ে গেল লালিমা। জন আর জেস তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সেই দৃশ্য। যুলু ভাষায় একটা গান ধরল মউটি। স্বরচিত, সুর দিয়েছে নিজে, গলাও আহামরি কিছু নয়;

www.BanglaBook.org

তারপরও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে গেল গানটা।

'আমরা কখন রওনা হবো, জন?' মউটির গান শেষ হলে জিজ্ঞেস করল জেস।

'চাঁদ ওঠার পর।'

'আমি তা হলে একটু ঘুমিয়ে নেই। ঠিক সময়ে তুলে দিয়ো আমাকে,' চোখ বন্ধ করল জেস। ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

জন তাকিয়ে আছে ঘুমন্ত জেসের দিকে। ওর মনের ভিতর শুরু হয়েছে দ্বিধার ঝড়। ঘুমন্ত জেসের কমনীয় চেহারার দিকে তাকিয়ে একবার ভাবল, কী লাভ ফিরে গিয়ে? বেসিকে বিয়ে করে আদৌ কি সুখী হতে পারবে সে? ভালোবেসেছে জেসকে, কিন্তু ঘর করবে বেসির সঙ্গে...

চাঁদ উঠল এমন সময়। উদাস দৃষ্টিতে দেখল জন। স্ট্যান্ডার্টন রোড থেকে বের হওয়া ট্রেইলটা ধীরে ধীরে উঠে গেছে উপরের দিকে, দিগন্তের কাছে একটা ঢালে শেষ হয়েছে। খাঁখাঁ করছে চারদিক। কেমন প্রাণহীন মনে হচ্ছে সব কিছু। হু-হু করে উঠল জনের বুকের ভিতর। জেসকে পেয়েও পেল না সে...

হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল জন। দিগন্তের কাছে সেই ঢালটার উপর, ঠিক চাঁদের নীচে একটা স্পষ্ট নড়াচড়া। ছটফট করছে একটা বিরাট ঘোড়া, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে না একমুহূর্তও। দক্ষ হাতে জন্তুটাকে সামলাচ্ছে আরোহী। উজ্জ্বল চাঁদের পটভূমিতে লোকটা একটা ছায়ামূর্তি মাত্র।

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কার্টের দিকে তাকিয়ে রইল রহস্যময় অশ্বারোহী। অনেকক্ষণ। তারপর ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখ। ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হলো।

খচ্‌খচ্ করছে জনের বুকের ভিতর। কে ওই লোকটা? মুলার? কিন্তু বিরাট ছটফটে ঘোড়া তো একটা নেই দক্ষিণ আফ্রিকায়। ঘোড়াটা কালো—এটাও নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। রঙটা আসলে কী ছিল, বলতে পারবে না জন। গাঢ় যে-কোনও রঙ উজ্জ্বল আলোর পটভূমিতে কালো দেখায়।

মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল সে। তাকাল জেসের দিকে। চাঁদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলোয় কার্টের ছায়া পড়েছে মেয়েটার কপালে আর দু'চোখে-স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না মুখের সেই অংশটা। কিন্তু নাক, ঠোঁট, গলা যেন চাঁদের মতোই জ্বলজ্বলে। ক্লান্ত মেয়েটা গভীর ঘুমে মগ্ন। ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছে জন। ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে আচমকা সচকিত হলো সে। চোখ তুলে তাকাল।

দিগন্তের ওই ঢাল বেয়ে অনেকখানি নেমে এসেছে তিনটা ঘোড়া। একজনকে চিনতে পারল জন-সেই রহস্যময় অশ্বারোহী। খুব জোরে দৌড়াচ্ছে ওর ঘোড়াটা। দশ সেকেন্ডেই কাছিয়ে এল অনেক। লোকটা কে, বুঝতে এবার কোনও অসুবিধা হলো না জনের।

ফ্র্যাঙ্ক মুলার। সঙ্গে আরও দু'জন আছে। দশ সেকেন্ড কাটল। মুলারকে তো বটেই, ওর হাতে ধরা রাইফেলের ট্রিগার পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। হাত বাড়িয়ে জেসের কাঁধ স্পর্শ করল জন। মৃদু ধাক্কা দিল।

চমকে জেগে উঠল জেস। 'কী হয়েছে?' দু'হাতে চোখ কচলে জিজ্ঞেস করল।

'ফ্র্যাঙ্ক মুলার। সোজা আমাদের দিকেই আসছে। একা নয়, দলবল সহ।'

'কী!' জেস ঘাড় ঘুরাতে-না-ঘুরাতেই মুলারের কালো ঘোড়াটা কাছে এসে পড়ল। সজোরে রাশ টানল মুলার। পিছনের দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল বিরাট ঘোড়াটা। তীক্ষ্ণ হ্রেষায় ভেঙে খানখান হলো রাতের নীরবতা। খানিক পর ওর পিছনে ঘোড়া থামাল ওর দুই সঙ্গীও।

হাসল মুলার। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো দেখা গেল পরিষ্কার। হ্যাট খুলে জেসকে সম্মান জানাল সে। বলল, 'এসে গেছি। তোমাদের থেকে তিন ঘণ্টার পথ এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু ওই ঢালটা,' হাত তুলে দূরের সেই ঢালের দিকে ইঙ্গিত করল, 'পার হওয়ার পর কেমন কেমন করতে লাগল বুকের ভেতর। ভাবলাম বিপদে পড়তে পারো। তাই সাহায্য করতে এসেছি।'

জন বা জেস কিছু বলল না। উঠে দাঁড়াল দু'জনই। মুলারের মুখে এক, আর মনে আরেক-খুব ভালো মতো জানে ওরা, লোকটার মতলব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী বুঝতে পারছে না তাই।

'তোমার সাহায্যের দরকার আছে বলে মনে হয় না, মুলার,' শীতল কণ্ঠে বলল জন। 'তিন ঘণ্টার পথ এগিয়ে ছিলে, এগিয়ে থাকলেই আমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে ভেবে খুশি হবো।'

'আমার সাহায্যের দরকার নেই তোমাদের?' কণ্ঠ শুনে মনে হলো না অপমানিত হয়েছে মুলার।

'না।'

'পাসে কী লেখা আছে পড়েছ?'

'ভালো মতো।'

'তা হলে আর কী? ধরে নাও তোমাদের উপর নজরদারি করতে এসেছি আমি,' এরপর ব্যঙ্গ করে বলল, 'যে-কোনও বোয়া সৈন্য, বা উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, বা যে-কোনও সাধারণ বোয়া নাগরিক এই পাসের বাহকদের যে-কোনও মুহূর্তে সাহায্য করতে পারবেন, অথবা তাদের উপর নজরদারি করতে পারবেন। পাস-বাহকরা এ-ব্যাপারে কোনও আপত্তি করতে পারবেন না।'

'আমাদের উপর নজরদারি করার কারণ?'

'সরকার মনে করছে, তোমরা পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারো।'

'মানে?' বুঝল না জেস।

'সব কথার মানে বুঝতে গেলে মগজের কষ্ট হয়, মিস জেস,' শব্দ করে হাসল মুলার। 'সুতরাং ওই চেষ্টাটা সবসময় না-করাই স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো।'

'বোয়া সরকারের কি আর লোক নেই?' রাগে জনের শরীর জ্বলছে। 'তোমাকে পাঠাল কেন?'

'কারণ আমি এখন ট্রান্সভালের গভর্নর,' মুলারের কণ্ঠে সুস্পষ্ট অহঙ্কার। 'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ক্যাপ্টেন নেইল। মউটিকে বলো কার্টে ঘোড়া জুড়তে। রওনা হবো আমরা।'

'না গেলে?'

'না গেলে আমি ধরে নেবো বোয়া সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার আদেশ ভাঙলে তোমরা। ফলে ট্রান্সভালের গভর্নর হিসেবে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওই পাসটা বাতিল করতে বাধ্য হবো। ট্রান্সভালে পা দেয়ার পর যদি ভালোমন্দ কিছু ঘটে যায় তোমাদের, পরে আর দোষ দিতে পারবে না আমাকে।'

মুলারের হাতে ধরা রাইফেলের দিকে তাকাল জন। বুঝতে পারছে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানো হয়েছে ওদেরকে। কিন্তু কিছুই করার নেই এখন। অক্ষম ক্রোধে ওর সারা শরীর কাঁপতে লাগল। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে মাটিতে বসে পড়ল সে।

'কী হলো, ক্যাপ্টেন নেইল?' রাইফেলের নল জনের বুক বরাবর তাক করল মুলার। 'আমি কি তা হলে ধরে নেবো যাচ্ছ না তোমরা?'

উঠল জন। এগিয়ে গেল কার্টের দিকে। ওকে অনুসরণ করল মুলারের রাইফেল। মালপত্রের ভিতর থেকে একটা লণ্ঠন বের করল জন। জ্বালল। সেটার আলোতে দেখল মুলারের দুই সঙ্গীকে।

একজন প্রায় মুলারের সমান লম্বা-চওড়া। পাণ্ডুর চেহারায় শয়তানি ভাব। উপরের পাটির একটা দাঁত বেরিয়ে আছে অনেকখানি। মনে মনে লোকটার নাম দিল জন—ইউনিকর্ন।

দ্বিতীয়জন মাঝারি উচ্চতার। ঠোঁটের কোণে কুৎসিত হাসি। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। নাকের নীচে বিড়ালের মতো গোঁফ। লম্বা চুল নেমে এসেছে কাঁধে। এ-লোকটার নাম দিল জন—উইল্ডাবিস্ট।

'কোন্ দিকে রওনা হবো আমরা?' কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইছে জন।

'আমি যেদিকে নিয়ে যাবো সেদিকে। ভয় পেয়ো না, তোমাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলবো না।' খানিকটা কঠোর হলো মুলারের কণ্ঠ, 'মউটিকে ঘোড়া জুড়তে বলো।'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল জন। এগিয়ে গেল মউটির দিকে। দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছে ছেলেটা। ওকে নিয়ে কার্টে ঘোড়া জুড়তে লেগে গেল জন।

সঙ্গের লোক দু'জনকে নিয়ে ত্রিশ গজ দূরে সরে গেল মুলার। ডাচ ভাষায়, খুবই নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী করতে হবে মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, স্যার,' জবাব দিল উইল্ডাবিস্ট।

www.BanglaBook.org

'কিন্তু,' ইতস্তত করছে ইউনিকর্ন, 'স্যার, যদি কিছু মনে-না-করেন, আদেশনামাটা একবার দেখলে নিশ্চিন্ত হতাম।'

'ঠিক আছে,' দেখতে চাইবে অনুমান করে আগেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে মুলার। শার্টের গোপন পকেট থেকে ভাঁজ করা এক তা কাগজ বের করল সে। এগিয়ে দিল ইউনিকর্নের দিকে। বলল, 'তাড়াতাড়ি পড়ো।'

পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে একটা কাঠি জ্বালল উইল্ডাবিস্ট। সেই আলোতে চটপট পড়ল ইউনিকর্ন: "বোয়া বাহিনীর জেনারেল এই মর্মে জানাচ্ছেন, ট্রান্সভালের মহামান্য গভর্নর ফ্র্যাঙ্ক মুলার যে-দু'জন ইংরেজের পিছু নিয়েছেন, তারা দেশদ্রোহী। জেনারেল আদেশ দিচ্ছেন, ওই দু'জন ইংরেজ এবং তাদের চাকরকে ধরার বা হত্যা করার ব্যাপারে যে-কোনও বোয়া নাগরিক যেন ফ্র্যাঙ্ক মুলারকে সব রকম সাহায্য করে।"

নীচে জেনারেলের নাম লেখা। তার নীচে সই আর তারিখ। সবই আসল।

মাথা ঝাঁকাল ইউনিকর্ন। 'আপনি আমাদের সব রকম সাহায্য পাবেন, মিস্টার ফ্র্যাঙ্ক মুলার, স্যার।'

'বেশ,' আদেশনামাটা ভাঁজ করে আবার জায়গামতো ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলল মুলার। 'কাজ ঠিকমতো হয়ে গেলে আমিও আমার প্রতিশ্রুতি রাখবো। সাধারণ বোয়া সৈন্য থেকে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হয়ে যাবে তোমরা।'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল ইউনিকর্ন আর উইল্ডাবিস্টের। কিন্তু দূরে হঠাৎ মেঘ ডেকে ওঠায় বন্ধ হয়ে গেল হাসিটা। থমথমে গলায় বলল ইউনিকর্ন, 'স্যার, মেঘ ডাকছে। এ-অঞ্চলে মেঘ ডাকা মানে ঝড় আসা।'

'আসতে দাও,' এবার দাঁত দেখা যাচ্ছে মুলারের। 'এসব কাজ ঝড়ের সময় করতে আরও মজা। সাক্ষী যত কম, খুন করে তত আনন্দ।'

আকাশের পুব দিক ঢেকে গেছে পুরু কালো মেঘে। পশ্চিম পাশটা লাল দেখাচ্ছে হঠাৎ করেই। চাঁদের আলো মরে গেছে প্রায়।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকগুলো তারা দেখা যাচ্ছিল, দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে অনুমান করে লুকিয়েছে সবগুলো। গায়ে ফোস্কা ফেলার মতো গরম বাতাস বিদায় নিচ্ছে। তার জায়গা আচমকা দখল করেছে ঠাণ্ডা বাতাস।

হু হু করে উঠল জনের বুকের ভিতর। কেন যেন মনে হলো ওর, আর কোনও দিন দেখা হবে না জেসের সঙ্গে। সামনের ওই দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমি ছাড়ানোমাত্রই ঘটবে চির-বিচ্ছেদ।

উদাস হয়ে তাকিয়ে আছে জন, জেসের ডাকে হুঁশ ফিরল। 'কী ব্যাপার? কার্টে উঠছ না কেন?'

উত্তর না দিয়ে কার্টে চড়ে বসল জন। একটু পর চলতে আরম্ভ করল মুলারের পিছু পিছু।

ঢালটা পার হলো ওরা। আরও বাড়ল বাতাসের বেগ। প্রাণী বলতে ওরা ছয়জন, আর ওদের ঘোড়াগুলো। আর কিছু নেই। এমনকী দলছুট হরিণ বা নিশাচর পাখিরাও উধাও হয়েছে।

কার্টের বাইরে বাতাসের হাহাকার। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত সমতলভূমিতে জায়গায় জায়গায় ছোট-বড় টিলা। এগিয়েই যাচ্ছে ওরা। দৌড়াতে চাইছে না ঘোড়াগুলো, নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে চাইছে। চাবুকের শাসনে চলতে বাধ্য হচ্ছে জন্তুগুলো।

আরও মাইল তিনেক এগোনোর পর একটা নদীর সামনে হাজির হলো ওরা। নদীটা মরা। ক্ষরায় শুকিয়ে গেছে পানি। পানির উচ্চতা বেশি হলে ঘোড়ার হাঁটু পর্যন্ত হবে। ঘোড়া বা কার্ট নিয়ে সহজেই পার হওয়া যাবে নদীটা।

মুলার অন্য পথে নিয়ে আসেনি ওদেরকে। এই নদী পার হয়েই যেতে চেয়েছিল জন। আরও মিনিট পাঁচেক চলার পর নদীর তীরে পৌঁছে গেল ওরা। ঠিক তখনই শুরু হলো মুষলধারার বৃষ্টি।

'এবার এখানেই চুপ করে বসে থাকতে হবে, মুলার,' চেঁচাল জন। 'এই বৃষ্টির মধ্যে আর এগোনো যাবে না।'

'ভুল,' সমান জোরে চেঁচাল মুলারও। 'এখানে বোকার মতো বসে থাকলে ইহজীবনে নদী পার হতে হবে না। আধ ঘণ্টার ভেতরই পাল্টে যাবে নদীর চেহারা। খরস্রোতা হয়ে যাবে তখন। সুতরাং জলদি নামো।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু ঘোড়াগুলো এগোতে চাইছে না।'

'মউটিকে বলো চাবুক দিয়ে পিটিয়ে হারামিগুলোর চামড়া তুলে নিতে।'

চামড়া না তুললেও ঘোড়াগুলোকে পানিতে নামাতে নির্মম হতে হলো মউটিকে। নামানোর পর টের পেল, ভালো করেনি কাজটা। স্রোত বাড়তে আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যেই।

একের পর এক চাবুকের-বাড়ি পড়ছে ঘোড়াগুলোর পিঠে, কিন্তু সেগুলো এক পা আগায় তো দু'পা পিছায় এমন অবস্থা। সাহায্যের আশায় ঘাড় ঘুরিয়ে জনের দিকে তাকাল সে।

'গাধা!' তীর থেকে চেঁচাল মুলার। 'বামে মোড় নাও। এখানে পানি বেশি গভীর। স্রোত বাড়ার আগেই বামে মোড় নাও।'

জন আর মউটি মিলে সে-চেষ্টাই করছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না খুব একটা। ঘোড়াগুলো কিছুতেই এগোতে চাইছে না।

দশ মিনিটের চেষ্টায় মাত্র পাঁচ ফুট এগোতে পারল জন। নিজেদের ইচ্ছেমতো চলছে ঘোড়াগুলো। চাবুকের শাসন মানছে না। ফলে গিয়ে পড়ল ছোটখাটো একটা ঘূর্ণির মধ্যে।

'সরো, এক্ষুণি সরো, হাঁদারাম!' পিছন থেকে সমানে গাল দিচ্ছে মুলার। 'নইলে প্রাণে মরবে আর কিছুক্ষণ পর।'

কথাটা গেল না জনের কানে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে ঘোড়াগুলোকে ঘূর্ণি থেকে তোলার। কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে জন্তুগুলো। একেকটা একেক দিকে দৌড়ে পালাতে চাইছে। ফলে একচুলও নড়ছে না কার্ট।

'বোকা,' আবার চেঁচাল মুলার। 'সামনে যাও! পানি ওখানে তিন ফুটের মতো গভীর। পাথরও নেই। শোনো...'

কথা শেষ করতে পারল না মুলার। একটা আকস্মিক বুম-বুম আওয়াজে চাপা পড়ে গেল ওর কণ্ঠ। চমকে মুখ তুলে তাকাল সে। ঘাড় ঘুরাল ডানে। ওর আগেই তাকিয়েছে ইউনিকর্ন আর উইল্ডাবিস্ট। জন, জেস আর মউটিও দেখছে।

পানির প্রবল একটা স্রোত ধেয়ে আসছে নদীর মাঝ বরাবর। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে বৃষ্টির পানি, তীব্র স্রোত হয়ে নদীর

www.BanglaBook.org

বুকে আছড়ে পড়তে চলেছে এখন।

'পালাও, পালাও, জন,' শেষবারের মতো পরামর্শ দিল মুলার। 'নেমে দৌড় দাও। নইলে ফিরে এসো।'

ঝড়ের গর্জন, তীব্র স্রোতের আওয়াজ, ঘোড়াগুলোর সম্মিলিত হ্রেষা জনের কানে ঢুকতে দিল না মুলারের চিৎকারটা। পাশে দাঁড়ানো মউটিকে বলল সে, 'আমি লাগাম ধরছি, তুমি চাবুক চালাও ঘোড়াগুলোর পিঠে। জেস, হাতের সামনে যা-পাও শক্ত করে ধরো।'

কিন্তু কেউ কিছু করার আগেই পানির তীব্র স্রোতটা আঘাত করল ওদের কার্টকে।

তাল সামলাতে না-পেরে পড়ে গেল দুটো ঘোড়া। একদিকে কাত হয়ে গেল কার্ট। ছুট লাগাতে চাইল বাকি দুটো ঘোড়া, পারল না। পড়ে গেল ওরাও। এবার সামনে হেলে পড়ল কার্ট। চিৎকার করে উঠল জেস। উধাও হয়ে গেল মউটি। ঝপাৎ করে শব্দ হলো একটা। পানিতে পড়ল ছেলেটা। তীব্র স্রোত চোখের পলকে ওকে নিয়ে গেল বহুদূরে।

তীরে দাঁড়ানো মুলার ক্রূর হাসি হাসল। কাঁধ থেকে রাইফেল খসিয়ে হাতে নিল সে। ওর দেখাদেখি উই গবিস্ট আর ইউনিকর্নও।

বিদ্যুৎ চমকাল এই সময়। কার্টের এক প্রান্তের কাঠ আঁকড়ে থাকা জেস তাকাল মুলারের দিকে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে লোকটাকে এক ঝলক দেখতে পেয়ে চমকে উঠল সে। কাঁধে রাইফেল ঠেকিয়ে সময় নিয়ে নিশানা করছে মুলার আর ওর দুই সঙ্গী। 'জন,' চেঁচাল মেয়েটা, 'ওরা আমাদেরকে গুলি করছে!'

কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই বাজ পড়ল। গুলির শব্দকে চাপা দিল সেই আওয়াজ। পর পর তিনবার কেঁপে উঠল কার্ট। এখানে-সেখানে বিঁধেছে বুলেট।

ভেঙে গেল ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া কার্টের লম্বা-কাঠের-টুকরোটা। আরেকটা তীব্র স্রোত এল এমন সময়। আঘাত করল কার্টকে। দু'বার গড়ান খেল সেটা। খরস্রোতা নদীতে অনেক বেড়েছে পানির পরিমাণ। কার্টটা সেই পানিতে ভাসতে লাগল নৌকার মতো। পর পর তিনবার গুলির আওয়াজ হলো আবার। উধাও হয়ে গেল

www.BanglaBook.org

কার্টের একটা চাকা। মারা গেল একটা ঘোড়া।

বাঁচার আশা ছেড়ে দিল জন। দু'হাতে সিটটা আঁকড়ে ধরে ছিল সে, কার্টটা ভাসতে আরম্ভ করামাত্রই ছেড়ে দিয়ে এগোল জেসের দিকে। তীব্র স্রোত আঘাত করল আবার। পানির উপর আরও দু'বার গড়ান খেল কার্ট। সোজা হয়ে গেছে এবার। গড়ান খেল জনও।

নৌকার মতো ভাসছে কার্টটা। পানির গতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে। জেস আঁকড়ে ধরে আছে পাটাতন। জন ধরেছে তেরপলের এককোনা।

আবারও গুলি হলো। অন্ধকার বলে অনুমানে গুলি চালাচ্ছে মুলার আর ওর দুই সঙ্গী। এ-কারণেই এতক্ষণ বেঁচে আছে জন আর জেস। এবারও গুলি লাগল না ওদের দেহে। কাঠের পাটাতনে বিঁধল সবগুলো।

রাইফেলে গুলি ভরতে সময় লাগবে মুলার আর ওর দু'সঙ্গীর—বুঝে নিয়ে জেসের দিকে এগোল জন। কাছে পৌঁছে জড়িয়ে ধরল মেয়েটাকে। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল ওকে। গুলি লাগলে যেন ওর শরীরে লাগে, বেঁচে যায় জেস।

আবার গুলি হলো। জনের শার্টের হাতা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। পরমুহূর্তেই আরেকটা। তীব্র স্রোত আছড়ে পড়ল কার্টের উপর। পানির নীচে তলিয়ে গেল সেটা। তলিয়ে গেল জন আর জেসও।

আরও কয়েকবার বিদ্যুৎ চমকাল। বিকট শব্দে বাজ পড়ল দূরে। প্রমত্তা নদীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যেন ঝলসে উঠল সেই আলোতে। চঞ্চল দু'চোখে কার্টটা খুঁজল মুলার। না পেয়ে চেঁচাল, 'থামো!' গুলি করতে নিষেধ করছে দু'সঙ্গীকে। 'দেখা যাচ্ছে না কার্টটা। তার মানে ডুবে গেছে। ভালোই হলো। বানের পানিতে অনেকদূর ভেসে যাবে ওদের লাশ। কেউ খুঁজেও পাবে না।'

ইতস্তত করছে উইন্ডাবিস্ট। শেষে বলেই ফেলল, 'ইয়ে, স্যার, ওরা না-ও তো মরতে পারে...'

'চুপ করো,' এক ধমকে ওকে থামিয়ে দিল মুলার। 'এত গুলি করলাম, বানের পানিতে ডুবে গেল কার্টটা...এরপরও কেউ বেঁচে থাকে নাকি? স্রেফ কিমা হয়ে গেছে ওরা। নদীর মাছ ওদের মাংস খুবলে

www.BanglaBook.org

খাচ্ছে এখন।' সামান্য বিরতি দিয়ে আবার বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজার মানে হয় না। ওখানে একটা ছাপড়া ঘর আছে,' দূরের অন্ধকারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'চলো সেখানে। ব্র্যান্ডির বোতল আছে বেশ কয়েকটা। শত্রু মরেছে, এবার আনন্দ করবো আমরা।'

ব্র্যান্ডির নাম শুনেই জিভে পানি এসে গেল ইউনিকর্ন আর উইল্ডাবিস্টের। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে মুলারের নির্দেশিত পথে রওয়ানা হলো ওরা। বিন্দুমাত্র দেরি সইছে না।

বাঁকা হাসল মুলার। ধীরে ধীরে উঠাল ওর রাইফেল। প্রথমে ইউনিকর্ন, পরে উইল্ডাবিস্টের মাথায় গুলি করল সে। স্যাডলের উপর ঝুঁকতে আরম্ভ করল ওদের মৃতদেহ। ভারসাম্য রাখতে না-পেরে কিছুক্ষণের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

লাশ দুটোর কাছে গেল মুলার। নামল ঘোড়া থেকে। দেখল একনজর, তারপর রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে লাশ দুটো টেনে ফেলে দিল নদীতে। তীব্র স্রোতে কিছুক্ষণ ভাসল ইউনিকর্ন আর উইল্ডাবিস্ট, তারপর ডুবে গেল। লাশের কোনও চিহ্নই রইল না।

ওদের ঘোড়া দুটো থেকে স্যাডল, লাগাম খুলে পানিতে ফেলে দিল মুলার। তারপর জোরে চাপড় লাগাল জন্তু দুটোর পাছায়। দৌড়ে পালাল ওগুলো।

'সাক্ষী যত কম, খুন করে তত মজা,' বিড় বিড় করতে করতে নিজের ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল মুলার। খানিক পরই ছুট লাগাল ওর ঘোড়া। দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

স্রোতের ধাক্কায় অনেকদূর চলে এসেছে জন আর জেস। মরেনি ওরা। কার্ট উল্টে পানির নীচে চলে গিয়েছিল, সঙ্গে ওরা দু'জনও। পরে জেসকে একহাতে ধরে কার্ট থেকে বেরিয়ে আসে জন। ডুব সাঁতার দিয়ে আরও কিছুদূর এসে মাথা তোলে পানির উপর। দেখে, এলোমেলো স্রোতের ধাক্কায় পৌঁছে গেছে তীরের কাছে। একহাতে জেসকে জাপটে ধরে আরেক হাতে সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছে যায় সে।

এখনও জেসকে জড়িয়ে ধরে আছে জন। হাঁপরের মতো ওঠানামা



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করছে ওর বুক। দম নিচ্ছে জোরে জোরে। কিন্তু নড়ছে না জেস। গুলি লাগেনি তো–ভেবে জেসের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল জন, 'জেস, তুমি ঠিক আছো?'

ধীরে ধীরে চোখ খুলল জেস। কিছু বলল না। বিপদ কেটে গেছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে।

মেয়েটা কিছু বলছে না-দেখে ফুঁপিয়ে উঠল জন, 'জেস, ঈশ্বরের দোহাই লাগে কিছু বলো। গুলি লাগেনি তো তোমার গায়ে?'

এবার মুখ খুলল জেস, 'না। তবে খুব ক্লান্ত লাগছে। দম পাচ্ছি না। কেমন যেন ঘুরাচ্ছে মাথাটা।'

অসহায়ের মতো চারদিকে তাকাল জন। আকাশ ভর্তি কালো মেঘ। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টি থামেনি পুরোপুরি, টিপ টিপ করে পড়ছে এখনও।

'জন,' দুর্বল গলায় ডাকল জেস। 'কী করবো আমরা?'

'অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না। এই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যাবো?'

সুতরাং একে-অপরকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল ওরা।

ঢুলতে ঢুলতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল জেস। ওর মাথাটা আস্তে করে মাটিতে নামিয়ে দিল জন। বসে রইল পাশেই। নিজের হাঁটুজোড়া ভাঁজ করে তুলে আনল বুকের কাছে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। চিবুক নামাল হাঁটুর উপর। তারপর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টিতে।

পেটে জ্বলছে খিদের আগুন। পিপাসাও পেয়েছে খুব। কিন্তু ওদের সঙ্গে না আছে খাবার, না আছে পানি। হয়তো চলে যায়নি মুলার আর ওর দু'সঙ্গী–ভাবল জন। নদীর তীরে অপেক্ষা করছে। ভোর হওয়ামাত্র খুঁজতে আরম্ভ করবে আমাদেরকে। এবং দেখামাত্র গুলি করবে। আগেরবার অন্ধকারের কারণে বেঁচে গেছি, এবার মারা যাবো নিশ্চিত।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুমন্ত জেসের দিকে তাকাল সে। চেহারা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঈশ্বর, মনে মনে প্রার্থনা করল সে, জেসের আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। জেসের মৃত্যু দেখতে পারবো না আমি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেশ কিছুক্ষণ পর পরিষ্কার হলো আকাশ। অনেকখানি কেটে গেল মেঘ। কিন্তু চাঁদের দেখা নেই। দশ হাত দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে মোটামুটি। হাই তুলল জন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঝিমুচ্ছে সে। চোখ খুলে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার দেখল জেসকে। তারপর মাটিতে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে। ঘুমিয়ে গেল মিনিটখানেকের ভিতরেই।

ঘণ্টা চারেক পর ধূসর আলো ফুটল আকাশে। ধীরে ধীরে বাড়ছে আলোটা। সূর্য উঠল খানিক বাদে।

চোখেমুখে সূর্যের আলো পড়ায় জাগল জন। উঠে বসল ধড়মড় করে। প্রথমেই তাকাল জেসের দিকে। না, কিছু হয়নি মেয়েটার। ঘুমাচ্ছে আগের মতোই।

স্রোতের গর্জন শুনে পিছনে তাকাল জন। রাতারাতি পাল্টে গেছে নদীটা। আগের সেই মরা নদী বলে চেনাই যাচ্ছে না এখন। প্রমত্তা বললেও কম বলা হয় এখন। ভাগ্যক্রমেই হোক, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক, গতরাতে নদীটা পার হয়ে তীরে এসে উঠেছে ওরা। উল্টো দিকের তীরে দাঁড়িয়ে গুলি করছিল মুলার আর ওর দু'সঙ্গী।

মুলারের কথা মনে পড়ামাত্রই চমকে উঠল জন। তাকাল এদিক-ওদিক। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। যতদূর চোখ যায়, বিরানভূমি। কিচ্ছু নেই—না মানুষ, না ঘোড়া, না অন্য কোনও প্রাণী।

চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল, তিনশো গজ দূরে এক-সারিতে-কতগুলো-গাছের আড়ালে নড়াচড়া দেখতে পেয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল আবার। মানুষ নয়। এত লম্বা-চওড়া হতে পারে না কেউ। একটু পর বুঝল জন, ওগুলো ঘোড়া। দুটো। নড়াচড়ার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বন্য নয়, পোষ মানা।

এই বিরান প্রান্তরে পোষ মানানো ঘোড়া মানে সঙ্গে মানুষও আছে। জেসের নিরাপত্তার কথা ভেবে ঘাবড়ে গেল জন। আলতো করে হাত রাখল মেয়েটার কাঁধে। ধাক্কা দিল মৃদু। নেড়ে উঠল জেস। চোখ খুলল কিছুক্ষণ পর। উঠে বসতে বসতে বলল, 'গুড মর্নিং!'

প্রত্যুত্তর দিল না জন। দূরের ওই গাছগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'দেখো, ওখানে দুটো ঘোড়া দেখা যাচ্ছে।'

'ওরা কি এখনও খুঁজছে আমাদেরকে?' ঘোড়া দুটো একনজর

www.BanglaBook.org

দেখেই প্রশ্ন করল জেস।

'জানি না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। 'শুধু তো ঘোড়া দুটো দেখছি; অন্য কেউ নেই।'

দূরের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল জেস। একটু পর উৎফুল্ল গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে! ওগুলো তো আমাদের ঘোড়া!'

সোজা হয়ে দাঁড়াল জন। 'আমাদের ঘোড়া?' এখনও চিনতে পারছে না সে।

'হ্যাঁ,' মৃদু হাসল জেস। 'চারটা ঘোড়া ছিল আমাদের সঙ্গে। গুলি খেয়ে মরেছে একটা। আরেকটা মনে হয় ভেসে গেছে স্রোতের ধাক্কায়। বাকি দুটো উঠতে পেরেছে তীরে। চলে যায়নি, দাঁড়িয়ে আছে ওই গাছগুলোর আড়ালে। ঘাস-লতাপাতা খাচ্ছে বোধ হয়।'

'হবে হয়তো,' একটু ভেবে কর্তব্য স্থির করল জন। 'তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও। আমি দেখি ঘোড়া দুটোকে ধরতে পারি নাকি। পারলে একটা কাজের কাজ হবে,' পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেসের দিকে। 'একা থাকতে ভয় লাগবে তোমার?'

'লাগবে। মুলার...'

'কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশপাশে,' জেসকে বাধা দিয়ে বলল জন। 'আমরা মরেছি ভেবে মুলার চলে গেছে বোধ হয়।...ঠিক আছে, ভয় লাগলে এসো আমার সঙ্গে।'

বিশ গজ এগোতে না এগোতেই খুশিতে মৃদু চিৎকার করে উঠল জেস। দৌড়ে গেল পানির কিনারায়। একটা গর্তের মধ্যে আটকে আছে একটা ঝুড়ি। উবু হয়ে সেটা তুলে নিল মেয়েটা।

একনজর দেখেই চিনতে পারল জন। ওদের খাবারের ঝুড়ি। গতরাতে কার্ট উল্টে যাওয়ায় ছিটকে পড়েছিল বাইরে, উন্মত্ত স্রোতের ধাক্কায় চলে এসেছে এই তীরে। আটকে গেছে গর্তে।

'ভাগ্য দেখেছ আমাদের?' কাছে এসে ব্যঙ্গ করল জেস। 'একবার বিপদে পড়ছি, মরতে মরতে বেঁচে যাচ্ছি, আবার কাজের জিনিস পেয়েও যাচ্ছি প্রয়োজনের সময়।...মিসেস গুচকে অনেক ধন্যবাদ। ঝুড়ির মুখ দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা। খাবার সব ভেতরেই রয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তবে নিশ্চিত থাকো ভিজে চুপচুপ করছে সবগুলো।'

'তা হয়তো করছে,' একমত হলো জেস।

আর কিছু বলল না জন। এগিয়ে চলল সামনে।

সহজেই ধরা গেল ঘোড়া দুটোকে। লাগামের খানিকটা ছিঁড়ে রয়ে গেছে দুটো ঘোড়ার সঙ্গেই। একটা গাছের সঙ্গে জন্তু দুটোকে বাঁধল জন। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নিল দু'জনই। ব্রেকফাস্ট সারল নিঃশব্দে। ঠিকই বলেছিল জন। ভিজে চুপচুপ করছে ঝুড়ির ভিতরের সব খাবার। কিন্তু খিদের পেটে সবই সয়। ভেজা পাউরুটি আর ডিম অনেক সুস্বাদু মনে হলো ওদের কাছে। খাওয়া শেষে ঝুড়ির মুখ আবারও ভালোমতো পেঁচিয়ে বাঁধল জেস। দুটো ঘোড়ার মধ্যে একটা বেছে নিয়ে উঠে পড়ল সেটাতে। জন ওর হাতে তুলে দিল ঝুড়িটা। তারপর আরেকটা ঘোড়ায় চড়ে বসল।

যার যার ঘোড়ার পেটে আলতো করে খোঁচা দিল ওরা।

# আঠারো

ডিসেম্বরের বিশ তারিখে মুইফন্টেইন ছেড়ে প্রিটোরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয় জন। তারপর থেকে যেন মৃত্যুপুরী হয়ে গেছে জায়গাটা।

হাসি মুছে গেছে বেসির ঠোঁট থেকে। কাজে-কর্মে উৎসাহ পায় না সে। মনমরা হয়ে থাকে সারাটা দিন। দম দেওয়া পুতুলের সঙ্গে খুব বেশি পার্থক্য নেই ওর। চাচার সঙ্গেও কথা-বার্তা বন্ধ প্রায়।

দিন যায়। যুদ্ধের খবর আসে, জনের খবর আসে না। একদিন শোনা গেল, প্রিটোরিয়া ঘেরাও করে ফেলেছে বোয়া বাহিনী। ইংরেজদের নির্বিচারে মারছে। শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল বেসি।

মেয়েটাকে সান্ত্বনা জানাতে এগিয়ে গেলেন সাইলাস ক্রফট। কিন্তু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর মাথায় হাত রাখামাত্রই সাপের মতো ফোঁস করে উঠল বেসি, 'কেন তুমি পাঠালে জনকে? কী দরকার ছিল? এখন খুব ভালো হলো, না? জেসও ফিরল না, জনেরও কোনও খবর নেই। সব দোষ তোমার, চাচা। যদি জনের কিছু হয়, আমি কোনও দিন কথা বলবো না তোমার সঙ্গে।'

বিচলিত হয়ে পড়লেন সাইলাস। কী করবেন ভেবে পেলেন না। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বেসির দিকে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

দুঃখের দিনগুলো কাটতে লাগল একে একে। একদিন বাইরে শোনা গেল ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। ছুটে বের হলো বেসি। বাতের ব্যথায় কাতর সাইলাসও এলেন। কিন্তু হতাশ হতে হলো দু'জনকেই। জন বা জেস কেউই নয়, এক ইংরেজ স্টোরকিপার এসেছে।

'পালাচ্ছি আমি,' কোনও ভূমিকা না-করে বলল লোকটা। 'নিজের ভালো চান তো জিনিসপত্র গুছিয়ে আমার সঙ্গে চলুন, মিস্টার সাইলাস।'

'তুমি যাও,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন সাইলাস। 'আমি...একজনের ফেরার অপেক্ষা করছি।'

'কার?'

'ক্যাপ্টেন জন নেইলের।'

'কোথায় গেছেন ক্যাপ্টেন?'

'প্রিটোরিয়ায়। জেস আটকা পড়েছে সেখানে। ওকে আনতে গেছে।'

'প্রিটোরিয়া?' আকাশ থেকে পড়ল স্টোর-কিপার। 'মিস্টার সাইলাস, চাইলে ঈশ্বরকেও দেখতে পাবেন এখন; কিন্তু ক্যাপ্টেন নেইল বা মিস জেসের সঙ্গে এ-জীবনে আর দেখা হবে না আপনার।...যাবেন আপনি?'

'না,' পানিতে ভরে গেছে সাইলাসের দু'চোখ। 'প্রয়োজন হলে মরবো এখানে, তবুও ছেড়ে যাবো না মুইফন্টেইন। তিল তিল করে গড়ে তুলেছি জায়গাটা, ছেড়ে যেতে পারবো না কিছুতেই।' পাশে দাঁড়ানো বেসির দিকে তাকালেন। 'বেসি চাইলে চলে যেতে পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি বাধা দেবো না ওকে।'

'না,' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল বেসি, 'জন না-ফেরা পর্যন্ত আমাকে থাকতেই হবে এখানে।'

'ঠিক আছে, থাকুন তা হলে,' বলে ঘোড়ার মুখ ঘুরাল স্টোর-কিপার।

লোকটা বিদায় নেওয়ার পর দু'চোখের পানি মুছলেন সাইলাস। বাড়ির ভিতরে গেলেন। বের করলেন ইংল্যান্ডের পতাকা। সেটা হাতে নিয়ে বাইরে এলেন আবার। বাগান ছাড়িয়ে একটা কমলা গাছের সঙ্গে আটকে দিলেন পতাকাটা। বাতাসে উড়তে লাগল সেটা।

দূর থেকে দেখলেন সাইলাস। টুপি খুলে অভিনন্দন জানালেন পতাকাটাকে। একটু পর মনে হলো তাঁর, আরও উঁচুতে লাগানো উচিত সেটা। চিৎকার করে ডাকলেন, 'জ্যান্টজে! একটা মই নিয়ে আয় তো!'

মই নিয়ে হাজির হলো জ্যান্টজে।

'ওই কমলাগাছে ওঠ। পতাকাটা দেখতে পাচ্ছিস? আরও উঁচুতে লাগাতে হবে সেটা। মাটি থেকে যেন কমপক্ষে পনেরো ফুট উপরে থাকে।'

কাজটা করা হলে বেসুরো গলায় ইংল্যান্ডের জাতীয় সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করলেন সাইলাস। কিছু-না-বুঝেই তাঁর সঙ্গে তাল মেলাল জ্যান্টজে।

বাড়ির ভিতর থেকে সবই দেখল বেসি। চাচার পাগলামিতে সাড়া দেওয়ার ইচ্ছে না থাকায় বসে রইল চুপ করে। ওর অস্তিত্ব জুড়ে শুধুই জন; দেশ বা যুদ্ধ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না সে, ঘামাতে চায়ও না।

তিন দিন পর ঘটল বিপত্তি। তিনজন বোয়া সৈন্য টহল দিচ্ছে, দূর থেকে পতাকাটা দেখতে পেয়ে ফার্ম হাউসে ঢুকল ওরা। ওদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে বাইরে বের হতে বাধ্য হলেন সাইলাস ক্রফট। হাতে রাইফেল। 'কী ব্যাপার?' জানতে চাইলেন তিনি।

'উত্তরটা আপনাকেই দিতে হবে,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল টহল-দলের নেতা। 'ইংল্যান্ডের পতাকা দেখতে পাচ্ছি কেন?'

'কারণ এই ফার্ম হাউসে ইংরেজরা থাকে।'

'ভালো চাইলে এক্ষুণি পতাকাটা নামিয়ে নিন।'

www.BanglaBook.org

'তোমরা নিজেদের ভালো চাইলে এক্ষুণি কেটে পড়ো!' রাইফেল উঁচু করলেন সাইলাস।

টহল-দলের নেতা বুঝল, ফালতু হুমকি দিচ্ছেন না বুড়ো। আরও বুঝল, ওরা অস্ত্র বের করার আগে তিনজনকেই শুইয়ে দিতে পারবেন সাইলাস। শীতল দৃষ্টিতে বুড়োকে একবার দেখে নিয়ে বলল লোকটা, 'কাজটা ভালো হলো না, আঙ্কেল সাইলাস। পরে পস্তাবেন।'

'পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

নিঃশব্দে বিদায় নিল তিন বোয়া সৈন্য।

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরও দুটো সপ্তাহ। মাঝেমধ্যে যুদ্ধের টুকরো-টাকরা খবর ভেসে আসে কানে। কিন্তু সবই সাইলাসের জন্য খারাপ খবর। আজ ল্যাইং'স নেক-এ, তো কাল ইনগোগোতে ইংরেজ বাহিনী নাকানি-চুবানি খেয়েছে বোয়াদের হাতে। পাল্টা হামলা করতে গিয়ে বোয়াদের পাতা ফাঁদে পড়েছে, অনেক সৈন্য হারিয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে।

ফেব্রুয়ারির বিশ তারিখে মুইফন্টেইনবাসীদের জন্য আরও খারাপ একটা ঘটনা ঘটল।

বারান্দায় অলস দাঁড়িয়ে আছে বেসি। তাকিয়ে আছে ইউক্যালিপ্টাসের সারির দিকে। কিন্তু দেখছে না কিছুই। চারদিক নিশুতি রাতের মতো নীরব। গাছ থেকে পাতা খসে পড়ার আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। কোনও আগন্তুক বিশ্বাসই করবে না কী ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে কয়েকশো মাইল দূরে।

ইউক্যালিপ্টাসের পাশে কমলা গাছের সারি। সেদিকে তাকাল বেসি। একটা কমলা গাছের নীচে লড়াই করছে দুটো মোরগ। অনেকক্ষণ দেখল মেয়েটা। মোরগ দুটো বোধ হয় মরণপণ করেছে, প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু না-দেখে থামবে না।

লড়াই পছন্দ করে না বেসি। চায় না কেউ লড়ুক। মোরগ দুটোর লড়াই-ও ভালো লাগল না ওর কাছে। পায়ের কাছে শুয়ে ছিল স্টম্প নামের কুকুরটা, সেটার উদ্দেশে জোরে বলল বেসি, 'স্টম্প, যা তো, মোরগ দুটোকে দাবড়ানি দে!'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুট লাগাল

www.BanglaBook.org

স্টম্প। ওটাকে ছুটে আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল মোরগ দুটো। লড়াই বাদ দিয়ে যেদিকে পারল পালাল।

পিছু নিতে যাচ্ছিল স্টম্প, এক অপরিচিত কাফ্রিকে এগিয়ে আসতে দেখে থামল। ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেছে। গর্‌গর্‌ করছে একটানা।

পরিবর্তনটা চোখ এড়াল না বেসির। অপরিচিত কাফ্রিকে দেখল সে-ও।

কাফ্রি লোকটার একটা চোখ নেই। অন্য চোখটাতে শয়তানি ভাব-ভঙ্গি। শতচ্ছিন্ন ট্রাউযার্স পরে আছে। কোমরের কাছে একটা চামড়ার-দড়ি দিয়ে বেঁধেছে ট্রাউযার্সটা। বাম হাতে একটা লম্বা লাঠি। আর ডান হাতে ধরে আছে এক তা কাগজ।

'স্টম্প,' কুকুরটাকে ডাক দিল সে। 'এদিকে আয়।' জন্তুটা আদেশ পালন করার পর বলল, 'চুপ করে বসে থাক্ পায়ের কাছে। না বলা পর্যন্ত উঠবি না।'

স্টম্প নিরাপদ দূরত্বে সরে গেছে দেখে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল কাফ্রি।

'কী চাও?' ডাচ ভাষায় প্রশ্ন করল বেসি।

'এই চিঠিটা দিতে চাই। আপনি মিস বেসি?'

ধক করে উঠল বেসির বুকের ভিতর। কাফ্রিটা চিঠি নিয়ে এসেছে! কার চিঠি? জনের?

'হ্যাঁ, আমিই বেসি। দাও,' হাত বাড়াল সে। চিঠিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে এসেছে এটা?'

'ওয়াকারস্ট্রুম।'

'কী নাম তোমার?'

'হেনড্রিক।'

'কে পাঠিয়েছে চিঠিটা?'

'পড়ে দেখুন, সব জানতে পারবেন।'

ভাঁজ করা কাগজটা খুলল বেসি। হাতের লেখা যেমন বিশ্রী, তেমন অস্পষ্ট। লেখাটা কার বুঝতে পারায় ওর মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল।। এই লোক প্রেম নিবেদন করে আগেও চিঠি

www.BanglaBook.org

পাঠিয়েছে ওকে।

চিঠিটা ফ্র্যাঙ্ক মুলারের।

কেমন অসুস্থ বোধ করল বেসি। মনে হলো গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। পড়তে আরম্ভ করল:

"প্রিটোরিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারি।

আমার হৃদয়ের রানি বেসি,

খারাপই লাগছে চিঠিটা লিখতে। কিন্তু কোনও উপায় নেই। মানবতা-দায়িত্ববোধ-বিবেক নামের ভারী ভারী শব্দগুলোর খাতিরে ঘটনাটা জানাতেই হচ্ছে তোমাকে।

গতকাল মাথামোটা ইংরেজের দল হামলা চালাল আমাদের উপর। বেচারারা এমনিতেই না-খেতে পেয়ে দুর্বল, তার উপর গোলাবারুদও কম ছিল—ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো। নিজেদের বাঁচাতে বীর বিক্রমে লড়লাম আমরা, আর টপাটপ মরতে লাগল লাল-জ্যাকেট বাহিনী। ক্যাপ্টেন জন নেইল-ও আছে নিহতদের মধ্যে।"

এ-পর্যন্ত পড়ে মাথা চক্কর দিয়ে উঠল বেসির। বসে পড়তে বাধ্য হলো সে। চিঠিটা খসে পড়ল ওর হাত থেকে। অশ্রু জমে ঝাপসা হয়ে গেছে দু'চোখ। বিড় বিড় করে বলল সে, 'ঈশ্বর!'

কিন্তু চিঠিটা শেষ করার অদ্ভুত এক তাগাদা অনুভব করল নিজের ভিতর। কাঁপা কাঁপা হাতে আবার তুলে নিল সেটা। পড়তে লাগল: "আমি নিজে অবশ্য জনকে মরতে দেখিনি। অন্যের মুখে শুনেছি। ইংরেজ ভলান্টিয়ার বাহিনীর সার্জেন্ট হয়েছিল বেচারা জন, মরার পরে জানা গেল ওর আসল নাম জন নেইল। আগে নাকি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল। তখন দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিলাম আমি।

তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই আমার, নিজেই সেই চেষ্টা করবো না। আঙ্কেল সাইলাসের জন্য আমার তরফ থেকে রইল গভীর সমবেদনা।

দেশটা এখন বোয়াদের। বোয়াদের কথামতো সব হবে। তুমি বুদ্ধিমতী, বোয়াদের কথামতো সব না-হলে কী হবে ভালোমতোই জানো।

www.BanglaBook.org

আর বিশেষ কিছু লেখার নেই। ভালো থেকো। ইতি–

তোমার ফ্র্যাঙ্ক মুলার।"

নিজেকে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো দুর্বল মনে হচ্ছে বেসির। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু কাঁদতে পারছে না সে। ঠোঁট কাঁপছে অনবরত। পরনের ব্লাউযের পকেটে চিঠিটা ঢুকিয়ে রাখল সে। আর কী করা উচিত, বা বলা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। মাথা কাজ করছে না ওর।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হেনড্রিক। তারপর নিচু গলায় ডাকল, 'মিস?'

উত্তর দিল না বেসি। মুখ তুলে তাকাল-ও না হেনড্রিকের দিকে।

'মিস,' আবার ডাকল হেনড্রিক। 'জবাব দেবেন আপনি? সেই প্রিটোরিয়া থেকে এসেছি আমি। আবার ফিরতে হবে সেখানে। বাস্ মুলার অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে। আপনার জবাব নিয়ে যেতে বলেছেন।'

বেসির দু'চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়ছে। নিঃশব্দে কাঁদছে মেয়েটা। হেনড্রিকের প্রশ্নের উত্তরে বলল, 'তোমার চিঠির জবাব দেয়ার দরকার নেই। এই চিঠির কোনও জবাব হয় না।'

হাসল হেনড্রিক। যেন ওই কথাটার জন্যই অপেক্ষা করছিল, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'ক্যাপ্টেন নেইলকে নিজের চোখে মরতে দেখেছি আমি। গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন তিনি,' অভিনয় করে দেখাল কীভাবে মরেছে জন। এরপর মুলারের শিখিয়ে দেওয়া কয়েকটা বাক্য তোতাপাখির মতো বলতে লাগল, 'দেখুন, মিস, আপনি বুদ্ধিমতী। ভালোমতোই জানেন, মরা ইংরেজের চেয়ে জ্যান্ত বোয়া হাজার গুণে ভালো। বিয়ের পর বাস্ মুলার আপনাকে রানির হালে রাখবেন...'

আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরিত হলো বেসির রাগ। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চেঁচিয়ে বলল, 'দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে, শয়তান কাফ্রি কোথাকার!'

বেসিকে লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে দেখে বিপদ টের পেল স্টাম্প। অচেনা হেনড্রিককেই বিপদের কারণ বলে ভেবে নিল জন্তুটা। একবারমাত্র ঘেউ করে লোকটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুরটা।

www.BanglaBook.org

মুহূর্তেই আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিল।

সাইলাস ক্রফট তখন মাত্র ঢুকেছেন বাড়ির আঙিনায়। সঙ্গে দু'জন কাফ্রি চাকর। ঘটনা দেখে প্রথমে বিস্মিত হলেও হেনড্রিককে স্টম্পের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য চাকর দু'জনকে আদেশ দিলেন, 'স্টম্পকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নাও।'

সরিয়ে নেওয়া হলো কুকুরটাকে।

কমপক্ষে এক ডজন ক্ষত তৈরি হয়েছে হেনড্রিকের দেহের এখানে-সেখানে। ব্যথায় কাতরাচ্ছে লোকটা। চলে যাওয়ার আগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'আমি...আমি বাস্ মুলারের খাস চাকর। এই ঘটনাটা অবশ্যই বলবো তাঁকে। তিনি যদি প্রতিশোধ না নেন...'

এবার চেঁচিয়ে উঠলেন সাইলাস। 'কী? তুই ফ্র্যাঙ্ক মুলারের চাকর? এখানে কী করছিস? যা, দূর হ এক্ষুণি। নইলে আবার কুকুরটাকে লেলিয়ে দেবো...'

দৌড়ে পালাল হেনড্রিক।

বেসির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সাইলাস। 'কী ব্যাপার? লোকটা কেন এসেছিল?'

উত্তর দিল না বেসি। ফোলা ফোলা, লাল দু'চোখ তুলে চাচার দিকে তাকাল। সেই চোখে ক্রোধ নেই, অভিযোগ নেই, আছে হাহাকার।

চমকে উঠলেন সাইলাস। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে? কথা বলছিস না কেন?'

এবার ফুঁপিয়ে উঠল বেসি। 'বিয়ের আগেই বিধবা হয়েছি আমি, চাচা। মারা গেছে জন।'

'মারা গেছে!' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না বুড়ো। 'জন মারা গেছে!'

বেসির চোখ দিয়ে আবার পানি পড়ছে। কাঁদতে কাঁদতেই চিঠিটা বের করল সে। বাড়িয়ে দিল সাইলাসের উদ্দেশে।

হাতে নিয়ে চিঠিটা পড়লেন সাইলাস। হতভম্ব হয়ে গেলেন। বেসিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে ধরা গলায় বললেন, 'কাঁদিস না। হয়তো বানিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লিখেছে মুলার। ওর স্বভাব তো জানা আছে তোর। আবার এমনও হতে পারে, আরেকজনকে জন মনে করে ভুল করেছে শয়তান লোকটা।'

কিছুই বলল না বেসি। কিছুই বলার নেই ওর।

## উনিশ

ট্রান্সভালের উপকণ্ঠে একটা ছোট্ট কুটির। বাইরে রাত নেমেছে বলে কুটিরটার ভিতরে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। পায়চারি করছে ফ্র্যাঙ্ক মুলার। হেনড্রিকের ফেরার অপেক্ষা করছে সে।

আধ ঘণ্টা পর ফিরে এল হেনড্রিক। বাইরে ঘোড়া থামার আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে বের হলো মুলার। অবয়ব দেখে বুঝতে পারল হেনড্রিকই ফিরেছে।

'কী বলল ক্রেসিং? তাড়াতাড়ি বল্।'

উত্তর দিল না হেনড্রিক। লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে বাইরে, ইচ্ছে করে আলোতে গিয়ে দাঁড়াল সে। যেন ওর চেহারা দেখতে পারে মুলার।

দেখে চমকে উঠল মুলার। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে তোর? মুইফন্টেইনে না গিয়ে প্রিটোরিয়ায় গিয়েছিলি? যুদ্ধ করেছিস নাকি?'

তিলকে তাল বানিয়ে পুরো ঘটনা খুলে বলল হেনড্রিক।

'কী!' রাগে কাঁপছে মুলার। 'কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে তোর ওপর? আমাকে গালমন্দ করেছে! অভিশাপ দিয়েছে? ওই বুড়ো শকুন সাইলাসকে আমি দেখে নেবো।...তুই চিকিৎসা করিয়েছিস?'

'হ্যাঁ। ঘাস-লতা-পাতা ডলে লাগিয়ে নিয়েছি।'

'ভালো করেছিস। আমার ঘোড়াকে খেতে দে এখন,' বলে ভিতরে

www.BanglaBook.org

ঢুকে গেল মুলার। একটা তাকে রাখা আছে পাউরুটি, শুকনো মাংস আর ব্র্যান্ডি; এগিয়ে গেল সেদিকে। একটা ছুরি বের করে পাউরুটিটা ছোট-ছোট টুকরো করল। তারপর টুকরোগুলোতে মাংস ভরে গপাগপ গিলতে লাগল। একটা গ্লাসে ঢালল ব্র্যান্ডি। একবার পাউরুটিতে কামড় বসায়, তো পরেরবার ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দেয়—এভাবে খেয়ে চলল। পুরো পাউরুটি, সবটুকু মাংস আর ব্র্যান্ডির বোতলটা খালি না-করা পর্যন্ত থামল না।

'হেনড্রিক, এই হেনড্রিক! কোথায় গেলি?' ষাঁড়ের মতো চেঁচাল মুলার।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল হেনড্রিক।

'চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিলি সাইলাস ক্রফটের বাড়িতে?' ঢুলু-ঢুলু চোখজোড়া কষ্ট করে খুলে রেখে জিজ্ঞেস করল মুলার।

'জী, স্যার।'

'কার হাতে দিয়েছিস্?'

'মিস বেসির হাতে।'

'আমার রানি পড়েছে সেটা?'

'জী, স্যার।'

'তারপর কী করল?'

'মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। তারপর খুব কাঁদলেন।'

'তার মানে জনের মরার খবরটা বিশ্বাস করেছে সে?'

'অবশ্যই, স্যার।'

'তারপর আমার রানি কী করল?'

'আমার উপর কুকুর লেলিয়ে দিল।'

'হুঁ! আরেকটা বোতল বের কর্। আমার গলা শুকিয়ে গেছে।'

মুলারের হাতে ছিপি-খোলা একটা হুইস্কির বোতল দিল হেনড্রিক। এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না মুলার, ঢক-ঢক করে গিলতে লাগল। বোতলটা অর্ধেকের মতো খালি করে রক্তলাল দু'চোখ মেলে তাকাল ওর চাকরের দিকে। বলল, 'শীঘ্রিই মুইফন্টেইনে যাবো আমরা। সাইলাস বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। ইংল্যান্ডের পতাকা টাঙিয়েছে নিজের বাড়ির উঠানে। সব খবর পাই আমি,' আরও কয়েক ঢোক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিলল সে। 'কোর্ট মার্শাল হবে বুড়োর। গুলি করে মারা হবে ওকে।'

'স্যার, ওরকম ঘটলে খুব দুঃখ পাবেন আপনার রানি।'

বোতলটা খালি করল মুলার। ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল।

'ঠিকই বলেছিস,' বসে থেকেই টলছে মুলার। 'খুব কষ্ট পাবে বেসি। তবে সাইলাসকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, যদি…হিক্! যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় আমার রানি…হিক্! সব ব্যবস্থা করতে হবে। খাটতে হবে খুব…হিক্!'

'কিন্তু, স্যার, আঙ্কেল সাইলাসকে গুলির আদেশ দেবে কোর্ট। আপনি ঠেকাবেন কী করে?'

'আমি ফ্র্যাঙ্ক মুলার! দক্ষিণ-আফ্রিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট! আমার কথায় উঠবে-বসবে কোর্ট। বেসি শুধু আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলেই…'

'যদি রাজি না-হয়?'

'তা হলে তোকে সবার আগে গুলি করে মারবো আমি।'

'আর যদি রাজি হয়?'

'তা হলে তুই যা চাস তা-ই পাবি।'

'আমি আঙ্কেল সাইলাসকে গুলি করে মারতে চাই। কোর্ট কাজটার আদেশ দিক বা না-দিক।'

'কী? ও, বুঝেছি। প্রতিশোধ নিতে চাস্? ঠিক আছে, আমি বেসিকে বলবো, হয় আমাকে বিয়ে করো, নইলে মারলাম তোমার চাচাকে গুলি করে। ভয় পেয়ে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে আমার রানি। কিন্তু কথা রাখবো না আমরা। তোর হাতে তুলে দেবো বুড়োকে। তারপর তোর যা-ইচ্ছে করিস্। এখন সব এক কোনায় পেতে রাখা বিছানার উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ার সময় বলল মুলার। 'দূরে যা। আমি ঘুমাবো। সকালের আগে যদি জাগিয়েছিস্ আমাকে, তোর চামড়া তুলে নেবো।' বলা শেষ করেই নাক ডাকতে আরম্ভ করল সে।

পর দিন ব্রেকফাস্টের পর ট্রান্সভালের উদ্দেশে রওয়ানা হলো মুলার। সঙ্গে হেনড্রিক।

www.BanglaBook.org

এ-ঘটনার বেশ কিছুদিন পর ট্রান্সভালের গভর্নর বানানো হলো ফ্র্যাঙ্ক মুলারকে।

কথা বন্ধ হয়ে গেছে সাইলাস ক্রফট আর বেসির মধ্যে। নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। ওর ভরাট স্বাস্থ্য উধাও, অনেক শুকিয়ে গেছে সে। চোখমুখ বসে গেছে গর্তে। আগের সেই পরীর মতো সুন্দরী বেসি এখন শুধুই বেসি—সাদামাটা এক মেয়ে।

সাইলাস ক্রফট দূর থেকে দেখেন বেসিকে আর নিজেই নিজেকে অভিশাপ দেন। জনকে প্রিটোরিয়ায় পাঠানো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল—বার বার বলেন মনে মনে। বেসিকে কী বলে সান্ত্বনা দেওয়া যায় সেটা হাজার চিন্তা করেও বুঝে উঠতে পারেন না।

হেনড্রিক চিঠি নিয়ে আসার এক সপ্তাহ পরের কথা। মেঘলা দিন। লাঞ্চের পর বারান্দায় বসে আছে বেসি। কামান দাগার বুম-বুম আওয়াজ শুনতে পেল সে আচমকা। ব্যাপার কী দেখার জন্য বাড়ির পিছনের পাহাড়ে গিয়ে চড়ল মেয়েটা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। মেঘের গুড়গুড় শব্দকে কামানের আওয়াজ বলে ভুল করেছে ভেবে নিয়ে বাড়ির পথ ধরল সে।

পরদিন জানা গেল, মুইফন্টেইনের পাশের শহরে আক্রমণ করেছিল ইংরেজ বাহিনী। উদ্দেশ্য, বোয়াদের কবল থেকে শহরটা উদ্ধার করা। কিন্তু এমন মার দিয়েছে বোয়ারা যে, বাপ-বাপ করে পালিয়েছে ইংরেজ সৈন্যরা।

আশায় বুক বেঁধে ছিলেন সাইলাস, ইংরেজ বাহিনী একদিন আসবে, তিনি স্বাগত জানাবেন তাদের; কিন্তু গুড়ে বালি হলো সব।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে আরও একটা মাস কাটানোর পর একদিন শোনা গেল, সাময়িক যুদ্ধ-বিরতিতে রাজি হয়েছে ইংরেজ আর বোয়া বাহিনী। কোনও পক্ষই পরিষ্কার করে তাদের শর্ত জানাতে পারেনি, তাই আলোচনা চলছে এখনও।

জন আর জেস যেদিন প্রিটোরিয়া ছেড়ে মুইফন্টেইনের উদ্দেশে রওয়ানা হলো, সেদিন এক কাফ্রি খবর নিয়ে এল—শীঘ্রিই ফুরিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদ। হাজার হাজার ইংরেজ সৈন্য এগোচ্ছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ল্যাইং'স নেকের দিকে। শহরটা এবার দখল না-করে ছাড়বে না।

'আহ্!' অনেকদিন পর বেসির সঙ্গে কথা বললেন সাইলাস। 'কী যে খুশি লাগছে তোকে বলে বোঝানো যাবে না। ইংরেজরা এত সহজে হাল ছেড়ে দেয় না। এবার মজা টের পাবে বোয়ারা!'

বোয়ারা সত্যিই মজা টের পেল কি না জানতে পারল না মুইফন্টেইনবাসীরা। যুদ্ধ হচ্ছে প্রধান শহরগুলোতে। সেখানে যায় না কেউ, আসেও না সেখান থেকে। তাই খবরও পাওয়া যায় না।

দু'দিন পর, ২৩ মার্চ ঘটল সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।

ঘণ্টাখানেক আগে ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়ে গেছে বেসির। এখন ঘর গোছাচ্ছে সে। ব্রেকফাস্টের পর পুরো ফার্ম ঘুরে দেখা সাইলাসের অভ্যাস, কাজটা সেরে সবেমাত্র ফিরেছেন তিনি। সিটিংরুমে দাঁড়িয়ে আছেন এখন। চওড়া ফেল্ট হ্যাটটা নামিয়ে রেখেছেন সোফার উপর। পকেট থেকে লাল রঙের একটা রুমাল বের করে ঘাড়-মাথা মুছছেন।

এমন সময় বাইরে থেকে চিৎকার করে ডাকল জ্যান্টজে, 'বাস্ সাইলাস! বাস্ সাইলাস! বোয়ারা আসছে। সব মিলিয়ে বিশ জন। সবার আগে আছে ফ্র্যাঙ্ক মুলার! হায় আকাশের-বড়মানুষ! ভালোমানুষ হ্যান্স কুয়েযিও আছেন! আপনার সব কিছু দখল করে নেবে ওরা!' বলে আর অপেক্ষা করল না সে, বাড়ির পিছনে গিয়ে লুকাল।

কথাগুলো শুনে বেসির মুখ থেকে রক্ত সরে গেল। কাঁপতে লাগল সে। জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে।

ছ'জন কাফ্রি দৌড়ে পালাচ্ছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওদের ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। ওদেরকে লক্ষ করে গুলি করল একজন বোয়া। সবার পিছনে ছিল বারো বছরের একটা কাফ্রি ছেলে, আচমকা চেঁচিয়ে উঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে।

'বাহ্! চমৎকার নিশানা তো তোমার!' প্রশংসা করল অন্য কেউ।

'চাচা,' ভয়ার্ত হরিণীর মতো দেখাচ্ছে বেসিকে। 'এবার কী করবো আমরা?'

উত্তর না-দিয়ে বন্দুকের র‍্যাকের দিকে এগিয়ে গেলেন সাইলাস ক্রফট। একটা রাইফেল তুলে নিলেন। গুলি ভরা আছে কি না পরীক্ষা

www.BanglaBook.org

করলেন দ্রুত। তারপর চট করে দরজাটা আটকে দিয়ে বারান্দা-মুখী ফ্রেঞ্চ-উইন্ডোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। চোখের ইশারায় কাছে ডাকলেন বেসিকে।

'ঘাবড়াস্‌নে,' অভয় দিলেন মেয়েটাকে। 'আমাদের...' বাক্যটা শেষ করতে পারলেন না তিনি। বারান্দার সামনে থেমেছে বোয়া বাহিনী।

ছটফটে ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নামল মুলার। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন হ্যান্স কুয়েযি। নিজের পোনি থেকে নেমেছেন এইমাত্র। হেনড্রিকও আছে, একটা খচ্চরের পিঠে চেপে এসেছে। পিছনে পনেরো কি ষোলোজন বোয়া।

জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকা সাইলাস আর বেসিকে দেখে ফেলল হেনড্রিক। চেঁচিয়ে বলল, 'বাস্‌ মুলার! ওই যে, জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো মোরগ আর ছানাটা।'

অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে, সুতরাং আর চুপ করে থেকে লাভ নেই। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাইলাস, 'কী কাজে এসেছ মুলার?'

'তোমার বিচার করতে এসেছি, বুড়ো খাটাশ,' জবাব দিল মুলার। 'দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আছে তোমার বিরুদ্ধে।'

'কীসের দেশদ্রোহিতা?'

'স্বাধীন দক্ষিণ-আফ্রিকার মাটিতে ইংল্যান্ডের পতাকা উড়িয়ে দেশদ্রোহিতা করেছ তুমি।'

'আমি মানি না।'

'এত কথা বলছ কেন, মুলার?' পিছন থেকে রাগত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কেউ। 'খালি বলো, গুলি করে ঘিলু বের করে দেই ইংরেজ কুত্তাটার।'

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে মুলার। এটাই ওর একমাত্র গুণ। শীতল গলায় বলল সে, 'সাইলাস ক্রফট, আত্মসমর্পণ করবে কি না?'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন সাইলাস। 'সাহস থাকলে এসে ধরে নিয়ে যেতে পারো,' জানালার আড়াল থেকে রাইফেলের বোল্ট টানার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'কার ঘিলু বের হয় দেখা যাবে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতে রাইফেল নিয়ে প্রথম থেকেই ছটফট করছে হেনড্রিক। এবার জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'বাস্ মুলার, বুড়োকে গুলি করবো আমি? বলুন, করবো?'

উত্তর দেওয়ার বদলে হেনড্রিকের গালে জোরে চড় মারল মুলার। ছ'হাত দূরে গিয়ে পড়ল কাফ্রি চাকর।

'হ্যান্স কুয়েযি,' পুরো ঘটনা দেখে ভয়ে-রক্তশূন্য-হওয়া বুড়োকে ডাকল মুলার, 'যাও, গিয়ে ধরো সাইলাসকে। টানতে টানতে বের করে আনবে।'

চালটা খারাপ দেয়নি মুলার। জানে কুয়েযির প্রতি দুর্বলতা আছে সাইলাসের। কুয়েযির উপর গুলি চালানোর আগে দশবার ভাববেন সাইলাস। আবার কুয়েযিও পছন্দ করেন সাইলাসকে।

সাপ মরবে, অথচ লাঠি ভাঙবে না—ভেবে বাঁকা হাসল মুলার।

মুলারের মতলব বুঝতে অসুবিধা হলো না কুয়েযির। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি।

আবারও হাসল মুলার। 'কুয়েযি, তুমি যাবে, নাকি আমি জেনারেলকে বলবো তুমিও একজন দেশদ্রোহী?'

'যাচ্ছি, যাচ্ছি,' কাঁপতে কাঁপতে পা বাড়ালেন কুয়েযি। বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। ফ্রেঞ্চ-উইন্ডো থেকে দশ হাত দূরে থেমে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সাইলাস, আমি তোমাকে অনেক আগে থেকেই ভালো বলে জানি। শুধু শুধু আইন ভেঙে কী লাভ? হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই, আত্মসমর্পণ করো।'

কুয়েযির কথায় বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হলেন না সাইলাস। 'আর এক পা-ও এগোলে তোমাকে গুলি করবো আমি।'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন হ্যান্স কুয়েযি।

'কী হলো?' পিছন থেকে হুমকি দিল মুলার। 'যাচ্ছ না যে?'

আর দেরি করলেন না কুয়েযি। এক পা এগোলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলেন সাইলাস। কুয়েযির কান ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। ভীতু কুয়েযি ভাবলেন, তাঁর মাথায় গুলি লেগেছে। চিৎকার করে ধরাশায়ী হলেন তিনি।

ওদিকে মাটি থেকে উঠে হেনড্রিক গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইলাস ব্যস্ত আছেন কুয়েযিকে নিয়ে, কাফ্রিটাকে দেখার সময় পাননি। চোরের মতো ভিতরে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলে ফেলল হেনড্রিক। তারপর কয়েকজন বোয়াকে ইশারায় ডাকল। কুয়েযি লুটিয়ে পড়ামাত্রই চার-পাঁচজন ঢুকে গেল সিটিংরুমে।

সাইলাস তখন রাইফেলে গুলি ভরছেন। বোয়ারা তাঁকে ঘিরে ধরেছে দেখে গুলি ভরা বাদ দিয়ে মাথার উপর তুলে ধরলেন রাইফেলটা। বাঁটের বদলে নল চেপে ধরেছেন এখন।

ভুল করে খুব কাছে চলে এল এক অতি-উৎসাহী বোয়া। রাইফেলের বাঁট দিয়ে সজোরে ওর মাথায় বাড়ি দিলেন সাইলাস। খাঁড়ার-কোপ-খাওয়া-পাঁঠার মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। একটু পর একই পরিণতি হলো আরও একজনের।

সুযোগ-সন্ধানী হেনড্রিক ঘরে ঢুকেই সাইলাসের পিছনে চলে গেছে। বুড়ো ব্যস্ত আছেন বোয়াদের নিয়ে–তাই নিঃশব্দে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে চাচাকে সতর্ক করল বেসি। কিন্তু ততক্ষণে হাতে ধরা বন্দুকের বাঁট সাইলাসের মাথায় বসিয়ে দিয়েছে হেনড্রিক। এবার সাইলাস লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

অন্য বোয়া দু'জন এতক্ষণ নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব। সাইলাস মাটিতে লুটিয়ে পড়ামাত্র বীরবিক্রমে এগিয়ে এল ওরা। একের পর এক লাথি মারতে লাগল বৃদ্ধের পেটে, বুকে, মুখে। চিৎকার করে ছুটে গেল বেসি। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করল চাচাকে। কাঁদতে কাঁদতে মিনতি করছে যেন আর না মারা হয় সাইলাসকে।

এমন সময় ঘরে ঢুকল মুলার। দেখল, মাটিতে পড়ে আছে বেসি, ওকে লাথি মারতে উদ্যত হয়েছে বোয়া দু'জন। মাথায় রক্ত উঠে গেল মুলারের। এক ছুটে গিয়ে দাঁড়াল বোয়া দু'জনের পিছনে। টান মেরে দূরে ছুঁড়ে ফেলল ওদেরকে। তারপর সাইলাসের কাঁধ ধরে তুলল। হেনড্রিককে উদ্দেশ করে বলল, 'যা, যেখান থেকে পারিস দড়ি নিয়ে আয়। বাঁধতে হবে এই বুড়ো খাটাশকে।'

সাইলাসকে বাঁধা হলে এক বোয়াকে আদেশ দিল সে, 'ইংল্যান্ডের পতাকাটা উড়ছে কমলা-গাছের ওপর, গিয়ে নামাও ওটা। তারপর আগুন ধরিয়ে দাও।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগুন ধরানো হলো ইংল্যাণ্ডের পতাকায়।

দৃশ্যটা সহ্য হলো না সাইলাসের। কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন করছ কাজটা? আমাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিলে, উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তোমাদের। পতাকাটা কী দোষ করল?'

'স্বাধীন দক্ষিণ-আফ্রিকার মাটিতে ইংল্যান্ডের পতাকা ওড়ানো চলবে না,' কড়া গলায় বলল এক বোয়া।

'স্বাধীন?' শব্দটা আগেও শুনেছিলেন সাইলাস। মানে বুঝতে পারেননি। এবারও পারলেন না

'ন্যাকা সাজছ নাকি? জানো না যুদ্ধে হেরেছে ইংরেজ বাহিনী? আত্মসমর্পণ করেছে বোয়াদের কাছে? তোমাদের ভাগ্য ভালো যে দয়া করেছি আমরা, গণহারে কচুকাটা করিনি তোমাদেরকে। আমাদের সরকার ছ'মাস সময় দিয়েছেন ইংরেজদের। এর মধ্যে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। ছ'মাস পরে ইংরেজ দেখামাত্র ধরে জেলে ভরার আদেশ দেয়া হয়েছে।'

'মিথ্যা কথা!' শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন সাইলাস। 'কাপুরুষের দল, মিথ্যে বলতে লজ্জা করে না?'

প্রশ্নটা শুনে বেসি আর কুয়েযি বাদে বাকিরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। এক পা এগিয়ে এল মুলার। 'কাপুরুষ আমরা নই, কাপুরুষ তোমাদের ইংরেজ সৈন্যরা। যুদ্ধ তো কিছু করেইনি, বোয়াদের দেখামাত্র অস্ত্র ফেলে পালিয়েছে। তোমরা মরতে এত ভয় পাও আগে জানতাম না...' সাইলাসকে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখে কথা থামাতে বাধ্য হলো সে।

মুলারের হাতে দড়ি দিয়ে চট করে সরে পড়ল সুযোগ-সন্ধানী হেনড্রিক। ভিতরের রুমগুলোতে ঢোকার আগে আড়চোখে দেখল সবাইকে। সাইলাসকে বাঁধার কাজে ব্যস্ত মুলার আর বাকি বোয়ারা। বেসি কাঁদছে আর মিনতি করছে ওর চাচাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আজ ছেড়ে দিতে আসেনি মুলার। আজ ওর উদ্দেশ্য ভিন্ন।

হেনড্রিকের উপর নজর নেই কারও।

প্রথমেই বেসির ঘরে ঢুকল কাফ্রিটা। জানে মূল্যবান কিছু পেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ঘরেই পাবে। পেতে খুব বেশি দেরিও হলো না ওর। সোনার হাতঘড়ি আর চেইন খুলে ম্যান্টলপিসের উপর রেখেছে বেসি। একটা মিলিটারি গ্রেট-কোট পরেছে হেনড্রিক, সেটার পকেটে জিনিসদুটো ভরল সে। আরেকবার নজর বুলাল পুরো ঘরে। তেমন দামি কিছু দেখতে পেল না। বেরিয়ে এল সে। ঢুকল রান্নাঘরে।

রূপার কতগুলো কাঁটা-চামচ দেখা যাচ্ছে এককোনায়। সেগুলোও ঢুকে গেল হেনড্রিকের গ্রেট-কোটের পকেটে। বাইরে একটানা ঘেউ-ঘেউ করছে স্টম্প, দলবল সহ মুলার হাজির হওয়ার পর থেকে। ভয়ে ভয়ে জানালা দিয়ে উঁকি দিল হেনড্রিক। কুকুরটা বাঁধা আছে দেখে সাহস ফিরে এল বুকে। জন্তুটা ওকে আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল, মনে পড়ল ওর। রক্ত চড়ে গেল ওর মাথায়।

রান্নাঘরের একটা টেবিলের উপর হাতের রাইফেলটা নামিয়ে রাখল সে। ছোট আকৃতির একটা বল্লম আছে ওর সঙ্গে, সেটা নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ওকে দেখামাত্র প্রায় পাগল হয়ে গেল স্টম্প। পারলে চেইন ছিঁড়ে ছুটে আসে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে দেখল হেনড্রিক। তারপর তাকাল এদিক-ওদিক। একটা ভারী পাথর পড়ে থাকতে দেখল এককোনায়। গিয়ে তুলে আনল সেটা। সজোরে ছুঁড়ে মারল স্টম্পের মাথা লক্ষ্য করে।

প্রচণ্ড ব্যথা পেল কুকুরটা। কেঁউ করে উঠল। আরেকটা পাথর আনল হেনড্রিক, মারল স্টম্পের মাথায়। এভাবে পাথর মেরে-মেরে প্রায় ঘিলু বের করে দিল জন্তুটার।

মরণ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে স্টম্প। নড়ার শক্তিটুকু নেই। চার পা খিঁচতে আরম্ভ করেছে ইতিমধ্যেই। বল্লমটা শক্ত করে চেপে ধরল হেনড্রিক। কুকুরটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর রাগ ঠাণ্ডা না-হওয়া পর্যন্ত একের পর এক আঘাত করে চলল। ওর রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার অনেক আগেই মারা গেল স্টম্প।

মুলার আর ওর সাঙ্গ-পাঙ্গদের এগিয়ে আসতে দেখে চেঁচিয়ে সাইলাসকে সতর্ক করেছিল জ্যান্টিজে। তারপর গিয়ে লুকিয়েছিল বাড়ির পিছনে। মৃত স্টম্পের থেকে দশ গজ দূরে একটা বড় পাথরের

www.BanglaBook.org

আড়ালে শুয়ে আছে সে এখন। স্টম্পকে খুন করল হেনড্রিক—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল সে।

স্টম্পকে খুব ভালোবাসত জ্যান্ট্জে। জন, বেসি বা সাইলাসের চেয়ে জ্যান্ট্জেরই বেশি নেওটা ছিল কুকুরটা। জন্তুটাকে মরতে দেখে অশ্রুতে দু'চোখ ভরে গেল জ্যান্ট্জের। স্ত্রী-সন্তান নেই ওর, স্টম্পকেই সবচেয়ে আপন ভাবত সে। কুকুরটাকে খুন হতে দেখে আক্রোশে দাঁতে দাঁত চাপল। সিদ্ধান্ত নিল, সুযোগ পাওয়ামাত্রই হেনড্রিককে খুন করবে।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে হেনড্রিক। স্টম্পকে একটা লাথি মারল সে। কিছুক্ষণ দেখল লাশটা। কী মনে হতে মাটিতে নামিয়ে রাখল বল্লম। তারপর কলার খুলে চেইন থেকে আলগা করল কুকুরটাকে। এরপর কোলে করে স্টম্পকে নিয়ে এল রান্নাঘরের ভিতরে। একটা টেবিলের নীচে শুইয়ে দিল।

রান্নাঘরটা মূল বাড়ির লাগোয়া; কিন্তু সংযুক্ত নয়, আলগা। চালা বেড়ার, নীচে খড়। চারদিক দেখে নিয়ে ক্রূর হাসল হেনড্রিক। গ্রেট-কোটের পকেট থেকে একটা ম্যাচ-বাক্স বের করল সে। পর পর দুটো ম্যাচ কাঠি জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল চালায়। খটখটে শুকনো চালায় আগুন লাগতে সময় লাগল না।

এদিকে একটা ভারী-পাথর নিয়ে পা টিপে টিপে রান্নাঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জ্যান্ট্জে। আগুন লাগানোয় ব্যস্ত হেনড্রিক দেখতে পেল না ওকে। আগুন লাগিয়েই রান্নাঘরের দরজা দিয়ে বের হলো সে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় পাথর দিয়ে সজোরে আঘাত করল জ্যান্ট্জে। খুলি ফাটার ভোঁতা শব্দ হলো। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হেনড্রিক। পাথরটা হাত থেকে ছেড়ে দিল জ্যান্ট্জে। পাঁজাকোলা করে তুলে নিল হেনড্রিককে। তারপর স্টম্পের পাশে শুইয়ে দিল।

হেনড্রিকের ধরানো আগুন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে ইতিমধ্যেই, একা নেভাতে পারবে না বুঝে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল জ্যান্টজে। মাটি থেকে রক্তাক্ত বল্লমটা তুলে নিয়ে এবার গিয়ে লুকাল ইউক্যালিপ্টাসের সারির পিছনে।

www.BanglaBook.org

আগুনটা প্রথমে রান্নাঘর ছাই করল, তারপর এগোল সাইলাসের বাড়ির দিকে। নিজের লাগানো আগুনে নিজেই পুড়ে ছাই হলো হেনড্রিক।

মুলারের সাঙ্গ-পাঙ্গরা তখন অজ্ঞান সাইলাসকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে এসেছে বেসি। অনেকক্ষণ থেকে কাঁদছে আর মিনতি করছে মেয়েটা, 'মিইনহিয়ার মুলার, চাচাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনি? দোহাই লাগে, ছেড়ে দিন ওঁকে।'

'ট্রান্সভালের গভর্নর হিসেবে প্রথমে বিচার করবো ওর,' নির্দয় কণ্ঠে ঘোষণা করল মুলার। 'দোষ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড হবে তোমার চাচার...' আগুনের নীল শিখা আর ধোঁয়া দেখে থেমে গেল সে। আগ্রহে চকচক করে উঠল ওর চোখজোড়া। 'আগুন লাগাল কে?'

চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বেসি। তাকাল মুলারের দোসররাও।

রান্নাঘর এখন প্রায় ছাই। আগুন জ্বলছে সাইলাসের বাড়িতে। খুব দ্রুত ছড়াচ্ছে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল বেসি। কী করবে বুঝতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত আবার মিনতি জানাল মুলারের কাছেই, 'আপনি কিছু করছেন না কেন? আমাদের বাড়িটা তো পুড়ে ছাই হয়ে গেল!'

'তা-ই নাকি?' হাসল মুলার।

কান্নায় ভেঙে পড়ল বেসি। গায়ে আগুনের আঁচ লাগাতে অনেকখানি সরে এসে ইউক্যালিপ্টাসের সারির পাশে দাঁড়াল। বোয়ারা আগেই এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। সঙ্গে এনেছে সাইলাসকে।

বিশ মিনিটের ভিতর পুরো বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। চেয়ে চেয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করতে পারল না বেসি। বাইরের পাথরের দেয়ালগুলো আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু ভস্ম হয়নি। সাইলাস ক্রফটের বাড়ির চিহ্ন হিসাবে রয়ে গেছে ওগুলোই। দূরে বলে আগুন থেকে বেঁচে গেছে স্টেবল আর ওয়্যাগন-হাউস।

পায়ে পায়ে অজ্ঞান সাইলাসের কাছে এসে দাঁড়াল বেসি। মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। রক্ত জমে কালো হয়ে গেছে মুখের উপর। চোখ আর ঠোঁটের নীচে বেগুনি হয়ে আছে। চাচার কপালে আলতো করে হাত রাখল মেয়েটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধীরে ধীরে চোখ খুললেন সাইলাস। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল বেসি, 'ওরা আমাদের বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে, চাচা।'

কাছে এসে দাঁড়াল মুলার। বেসির কথাটা শুনতে পেয়েছে। বলল, 'কথাটা ঠিক নয়। আমি আগুন লাগাতে বলিনি। সম্ভবত হের্নান্ড্রিক করেছে কাজটা। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। কুকুর লেলিয়ে দেয়ার পর থেকেই তোমাদের উপর খুব ক্ষেপা ছিল সে। যা-ই হোক, পুরনো কথা তুলে লাভ নেই। তোমাদের দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হলো। যাও, ওয়্যাগন-হাউসে গিয়ে ঢোকো। আপাতত সেখানেই বন্দি করলাম তোমাদের।'

'আমি না-হয় পতাকা উড়িয়েছি,' কাতর গলায় বললেন সাইলাস। 'কিন্তু বেসি কী করেছে?'

'পতাকা ওড়ানোর সময় বাধা দেয়নি তোমাকে।'

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে সোজা হাঁটা ধরলেন সাইলাস। পিছু নিল বেসি। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল মুলার, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, বেসি? তোমার চাচার সঙ্গে রাখা হবে না তোমাকে।'

'কী?' রাগে লাল হলেন সাইলাস। 'আমার সঙ্গে রাখা হবে না মানে? তা হলে কোথায় রাখা হবে?'

'ভেবে দেখি,' শয়তানি হাসি হাসছে মুলার।

'হারামজাদা, তোকে আমি...' এক পা আগে বাড়লেন সাইলাস।

তৎক্ষণাৎ তাঁকে ঘিরে ধরল ছ'জন বোয়া। সবার হাতে রাইফেল। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী তোমরা?' পিছন থেকে চেঁচাল মুলার। 'কুত্তার মতো টানতে টানতে দেশদ্রোহীটাকে নিয়ে আটকাও ওয়্যাগন-হাউসের একটা কামরায়।'

'না...' চাচার উদ্দেশে দৌড় দিল বেসি।

খপ করে ওর একটা হাত চেপে ধরল মুলার। এত জোরে যে, মেয়েটার মনে হলো ওর কব্জির হাড় ভেঙে যাচ্ছে। ব্যথায় কাতরে উঠল সে। ওদিকে ভাতিজিকে বাঁচাতে ছ'জন বোয়ার সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিয়েছেন সাইলাস। কিন্তু দুর্বল শরীরে কিছুই করতে পারলেন না তিনি। টানতে টানতে তাঁকে ওয়্যাগন-হাউসে নিয়ে আটকাল বোয়ারা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সাবধান!' পিছন থেকে আবার চেঁচাল মুলার। 'বুড়ো খাটাশটা যেন কিছুতেই বাইরে না আসতে পারে! শুয়োরটা বাইরে এলে তোমাদেরকে গুলি করে মারবো আমি।'

ওয়্যাগন-হাউসে ঢোকার সময় মুলারকে গাল দিয়ে বলল একজন, 'গুলি করে মারবে আমাদের? ক্ষমতার জোর দেখাচ্ছে! মজা টের পাবে কয়েকদিন পর। ওকে খুন করে আরেকজনকে গভর্নর বানাবো আমরা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক,' একমত হলো আরেকজন।

'ওর মতো শয়তান ক্ষমতায় থাকলে আমরা মরবো। যেভাবেই হোক সরাতে হবে ওকে,' জানাল অন্য এক বোয়া।

ইংরেজদের উৎখাত করে মন ভরেনি বোয়াদের, নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি নিয়ে ইতিমধ্যেই ষড়যন্ত্র শুরু করে দিয়েছে—অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরায় ঢোকার সময় ভাবলেন সাইলাস ক্রফট।

এখনও বেসির হাত ধরে রেখেছে মুলার। দাঁত বের করে হাসছে। ওদিকে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে বেসি, কিন্তু মুলারের শক্তির সঙ্গে পেরে উঠছে না কিছুতেই। পারার কথাও নয়। মুঠি সামান্য ঢিলে হচ্ছে না মুলারের।

জোরাজুরি থামিয়ে মুলারের চোখে চোখ রাখল বেসি। জিজ্ঞেস করল, 'কী চান আপনি, মিইনহিয়ার মুলার?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলুন। আমি শুনছি। হাত ছাড়ুন। ব্যথা লাগছে।'

হাত ছেড়ে দিল মুলার। আপাদমস্তক দেখল বেসিকে। 'অনেক শুকিয়ে গেছ তুমি। অসুবিধা নেই, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করলেই আবার...'

'পরামর্শটা দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। এবার বলুন কোথায় যাবো আমি। চাচার রুমের পাশে একটা রুম আছে...'

'এত তাড়াহুড়ো কেন? আসল কথা তো বলিইনি এখনও।'

'তা হলে বলুন। আপনার সময় অনেক মূল্যবান। আমার মতো

www.BanglaBook.org

তুচ্ছ এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলে নষ্ট করবেন না।'

'তুচ্ছ নও তুমি। তুমি আসলে কত মূল্যবান আমার কাছে, নিজেও জানো না।...বেসি,' আবেগে আক্রান্ত হলো মুলার আচমকা। 'তোমাকে প্রথমবার দেখার পর থেকেই ভালোবাসি আমি। চাইলেই সেই ভালোবাসাকে পাপে পরিণত করতে পারতাম। কিন্তু করিনি কখনও। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, বেসি। আমার ভালোবাসাকে আমি সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চাই।'

'মিইনহিয়ার মুলার,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেসি। 'আপনার প্রস্তাবের জন্যে আবারও ধন্যবাদ। জেনে খুশি হলাম আমাকে এখনও আপনার ভালো লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই আমার। যে আমাদের এত ক্ষতি করেছে, যে আমার চাচাকে মার খাইয়েছে-আটকে রেখেছে, তাকে বিয়ে করতে পারি না আমি।'

'স্বীকার করছি কয়েকটা খারাপ কাজ করেছি আমি। আসলে পরিস্থিতির চাপে কাজগুলো করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু দেখো, কাজগুলো করেছি বলেই আজ আমি ট্রান্সভালের গভর্নর।' বেসির দিকে কিছুটা ঝুঁকে এল মুলার। 'তোমাকে একটা গোপন কথা বলি। বছর দুয়েকের মধ্যে হয়তো দেশের প্রেসিডেন্টও হয়ে যেতে পারি। এমন চাল দিতে আরম্ভ করেছি ইতিমধ্যেই...' বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝে থামল সে। 'থাক, অত জেনে কাজ নেই তোমার। আমার বউ হলে কী-কী পাবে চট করে হিসেব করে ফেলো। তারপর বলো আমার বউ হতে রাজি আছো কি না।'

'হিসেব করার কোনও দরকার নেই। আগেও বলেছি, আবারও বলছি, যতবার জিজ্ঞেস করবেন ততবার বলবো-আপনাকে বিয়ে করবো না। আমি আপনাকে ঘৃণা করি। জন মরেছে, তাই এ-পৃথিবীর আর কাউকেই বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই। তবুও যদি কখনও বিয়ে করতে হয়, একটা কাফ্রিকে করবো কিন্তু আপনাকে নয়।'

রাগে লাল হয়ে গেল মুলারের চেহারা। 'কী বললে?'

ভয় পেল না বেসি। আশ্চর্য শীতল কণ্ঠে টেনে-টেনে বলল, 'আমি আপনাকে বিয়ে করবো না।'

'খুব ভালো। আমাকে বিয়ে না-করলে তোমার চাচাকে গুলি করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মারার আদেশ দেবো আমি।'

এবার ঘাবড়ে গেল বেসি। 'মানে?'

বাঁকা হাসল মুলার। 'আজ এখানে আসার আগেই জানতাম আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে তুমি। চাইলেই গুলি চালানোর আদেশ দিতে পারতাম তোমার চাচার ওপর। কিন্তু দেইনি। ওই দু'জন যখন লাথি মারছিল সাইলাসকে, আমিই গিয়ে উদ্ধার করেছি। ইচ্ছে হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে পারতাম। আমার দয়ায় বেঁচে আছে সাইলাস। কেন? হয় তুমি আমাকে বিয়ে করবে, নইলে সাইলাসকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে আমার। খারাপ কাজ একটা করলে হাজারটা করতে হয়, খারাপ কাজের নিয়মই সেরকম, সাইলাসকে মারতে খারাপ লাগবে না আমার।' বেসির চেহারা সাদা হয়ে গেছে দেখে বলল, 'কিন্তু তোমার বোধ হয় লাগবে?'

কিছু বলল না বেসি। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে। মুখ রক্তশূন্য। চোখভর্তি পানি।

খুশি হলো মুলার। ওষুধ কাজ করতে আরম্ভ করেছে। বলল, 'সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে দেড় ঘণ্টা সময় দিলাম তোমাকে। মনে রেখো–আমিই কোর্ট, আমিই ট্রান্সভালের আইন। আমি খুন করি না বিচারের নামে কাউকে গুলি করে মারি–কেউ দেখতে আসবে না। কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আমাকে। দেড় ঘণ্টা পর আবার জিজ্ঞেস করবো আমাকে বিয়ে করবে কি না। তখনও যদি বলো–না, তা হলে আগামীকাল ভোরে গুলি করে মারা হবে সাইলাসকে।'

শরীরে শক্তি পাচ্ছে না বেসি। পাশের একটা গাছের কাণ্ডে হেলান দিল সে। 'চাচাকে...চাচাকে খুন করতে পারেন না আপনি।'

হাসল মুলার। 'পারি কি না সেটা আগামীকাল ভোরেই দেখতে পাবে। আমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকলে কালই ওয়াকারস্ট্রুম থেকে পাদ্রি নিয়ে আসি আমি। একদিক দিয়ে আমাদের বিয়ে হবে, আরেকদিক দিয়ে মুক্তি পাবে তোমার চাচা।'

লম্বা করে দম নিল বেসি। চোখের পানি মুছল। শক্ত করল নিজের মনকে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'আপনাকে বিয়ে করবো না আমি।'

www.BanglaBook.org

জোর করে হাসল মুলার। সেই হাসিতে আত্মবিশ্বাস নেই, আছে পরাজয়ের চিহ্ন। ওর পুরো পরিকল্পনা, এতদিনের পরিশ্রম–সব মাঠে মারা গেছে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, বেসিকে রাজি করানো যাবে না। খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল সে। বলল, 'ভালো কথা, বিয়ে কোরো না। বিয়ে না-করে একটা মেয়েকে কী করে ভোগ করা যায়, জানা আছে আমার। কম করিনি এ-জীবনে। তোমাকে সম্মান দিতে চেয়েছিলাম, পায়ে ঠেললে তুমি। ফ্র্যাঙ্ক মুলার আসলে একটা রাক্ষস, বুঝতে পারোনি তুমি। রাক্ষসের খিদে লাগলে সে কতটা ভয়ঙ্কর, টের পাবে এবার।...তোমাকেও আটকে রাখবো আমি। আগে গুলি করে মারি সাইলাসকে, কবর দেই, তারপর তোমার তেজ বের করবো,' আরেকবার বেসিকে আপাদমস্তক দেখল সে।

রাক্ষসটার দৃষ্টিতে স্পষ্ট লালসা। ঘৃণায় রি রি করে উঠল বেসির ভিতরটা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, মুলার ওর চাচাকে খুন করলে যে-কোনও উপায়ে আত্মহত্যা করবে সে।

'চলো এখন,' গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিল মুলার। 'ওয়্যাগন হাউসে আরও একটা কামরা খালি আছে। ওটাতে আটকে রাখবো তোমাকে। বন্দি হয়ে থাকো আপাতত।'

সাইলাসের পাশের কামরায় বন্দি করা হলো বেসিকে।

অন্ধকার কামরার ঠাণ্ডা মাটিতে বসে পড়ল মেয়েটা। দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুলার। তারপর বন্ধ করে দিল দরজাটা। আটকে দিল বাইরে থেকে।

মুলারকে চেঁচাতে শুনল বেসি, 'বোয়া ভাইয়েরা, ঠিক দেড় ঘণ্টা পর শুরু হবে সাইলাস ক্রফটের বিচার। এখানেই। তোমাদের উপস্থিতিতে।'

'বুড়োর বিরুদ্ধে অভিযোগটা আসলে কী?' প্রশ্ন করল একজন।

'দেশদ্রোহিতা, খুনের চেষ্টা আর ট্রান্সভালের মাননীয় গভর্নরের আদেশের অবমাননা।'

এরপর হালকা আলাপ করতে লাগল ওরা। আগ্রহ হারাল বেসি। তাকাল এদিক-ওদিক। কীভাবে পালানো যায় ভাবছে।

ঘরটাতে কোনও জানালা নেই। বের হওয়ার একমাত্র



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপায়—দরজা। কিন্তু সেটা বন্ধ এবং বাইরে পাহারা দিচ্ছে মুলারের চামচারা। দরজার সঙ্গের দেয়ালে একটা ফাটল। উঠে গিয়ে সেটাতে চোখ রাখল বেসি। সামনের অনেকখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হাঁটাহাঁটি করছে বোয়ারা, হাসি-ঠাট্টা করছে। প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল।

পিছনের দেয়ালে একটা বায়ু-কুঠুরি আছে। অনেক কসরত করে হয়তো বের হওয়া যাবে ওই পথে। কিন্তু উঁকি দিয়ে দেখল বেসি, কুঠুরিটা আগেই দেখে ফেলেছে একজন বোয়া। লোকটা বসে আছে বাইরে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে। এর হাতেও রাইফেল।

পালানোর কোনও উপায় নেই। বসে বসে অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগল বেসি।

এক মিনিট, দু'মিনিট করে পার হলো দেড় ঘণ্টা। কীভাবে আত্মহত্যা করা যায় ভাবছিল বেসি, বোয়াদের হই চই শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ রাখল দেয়ালের ফাটলে।

সামনের ফাঁকা জায়গায় একটা স'-বেঞ্চ বসাচ্ছে ওরা। কী ঘটছে বুঝতে অসুবিধা হলো না বেসির। কোর্ট সাজাচ্ছে বোয়ারা। প্রহসনের বিচার হবে সাইলাস ক্রফটের।

মেয়েটার চোখ ফেটে পানি বের হয়ে এল আবার।

ষোলোজন বোয়ার মধ্যে পাঁচজন সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল স'-বেঞ্চের বামপাশে। পাঁচজন দাঁড়াল উল্টোদিকে। সৈন্যদের কায়দায় হাতের রাইফেল ধরেছে সবাই—নলে হাত, বাঁট মাটিতে নামানো।

কিছুক্ষণ পর সাদা মুখে হাজির হলেন কুয়েযি। ডান কানে একটা রুমাল পেঁচিয়ে রেখেছেন। অল্প অল্প কাঁপছেন ভয়ে।

আরও কয়েক মিনিট পর এল ফ্র্যাঙ্ক মুলার। গর্বিত ভাব-ভঙ্গি। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে বসল স'-বেঞ্চে। হাতের রাইফেলটা দু'হাঁটুর মাঝখানে রাখল। ফিসফিস করছিল দুয়েকজন, ওদেরকে উদ্দেশ করে জজের ভঙ্গিতে বলল, 'কোর্টের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। নীরবতা পালন করো সবাই।'

পিন-পতন নীরবতা নেমে এল।

'বন্দিকে হাজির করো,' আদেশ দিল "জজ" মুলার।

চারজন বোয়া রওয়ানা হলো সাইলাস ক্রফটকে আনতে। ছিটকিনি

www.BanglaBook.org

খোলার আওয়াজ পেল বেসি। তারপর ধস্তাধস্তির শব্দ। মিনিটখানেক পর দেখল, ওর চাচাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে চার বোয়া। অল্প কিছুদূর গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন সাইলাস। তাঁর কাঁধে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল এক বোয়া। ব্যথায় কাতরে উঠে সামনে এগোতে বাধ্য হলেন সাইলাস।

তাঁকে দাঁড় করানো হলো মুলারের সামনে। ছ'জন বোয়া দাঁড়িয়ে রইল তাঁর পাশে। পকেট থেকে নোট-বুক আর পেন্সিল বের করল মুলার।

'সাইলাস ক্রফট,' শুরু করল সে, 'তোমার বিরুদ্ধে তিনটা অভিযোগ। এক, স্বাধীন দক্ষিণ-আফ্রিকার মাটিতে ইংল্যান্ডের পতাকা উড়িয়ে দেশদ্রোহিতা করেছ তুমি দুই, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সময় হ্যান্স কুয়েযি নামের জনৈক নিরীহ, সদা-আইন-মান্যকারী বোয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়েছ। তিন, ট্রান্সভালের মহামান্য গভর্নরের আদেশ অমান্য করে স্বাধীন দক্ষিণ-আফ্রিকার বিচার ব্যবস্থাকে অবমাননা করেছ। অভিযোগ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে তোমাকে। কিছু বলার আছে তোমার?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন সাইলাস। তারপর বললেন, 'আমি যখন পতাকা উড়িয়েছি, তখন পর্যন্ত দেশটা বোয়াদের হাতে যায়নি। সুতরাং একজন বোয়া যেমন তাদের পতাকা ওড়ানোর অধিকার রাখে, ওই সময় ইংরেজ নাগরিক হিসেবে আমারও সমান অধিকার ছিল। আমাকে পতাকা ওড়াতে দেখেছে এমন কেউ নেই আশপাশে। কাজেই বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার প্রথম অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।'

মুলারের মুখ কালো হয়ে গেল। গলা খাঁকারি দিয়ে বলল সে, 'প্রত্যেক অভিযুক্ত তার বিরুদ্ধে করা অভিযোগকে ভিত্তিহীনই বলে বটে। কিন্তু আসামির অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, অভিযোগটার ক্ষেত্রে কোনও সাক্ষীর দরকার পড়ে না। আজও আমরা পতাকাটা উড়তে দেখেছি বাইরে। এ-প্রসঙ্গে কিছু বলার আছে আসামির?'

'দেশটা বোয়ারা দখল করে নিয়েছে, জানা ছিল না আমার।'

'কথাটার মানে দাঁড়াল এরকম—একজন খুন করেছে, তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আদালতে। বিচারে লোকটার অপরাধ প্রমাণিত

www.BanglaBook.org

হলো। ফাঁসির আদেশ দেয়া হলো। তখন লোকটা বলল, খুন করলে ফাঁসি হয় জানতাম না আমি।'

হা হা করে হেসে উঠল বোয়ারা।

বিচলিত হলেন না সাইলাস। বললেন, 'আমার বাড়িতে ঢুকে এক কাফ্রি ছেলেকে গুলি করে মারলে তোমরা। সেটার কোনও বিচার হলো না, আমি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে হাতে রাইফেল তুলে নিলাম-সেটাই দোষ হলো? হ্যান্স কুয়েযিকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুঁড়লে এখন এখানে হাজির থাকতে পারত না সে। ওকে সতর্ক করার জন্যে গুলি করেছি, হত্যার উদ্দেশ্যে নয়।'

'তার মানে তুমি স্বীকার করছ যে গুলি করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'কুয়েযি,' ডাক দিল মুলার। 'গুলি করার আগে তোমাকে কী বলেছিল সাইলাস?'

কিছুক্ষণ মাথা চুলকে জবাব দিলেন কুয়েযি, ' "আর এক পা-ও এগোলে তোমাকে গুলি করবো আমি।" '

'ঠিক করে বলো,' গর্জে উঠল মুলার।

ঘাবড়ে গেলেন কুয়েযি। মুলার কী বলতে বলছে বুঝে গেলেন। ইতস্তত করতে লাগলেন।

'কী হলো? আদালতে সাক্ষী দিতে গিয়ে মিথ্যা বলার শাস্তি জানো? মৃত্যুদণ্ড।'

'সাইলাস বলেছিল,' আর দেরি করলেন না কুয়েযি, '"আর এক পা-ও এগোলে তোমাকে গুলি করে মারবো আমি।"'

'উপস্থিত বিজ্ঞ বোয়ারা কী মনে করেন?' প্রশ্ন করল মুলার। 'এটা কি হত্যার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, না ফাঁকা বুলি?'

'হত্যার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে,' এক কথায় বলল সবাই।

নোটবুকে কিছু লিখল মুলার। তারপর প্রশ্ন করল, 'কুয়েযি, গুলি তোমার কোথায় লেগেছে?'

'কানে।'

'তার মানে আরেকটু হলে মাথায় লাগত?'

'জী।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কানে লাগায় অনেক রক্ত হারিয়েছ তুমি?'

'জী।'

'তোমার কোনও প্রশ্ন করার আছে, সাইলাস?'

'না।'

'আপনারা শুনলেন, আসামির কোনও প্রশ্ন করার নেই। তার মানে সাক্ষীর বক্তব্য মেনে নিয়েছে সে,' লম্বা করে দম নিল মুলার। 'এবার তৃতীয় অভিযোগ। অভিযোগকারী আমি নিজেই। আমি বোয়া সরকারের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ট্রান্সভালের গভর্নর। আমার আদেশ অমান্য করা আর বোয়া সরকারের আদেশ অমান্য করা একই কথা। ঠিক কি না?'

'জী, একেবারে ঠিক,' তাল মেলাল সবাই।

'বন্দিকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে আদেশটা তো মানেইনি সে, বরং খুন করার হুমকি দিয়েছে। আপনার সাক্ষী আছেন?'

'জী, আমরা সবাই সাক্ষী।'

হাসল মুলার। 'মহামান্য বোয়ারা, এবার বলুন, আপনাদের কী মত? কী শাস্তি হওয়া উচিত আমাদের বন্দির?'

'মৃত্যুদণ্ড,' এক শব্দে ঘোষণা করল সবাই।

'ঠিক বলেছেন,' উপরে-নীচে মাথা নাড়ল মুলার। 'একজন দেশদ্রোহীর সেরকম শাস্তিই হওয়া উচিত,' কিছুক্ষণের বিরতি দিল সে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগল, 'আমি ফ্র্যাঙ্ক মুলার, ট্রান্সভালের গভর্নর হিসেবে ঘোষণা করছি, সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের পর তিনটি অভিযোগেই দোষী সাব্যস্ত করা হলো বন্দিকে। সুতরাং,' জোরালো কণ্ঠে বলতে লাগল, 'বন্দিকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম আমি। গুলি করে মারা হবে ওকে আগামীকাল ভোরে। সে মরেছে নিশ্চিত না-হওয়া পর্যন্ত ওর ওপর গুলি চলবে।'

অন্ধকার কামরার ভিতর ফুঁপিয়ে উঠল বেসি। বসে পড়ল মাটিতে। সামনের দৃশ্যটা আর দেখতে চায় না।

সাইলাসকে উদ্দেশ করে বলে চলল মুলার, 'দেশদ্রোহী, দেশের

www.BanglaBook.org

প্রচলিত আইন অনুযায়ী ন্যায্য বিচার হলো তোমার। চাইলে আরেক বার আবেদন করতে পারো তুমি। উচ্চ-আদালতে বিচার হবে সেক্ষেত্রে। তোমাকে ট্রান্সভালে নেয়া হবে। মাননীয় বোয়াদের উপস্থিতিতে আবার শুনানি হবে। তুমি কি সেটা চাও?'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন সাইলাস। "বোয়াদের" উচ্চ-আদালতে কী বিচার হবে সেটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না তাঁর।

'বর্তমান রায়ের ব্যাপারে কিছু বলতে চাও?'

'চাই।'

'নিঃসঙ্কোচে বলো।'

'তুমি একটা খুনি, মুলার। আমাকে খুন করে মুইফন্টেইন দখল করলে তুমি। ঈশ্বর আছেন, তোমার পাপের শাস্তি দেয়ার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। কেন যেন মনে হচ্ছে পরিণতি ঘনিয়ে এসেছে তোমার।'

'চুপ কর্ কুত্তার বাচ্চা ইংরেজ,' বিচার করছে বেমালুম ভুলে গিয়ে স্বরূপ দেখাল মুলার। 'ঈশ্বরের ভয় দেখাবি না আমাকে। তোর জীবন-মরণ আমার হাতে। সুতরাং আমিই ঈশ্বর,' ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত হয়ে গেছে মুলার। তাকাল বোয়াদের দিকে। 'তোমাদের মধ্যে একজন রওনা হয়ে যাও এক্ষুণি। ট্রান্সভালের যেখান থেকে পারো একজন ইংরেজ পাদ্রি ধরে নিয়ে এসো। মরার আগে সাইলাসকে পাপ স্বীকার করার সুযোগ দেয়া হবে। কোনও রকম অবিচার করা হবে না ওর সঙ্গে। দু'জন লেগে যাও কবর খোঁড়ার কাজে। বাড়ির পেছন দিকে উঁচু একটা জায়গা দেখলাম। সেখানে চমৎকার কবর হবে ইংরেজ শকুনটার। তবে সব কিছুর আগে সাইলাসকে বন্দি করো আবার।'

চারজন বোয়া এগিয়ে গেল সাইলাসের দিকে। এবার আর জোরাজুরি করলেন না বুড়ো। মাথা নিচু করে গিয়ে ঢুকলেন "কারাগারে"। দেয়ালের ফাটল দিয়ে সবই দেখল বেসি। এখন আর কাঁদছে না সে। ওর কান্না ফুরিয়ে গেছে।

নোট বুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ল মুলার। দিন-তারিখ দিয়ে সেটাতে সাইলাসের বিচার-কাজের সারাংশ লিখল। তারপর সবাইকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে সই করিয়ে নিল।

কিন্তু নিজে সই করল না।

ইচ্ছে করেই করল না। নোটবুকটা বেসিকে দেখাতে চায় সে। বলতে চায়—ফায়ারিং-স্কোয়াডের আদেশনামায় ট্রান্সভালের গভর্নরের সই না-থাকায় কোনও মূল্য নেই সেটার। মুলার এই আদেশনামায় সই না-করা পর্যন্ত আইনের নামে কোনও বোয়া গুলি চালাতে পারবে না সাইলাস ক্রফটের উপর। সাইলাসকে বাঁচাতে চাইলে ভোরের আগেই মুলারকে বিয়ে করতে হবে বেসির।

ইউক্যালিপ্টাসের সারির পিছনে লুকিয়ে সব দেখল আর শুনল হটেনটট জ্যান্ট্জে।

# বিশ

মধ্যম গতিতে ছুটছে ঘোড়া দুটো। মুইফন্টেইনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জন আর জেস। জনকে বলল জেস, 'একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।'

'বলো,' একই গতিতে পাশাপাশি চলেছে জন, তাই শুনতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ওর। খেয়াল করেছে সে, আগে ওকে "ক্যাপ্টেন নেইল" বলে ডাকত জেস। কিন্তু এখন আর ডাকে না। জনও বলে না। এমনভাবে কথা বলে, যেন সম্ভাষণ করতে না হয়।

'আমাদের মনে হয় আলাদা হওয়া উচিত।'

ঘোড়ার গতি কমাল জন। গতি কমাতে বাধ্য হলো জেসও। জন বলল, 'কেন? আলাদা হতে হবে কেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উত্তরটা জেসের জিভে এসেও আটকে যাচ্ছে বার বার। কীভাবে বলবে জনকে যে ওকে ভালোবাসে সে? বললেই বা কী হবে? মুইফন্টেইনে ফিরলে বেসির সঙ্গে এনগেইজমেন্ট হবে জনের। বেসি—ওর আপন ছোট বোন!

জন বেসিকে ভালোবাসে না—বুঝতে পারছে জেস। ওর অনুপস্থিতিতে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বেসির প্রতি। ভালোবাসার প্রস্তাব দিয়ে বসেছে। বেসি আগে থেকেই ক্যাপ্টেন নেইল বলতে ছিল অজ্ঞান। জনকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি তাই।

এখন জেস যদি জনকে ভালোবাসার কথা বলে তা হলে কী দাঁড়াবে ব্যাপারটা? জন নিজেকে সামলাতে পারবে না, জেসকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হতে চাইবে। জেস সাড়া না-দিলে হয়তো আর কখনোই ফিরে যাবে না মুইফন্টেইনে। তখন কী হবে বুড়ো সাইলাস আর বেচারি বেসির?

সাত-পাঁচ ভেবে নিজেকে সামলাল জেস। বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো ওর মাথাটা এলোমেলো করে দিচ্ছে। বলল, 'মুলারের গুলি লেগে আমি মরলেই ভালো ছিল।'

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জন। 'এসব কী বলছ তুমি?'

থামল জেসও। জনের চোখে চোখ রাখল। 'মুইফন্টেইনে থাকতে বেসিকে কী বলেছ তুমি? ওকে ভালোবাসো?'

ইতস্তত করল জন। সত্য বললে অপমানিত হতে হবে জেসের কাছে। আবার মিথ্যা বললে বুঝে যাবে মেয়েটা। শেষ পর্যন্ত সত্যি বলার সিদ্ধান্ত নিল সে। 'হ্যাঁ, বলেছিলাম।'

'তা হলে আমাকেও কেন বললে?'

'কারণ...কারণ...আমি আসলে তোমাকেই ভালোবাসি।'

স্থির দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে রইল জেস।

'শোনো,' লম্বা করে দম নিল জন। 'ব্যাপারটা কী হয়েছে বুঝিয়ে বলি। তুমি চলে এলে মুইফন্টেইন ছেড়ে। তোমার চাচা তখন বাতের ব্যথায় কাতর। বলতে গেলে সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকেন। আমি আর বেসি কাজ করি ফার্মে। ওর মতো একটা সুন্দরী মেয়ে দিনের পর

www.BanglaBook.org

দিন পাশে থাকলে মাথার ঠিক থাকে? আমি খুঁজতাম তোমাকে, চোখে পড়ত বেসিকে। খুব অস্থির লাগত। শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারলাম না নিজেকে। একদিন বেসিকে বলেই ফেললাম…। বেসিও বলল যে আমাকে ভালোবাসে সে। তখন তোমার চাচা বললেন আমাদের এনগেইজমেন্টের কথা। কিন্তু তার আগে তোমাকে ফিরিয়ে আনতে হবে প্রিটোরিয়া থেকে। রওনা হলাম আমি। পথে কী যে হলো…বুঝতে পারলাম আসলে বেসিকে নয়, তোমাকেই ভালোবাসি। বেসির প্রতি আমি আসলে আকৃষ্ট হয়েছিলাম মাত্র, আসলে…'

আর শুনতে চাইল না জেস কঠোর গলায় বলল, 'তোমাকে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জন। নইলে তোমার সঙ্গে মুইফন্টেইনে ফিরবো না আমি '

জেসের এই কঠিন ভাব-ভঙ্গির সঙ্গে পরিচয় আছে জনের। এই কাঠিন্যের নাম ব্যক্তিত্ব। এ-গুণটার জন্যই জেসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে।

'বলো,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জন। 'আমি প্রতিজ্ঞা করতে রাজি আছি।'

'বেসিকে বিয়ে করবে তুমি। মুইফন্টেইনে ফিরে এমন কোনও আচরণ করবে না যেন ওর মনে কোনও রকম সন্দেহ জাগে। আর বিয়ের পর কোনও দিন খারাপ ব্যবহার করবে না বেসির সঙ্গে।'

'কিন্তু…কিন্তু…আমি কীভাবে…'

'তুমি আশা দিয়েছ মেয়েটাকে। তুমি কী ভেবেছ? মুইফন্টেইনে ফিরে বেসিকে বলবে ওকে ভালোবাসো না? আমাকে বিয়ে করতে চাও?…বেসিকে চিনি আমি। তোমাকে কীরকম ভালোবাসে সে জানা আছে আমার। তোমাকে না-পেলে মরবে মেয়েটা। ছোট বোনকে ঠকিয়ে তোমার সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারি না আমি। তা ছাড়া…তা ছাড়া,' পরের বাক্যটা বলতে গিয়ে কয়েকবার ইতস্তত করল জেস। চোখ সরিয়ে নিল জনের চোখ থেকে। 'যদি ভেবে থাকো তোমাকে ভালোবাসি আমি, তা হলে ভুল করেছ। একবার আমার বোনকে প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছ, পরের বার দিচ্ছ আমাকে–যার মনের অবস্থা

www.BanglaBook.org

এরকম, তাকে ভালোবাসা তো দূরের কথা, কোনও মেয়ে কী করে পছন্দ করতে পারে ভেবে পাই না। বেসি সহজ-সরল বলে...' জনের মুখ কালো হয়ে গেছে দেখে কথা থামাল জেস। বুঝতে পারছে মিথ্যা কথাটা প্রচণ্ড আঘাত করেছে জনকে। কিন্তু করার কিছু নেই। বোনের জন্য নিজের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিতেই হবে জেসের। নিষ্ঠুর আচরণ করতেই হবে জনের সঙ্গে।

জনকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে চলল জেস, 'তুমি কি সত্যি আমাকে ভালোবাসো?'

ক্লান্ত হাসি ফুটল জনের চেহারায়। দু'চোখে পরাজয়ের স্পষ্ট ছাপ। দেখে জেসের বুকের ভিতর হু-হুঁ করে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সংযত করল নিজেকে। জিজ্ঞেস করল, 'বললে না, তুমি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসো?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যা-চাই, দিতে পারবে?'

'পারবো।'

'আমি চাই, বেসিকে বিয়ে করবে তুমি। আমি চাই, বেসিকে কোনও দিন জানাবে না যে আমাকে ভালোবাসতে একসময়। আমি চাই, বিয়ের পর আমাকে নিয়ে ঝগড়া করবে না বেসির সঙ্গে। বেসিকে তুমি ভালোবাসো বা না-বাসো, আমার খাতিরে অন্তত ভালোবাসার ভানটুকু করবে—এটাই চাই আমি।'

মূর্তির মতো বসে রইল জন। তাকিয়ে আছে জেসের দিকে। পলক পড়ছে না চোখের। মনে ঝড় উঠেছে। সামনেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছে ভালোবাসার মানুষটা। সামান্য দাবি তার। কিন্তু সে-দাবি পূরণ করা জনের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

'চলো, রওনা হই,' এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল জন। 'বেলা বাড়ছে।'

'আমি কিছু চেয়েছিলাম তোমার কাছে,' মনে করিয়ে দিল জেস।

'ও, হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জন। 'তুমি যা বলছ তা-ই হবে। চলো, রওনা হওয়া যাক এবার।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নদীর তীর ধরে টানা দশ মাইল এগোল ওরা। হরিণ আর উইল্ডাবিস্ট ছাড়া আর কোনও প্রাণী দেখতে পেল না। দূরের জঙ্গল ছেড়ে মাঝেমধ্যে বেরিয়ে আসছে জন্তুগুলো। পানি খেয়ে আবার গিয়ে ঢুকছে জঙ্গলে।

দুপুর দুটোর দিকে থামল ওরা। ঝুড়ি থেকে খাবার বের করে খেল। তারপর আঁজলা ভরে পানি পান করল নদী থেকে। ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিল। ঘোড়া দুটোরও বিশ্রাম হলো তাতে।

তারপর আবার রওয়ানা হলো ওরা।

রাত সাড়ে আটটার দিকে থামতে হলো। ঘোড়া দুটো আর পারছে না। সামনে একটা গর্ত, তাতে জমে আছে বৃষ্টির পানি। সেটার কিনারায় জন্তু দুটোকে ছেড়ে দিল জন। ঘাস, লতা-পাতা আছে প্রচুর। খেতে পারবে। পিপাসা মেটাবে পানি খেয়ে। একটা মরা-গাছের গুঁড়ির উপর গিয়ে বসল জন। চাঁদ ওঠার অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল জেস। তারপর গিয়ে বসল জনের পাশে।

কিন্তু কথা বলছে না কেউই। মুইফন্টেইনে পা দেওয়ার পর থেকে কী-কী ঘটেছে ভাবছে জন। আর জেস ভাবছে, বেসি আর জনের এনগেইজমেন্টের পর সে কী করবে। ইউরোপেই যেতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। হয়তো লন্ডনে থাকবে। সেখানে কোনও-না-কোনও কাজ জুটে যাবেই। আমরণ থাকবে সেখানেই। মাঝেমধ্যে চিঠি লিখে খোঁজ-খবর নেবে চাচা আর বোনের। চাচার বয়স হয়েছে, আর হয়তো বেশি দিন বাঁচবেন না; জন আর বেসি মিলে সামলাতে পারবে ফার্মটা। পরে ওদের বাচ্চা-কাচ্চা হলে এত খালি-খালি লাগবে না মুইফন্টেইন।

চাঁদ ওঠার পর মুখ খুলল জন, 'চলো। আর বসে থেকে কী হবে? আশা করি ঘোড়া দুটো তাজা হয়ে গেছে এতক্ষণে। আমার হিসেব ভুল না-হলে মুইফন্টেইন থেকে ষোলো মাইল দূরে আছি আমরা।'

কিছু না-বলে স্যাডলে চড়ে বসল জেস।

দিগন্ত-বিস্তৃত সমতলভূমি, উঁচু-নিচু টিলা, আকস্মিক-বন্যায়-সৃষ্ট অগভীর গর্ত পার হয়ে এগিয়ে চলল ওরা দু'জন। কিন্তু কপালে ঝামেলা থাকলে এড়ানোর উপায় থাকে না। একদল সশস্ত্র

www.BanglaBook.org

ঘোড়সওয়ার-বোয়া যাচ্ছিল ওই পথে, ওরা দেখে ফেলল জন আর জেসকে। অমনি ছুটে এল হই-হই করতে করতে।

'থামো!' একেবারে সামনের লোকটা চেঁচিয়ে আদেশ দিল। 'নইলে গুলি করবো।'

থামতে বাধ্য হলো জন আর জেস।

'তোমরা কী করছ এখানে?' আবার জিজ্ঞেস করা হলো।

কী করছে সেটার ব্যাখ্যা দিল জেস। আরও বলল ওদের কাছে পাস আছে। সবশেষে বলল, 'মুইফন্টেইন যাচ্ছি আমরা।'

'মুইফন্টেইন?' হাসল এক বোয়া।

মুইফন্টেইনে ইতিমধ্যেই কী ঘটে গেছে জানা না-থাকায় হাসিটা রহস্যময় মনে হলো জেসের কাছে।

'পাসের কথা বলছিলে তুমি,' আরেক বোয়া বলল। 'কীসের পাস?'

'তোমাদের জেনারেলের দেয়া পাস।'

'কই দেখি?'

পাসটা দেখানো হলো। নেতা গোছের লোকটা আদেশ দিল, 'একটা লণ্ঠন জ্বালো তো। ভালোমতো পড়ে দেখতে হবে পাসটা। পুরো ব্যাপারটাই ধোঁকাবাজি হতে পারে।'

আনা হলো লণ্ঠন। সেটার আলোয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাসটা পড়ল লোকটা। ভুল-ভ্রান্তি পেল না। নকল বলেও মনে হলো না ওর। জিজ্ঞেস করল, 'এই যুদ্ধের সময় জেনারেলের থেকে পাস বের করলে কী করে?'

'আমি তো আর করিনি, আমার এক বোয়া বন্ধু করে দিয়েছে কাজটা।'

'বন্ধু? কী নাম?'

'ফ্রাঙ্ক মুলার।'

'কী! ফ্রাঙ্ক মুলার?' বিশ্বাস করতে পারছে না বোয়া সৈন্য। 'মুলার তোমাদের বন্ধু?'

'হ্যাঁ,' বলার সময় কণ্ঠ খানিকটা কেঁপে গেল জেসের।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'ভাঁওতা দিচ্ছে,' সরাসরি বলল আরেক বোয়া সৈন্য। 'যে লোক দু'চোখে দেখতে পারে না ইংরেজদের, সে কেন ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে যাবে?'

'ঠিকই তো,' সমর্থন করল আরেকজন। 'এই পাসে ঘাপলা আছে মনে হয়।'

'দেখো, দেখো,' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল একজন বোয়া। 'পাসটা কেমন ভেজা-ভেজা মনে হচ্ছে না?'

'ঠিকই তো!' জনের দিকে তাকাল লোকটা। 'কী ব্যাপার?'

'আসার সময় বৃষ্টি নেমেছিল। তাতে ভিজে গেছি আমরা দু'জনই। পাসটাও ভিজেছে।'

'হুঁ,' এখনও সন্দেহ যাচ্ছে না বোয়া-দলের নেতার। 'বিশ্বাস করতে পারছি না তোমাদের কথা। জেনারেলের সই আগে দেখিনি আমি। হতে পারে স্থানীয় কোনও কমান্ডারকে দিয়ে সই করিয়ে এনে বলছ জেনারেলের সই। না, এত সহজে ছাড়া যাচ্ছে না তোমাদের। আরও খোঁজ-খবর করতে হবে তোমাদের ব্যাপারে। আপাতত গ্রেপ্তার করা হলো তোমাদের দু'জনকেই।'

তর্ক করতে লাগল জেস। সম্ভব-অসম্ভব যত কারণ মাথায় এল বলল লোকটাকে। কিন্তু কাজ হলো না। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বলল বোয়াদের নেতা, 'কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। গ্রেপ্তার করা হলো তোমাদের।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জনের দিকে তাকাল জেস। বলল, 'আবার ধরা পড়লাম আমরা।'

'হুঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জনও। 'ভাগ্যকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন।'

নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিল বোয়ারা। তারপর নেতা-গোছের লোকটা বলল জেসকে, 'তোমরা দু'জন চলো আমাদের সঙ্গে। তোমাদের কারণে দেরি হয়ে গেল আমাদের। কিন্তু করারও কিছু নেই। তোমাদের কথা-বার্তা, চাল-চলন সন্দেহজনক। এমনি-এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না তোমাদের। বিশ্বাস করি এমন কারও বাড়িতে আপাতত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আটকে রাখবো দু'জনকেই। তারপর দেখা যাবে কী হয়।'

সুতরাং আবার রওয়ানা হলো ওরা। কিন্তু এবারের যাত্রাটা ঘটনাবিহীন হলো না।

বোয়া সৈন্যদের কেউ কেউ অতি উৎসাহী হয়ে পড়ল জেসকে সঙ্গে পেয়ে। অশ্লীল-কৌতুক করতে লাগল ওকে নিয়ে। সুন্দরী যুবতী, তা-ও আবার ইংরেজ—ঠাট্টার ছলে ভাব জমানোর সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না ওরা।

পরনের স্কার্ট সামলে রেখে দু'পা একই দিক দিয়ে ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসেছে জেস। প্রথম খোঁচাটা খেল এ-ব্যাপারটা নিয়েই।

'কী হলো রূপসী?' খেঁক-খেঁক করে হাসল একজন। 'আমাদেরকে দেখে লজ্জা পাচ্ছ নাকি? প্রথমবার তো দেখলাম দু'পা দু'দিক দিয়ে ঝুলিয়ে বেশ আরামেই বসেছিলে।'

তাল মেলাল আরেকজন, 'পা ফাঁক করে বসো না আগের মতো। দেখি কেমন লাগে তোমাকে।'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল জেস। ডাচ ভাষায় কথা বলছে বোয়ারা, জেস বুঝতে পারছে সবই। জন অনুমান করে নিচ্ছে। জেসকে নিয়ে অশ্লীল-কৌতুকে মেতেছে নীচ বোয়ারা, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না ওর। চোয়াল শক্ত করল সে।

'তোমার ব্লাউজ এতখানি ছিঁড়ল কী করে?' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে জেসের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল আরেক বোয়া। 'কেনার সময়ই ছেঁড়া ছিল, নাকি এই লোকটার বিশেষ কোনও অবদান আছে?' শেষের কথাটায় জনের প্রতি ইঙ্গিত।

উত্তর দিল না জেস।

'শুধু ছেঁড়েইনি,' আবার বলল লোকটা, 'ব্লাউজে দেখছি কাদাও লেগে আছে। কী ব্যাপার? গড়াগড়ি খেয়েছিলে নাকি মাটিতে?'

'জিজ্ঞেস করো তো,' পিছন থেকে তাল মেলাল আরেকজন। 'গড়াগড়িটা কি একা খেয়েছিল, নাকি এই লোকটাও ছিল সঙ্গে?'

হা হা করে হেসে উঠল বোয়ারা সবাই। নেতা গোছের লোকটা কেবল চুপ করে রইল।

www.BanglaBook.org

জ্যাকোবাস নামের এক বোয়া বাড়াবাড়ি করে ফেলল। ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিয়ে আচমকা গতি বাড়াল সে। ছুটে এল জেসের দিকে। ইচ্ছে করে ধাক্কা দিল জেসের ঘোড়াকে। সামলাতে না-পেরে একটা হোঁচট খেল জেসের ঘোড়া। পরমুহূর্তেই লাফ দিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার দশা হলো জেসের। কোনও রকমে জন্তুটার কেশর আঁকড়ে ধরে টিকে গেল সে।

নিজেকে আর সামলাতে পারল না জন। মাথায় রক্ত উঠে গেল ওর। হাসাহাসি করে অসতর্ক হয়ে পড়েছে বোয়ারা, সুযোগটা নিল সে। খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। জ্যাকোবাসের পাশে হাজির হলো কেউ কিছু করার আগেই। সর্বশক্তিতে ঘুষি মারল লোকটার গলায়। তারপর টান মেরে জ্যাকোবাসকে ফেলে দিল মাটিতে। বেকায়দায় মাটিতে পড়ে প্রচণ্ড ব্যথা পেল লোকটা, চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে।

"ধর্, ধর্" করতে করতে ছুটে এল বাকিরা। রাইফেলের বাঁট দিয়ে জনের কাঁধে আঘাত করল একজন। ব্যথায় চোখে পানি এসে গেল বেচারার। আরেকজন রাইফেলের বোল্ট টেনে অস্ত্রটা তাক করল জনের বুকে। প্রমাদ গুনল জেস। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিল বোয়া-দলের নেতা। জনকে আড়াল করে দাঁড়াল লোকটা। কঠোর গলায় আদেশ দিল, 'খবরদার! আমার অনুমতি ছাড়া গুলি করবে না কেউ। জ্যাকোবাস যা করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে। হ্যান্স কুয়েযির বাড়িতে যাচ্ছি আমরা, সেখানে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেবো কী করা যায় ইংরেজ লোকটাকে নিয়ে। এখন কেউ ধরো জ্যাকোবাসকে। তুলে দাও ওর ঘোড়ায়। আর মুখ একেবারে বন্ধ করে রাখবে সবাই। পথে আর কোনও হাঙ্গামা চাই না আমি।'

আবার চলতে লাগল ওরা। এবার আর কোনও সমস্যা হলো না।

বেশ কিছুক্ষণ পর জনকে ডেকে কতগুলো নিচু-পাহাড় দেখাল জেস। এখনও বারো মাইলের মতো দূরে আছে পাহাড়গুলো, কিন্তু উন্মুক্ত প্রান্তরে ওগুলোর অবয়ব দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'শেষ পর্যন্ত পৌঁছুলাম মুইফন্টেইনে!' বলল জেস।

'না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। 'মুইফন্টেইনের দেখা



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছি মাত্র, পৌঁছুতে পারিনি এখনও।'

আরও আধ ঘণ্টা পর হ্যান্স কুয়েযির বাড়িতে হাজির হলো বোয়া দলটা। হাজির হলো জন আর জেসও।

কুয়েযির বাড়ি আর একশো গজ দূরে, এমন সময় রাশ টানল বোয়া দলের নেতা। আবার আলোচনা সেরে নিল নিজেদের মধ্যে। তারপর লোকটা এগিয়ে এল জেসের দিকে। পাসটা বাড়িয়ে ধরল। আশ্চর্য হলো জেস।

'তুমি যেতে পারো,' বলল লোকটা। 'কিন্তু তোমার সঙ্গীকে আটকে রাখবো আমরা। আমাদের একজনের গায়ে হাত তুলেছে সে। কাজটা ভালো করেনি। ওর ব্যাপারে আরও খোঁজ-খবর করতে হবে আমাদের।'

হতাশ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল জেস। মুখ কালো হয়ে গেছে ওর। কিন্তু অন্ধকারে দেখা গেল না ওর চেহারা। প্রায় ফিসফিস করে, শোনা যায় কি যায় না এমনভাবে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা, 'কী করবো আমি? ওরা চলে যেতে বলছে আমাকে।'

'দেরি না করে চলে যাও,' বিচ্ছেদ ঘটছে জেসের সঙ্গে—টের পেয়েও গলা যথাসম্ভব শান্ত রাখার চেষ্টা করল জন। 'এখানে থাকলে কোনও উপকার হবে না আমাদের কারোরই। ফার্মে পৌঁছুতে পারলে হয়তো সাহায্য নিয়ে আসতে পারবে আমার জন্যে।'

'চলো,' জনকে আদেশ দিল নেতা।

'বিদায়, জেস। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

'বিদায়, জন,' বলে কয়েকটা মুহূর্ত জনের চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল জেস। তারপর অশ্রু আড়াল করার জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিল। ঘুরিয়ে নিল ঘোড়ার মুখও। চলতে আরম্ভ করল।

বিচ্ছেদ ঘটল জন আর জেসের।

মুইফন্টেইনের পথে আবার রওয়ানা হলো মেয়েটা। আশপাশের সব রাস্তা চেনা আছে ওর। মূল সড়ক ধরে না-গিয়ে একটা মাঠ দিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে।

দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ ধরে এগিয়ে চলেছে জেস। মাথার উপর চাঁদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আলো। চারদিক নীরব। গাছপালা-ঝোপঝাড় অস্পষ্ট। কোথাও কেউ নেই। না মানুষ, না কোনও প্রাণী। মাঝেমধ্যে শোনা যাচ্ছে হায়েনার হাসি অথবা হরিণের মরণ-আর্তনাদ। চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে জেস। কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কিছুই। শব্দগুলো কোত্থেকে আসছে সেটাও বুঝতে পারছে না।

বিপদ ঘটল টানা তিন ঘণ্টা চলার পর।

আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘোড়াটা। ধুঁকছিল প্রথম থেকেই, উত্তেজিত থাকায় বুঝতে পারেনি জেস। খেয়াল ছিল না ওর, একটানা এতদূর চলা ঠিক হবে না।

ঘোড়ার নীচে চাপা পড়ার আগেই লাফিয়ে সরে গেল সে। কিন্তু তাল রাখতে পারল না। পিঠ দিয়ে পড়ল মাটিতে। ব্যথা পেল প্রচণ্ড। উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হলো খুব।

শ্বাস টানার চেষ্টা করছে ঘোড়াটা, কিন্তু পারছে না। মৃদু হ্রেষা ছাড়ল কয়েকবার। তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য। অগত্যা পায়ে হেঁটে মুইফন্টেইনের উদ্দেশে রওয়ানা হতে হলো জেসকে।

অনেকক্ষণ পর মুইফন্টেইনে পৌঁছাল সে। ওদের বাড়ি থেকে অনেক দূরের একটা উঁচু ঢালের উপর দাঁড়িয়ে তাকাল নীচে।

রান্নাঘরের দরজায় সারারাত বাতি জ্বলে। শীত বা গ্রীষ্ম যা-ই হোক, বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নিজের হাতে বাতি জ্বালান সাইলাস। কিন্তু আজ জ্বলছে না। আশ্চর্য হলো জেস। নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না ওর চাচা, জানে সে। তা হলে আজ কেন বাতি জ্বলছে না?

অজানা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল ক্লান্ত জেস। ঘুমে দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে ওর। খিদে পেয়েছে প্রচণ্ড। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু বাসায় না-পৌঁছানো পর্যন্ত কোনও চাহিদাই মেটানো যাবে না।

ইউক্যালিপ্টাসের সারির কাছে পৌঁছানোর পর বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো সে।

কোথায় ওদের বাড়ি? চাঁদের আলোয় কেবল পাথরের দেয়ালগুলো



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে। রান্নাঘরটাও উধাও। দেখে মনে হচ্ছে বাড়ি বলে কোনও কিছু কোনও কালে ছিল না এখানে।

চাচাকে ডাকার জন্য মুখ খুলল জেস। ঠিক তখনই ওর ডান হাত চেপে ধরল কেউ। আঁতকে উঠে ঘাড় ঘুরাল জেস।

'মিস জেস, মিস জেস,' কানের কাছে ফিসফিস করল জ্যান্ট্জে। 'বাঁচতে চাইলে কোনও আওয়াজ করবেন না।'

একই সঙ্গে কৌতূহল আর ভয়ে ছেয়ে গেল জেসের মন। অমঙ্গল আশঙ্কায় দুরুদুরু করে উঠল ওর বুকের ভিতর।

'আমার সঙ্গে আসুন,' আগের মতো ফিসফিস করে বলল জ্যান্ট্জে।

হটেনটট লোকটাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করল জেস।

ইউক্যালিপ্টাসের সারি ছাড়িয়ে মালভূমিতে হাজির হলো ওরা। তারপর একটা ঢাল বেয়ে নামল বেশ কিছুটা নীচে। একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে সামনে। চিনতে পারল জেস। কুটিরটা জ্যান্ট্জের। অদ্ভুত স্বভাবের লোকটা অনেক আগে থেকেই থাকে এখানে। একা। সাইলাস ক্রফট ওকে অনেকবার বলেছেন সবার সঙ্গে বাড়িতে থাকার জন্য, কিন্তু কোনও এক অদ্ভুত কারণে রাজি হয়নি হটেনটট জ্যান্ট্জে।

কুঁড়েঘরে ঢুকে মোমবাতি জ্বালল লোকটা। তারপর স্বাভাবিক গলায় বলল, 'অনেকদূর চলে এসেছি। আমাদের কথা শুনতে পাবে না ওরা।'

'ওরা?' কিছুই বুঝল না জেস, বোঝার কথাও নয়। 'তুমি কাদের কথা বলছ, জ্যান্ট্জে? ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলোর ওখানে কী করছিলে তুমি? আমাকে খুঁজে পেলে কীভাবে?'

'আমি আপনার পায়ের আওয়াজ পেয়েছি, মিস জেস। আমার কান খুব খাড়া। ডাক দিতে পারতাম, কিন্তু সাহস হলো না। একবার ভাবলাম ওরা বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছে মিস বেসিকে...'

'ছেড়ে দিয়েছে! মানে?'

পুরো ঘটনা খুলে বলল জ্যান্ট্জে। এমনকী স্টম্পের মৃত্যুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘটনাটাও বাদ দিল না।

জ্যান্ট্জের বলা শেষ হওয়ার আগেই কাঁদতে আরম্ভ করল জেস। নিজের অসহায়ত্ব টের পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। কী করবে সে একা? এতগুলো বোয়ার সঙ্গে কীভাবে পারবে? সঙ্গে জন থাকলে ভরসা পেত। কিন্তু ওকে হ্যান্স কুয়েযির বাড়িতে আটকে রেখেছে বোয়ারা।

কিছু একটা করতেই হবে। ভোর হওয়ামাত্রই খুন করা হবে ওর চাচাকে। তারপর বেসিকে নিয়ে কী করবে মুলার কেউ বলে না-দিলেও স্পষ্ট বুঝতে পারছে জেস। সাইলাস আর বেসি দু'জনকেই উদ্ধার করতে হবে। যেভাবেই হোক। প্রয়োজনে খুন করবে সে মুলারকে।

জ্যান্টজে বলেছে, সাপারের পর বেসির সঙ্গে দেখা করেছে মুলার। শয়তানটার হাতে তখন নোটবুকটা ছিল। কিন্তু বেসির সঙ্গে কী কথা বলেছে মুলার সেটা জানে না জ্যান্ট্জে।

দাঁতে দাঁত চাপল জেস। একবার ইচ্ছে হলো এখনই ছুটে গিয়ে খুন করে মুলারকে। কিন্তু ধরা পড়লে সব পণ্ড হবে। বেসি বা চাচা কাউকেই উদ্ধার করা যাবে না।

সুতরাং ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে এখন।

মুলারের কুকীর্তি ফাঁস করে দেওয়া যায় সরকারের লোকজনের কাছে, ভাবল জেস। কিন্তু এখন সরকারের লোক কারা? বোয়ারা। মুলারের মতো ক্ষমতাবান লোকের অপকর্মের বিচার করবে না কেউ। আরও বড় কথা—সাইলাস, বেসি, জেস, জন সবাই ইংরেজ। সুতরাং জেসের কথা কানেই তুলবে না কেউ। তা ছাড়া কাছে-পিঠে ইংরেজদের কোনও দল নেই যাদের কাছে গিয়ে সাহায্য চাওয়া যায়।

সুতরাং বোয়াদের কারও কাছে মুলারের বিচার নিয়ে গেলে উল্টো বন্দি হবে জেস। আজ হোক, কাল হোক ওর বন্দি হওয়ার খবর পাবে মুলার। জেসকে খুন করার ফন্দি আঁটবে আবার। জেস বেঁচে আছে দেখলে বুঝে যাবে জনও বেঁচে আছে। তখন ওকেও খুন করার জন্য উঠে-পড়ে লাগবে।

সুতরাং মুলারকে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাধ্য হয়েই কাজটা করতে হবে জেসকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যান্ট্জে বলেছে ফায়ারিং-স্কোয়াডের আদেশনামায় সই করেনি মুলার। সেটা দুপুরের ঘটনা। এরপর কী ঘটেছে জানে না জ্যান্ট্জে।

মুলার এখনও সই না-করে থাকলে আইনের নামে সাইলাসকে গুলি করে মারা যাবে না, বুঝতে পারছে জেস। সুতরাং নোটবুকটা চুরি করতে পারলে অথবা মুলারের সই নেই—এমন অবস্থায় শয়তানটাকে খুন করা গেলে ওর চাচা বেঁচে যাবেন।

পুরো ব্যাপারটা প্রথম থেকে আবার ভাবল জেস। না, আর কোনও উপায় নেই। ভোরের আগেই খুন করতে হবে মুলারকে। আগামীকাল ভোরে ওর লাশ পাওয়া গেলে পনেরো-ষোলোজন বোয়া হতভম্ব হয়ে পড়বে। খুনিকে ধরবে, নাকি সাইলাসকে গুলি করবে সেটা নিয়ে তর্ক জুড়ে দেবে নিজেদের মধ্যে। সেই সুযোগে জ্যান্ট্জে সহ ওরা পাঁচজন কেটে পড়তে পারবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জেস।

"দি প্যালেইশাল"-এ থাকার সময় ওকে জ্যান্ট্জের করুণ কাহিনী শুনিয়েছিল জন। সেটা মনে পড়ে গেল জেসের। আরও মনে পড়ল, জন বলেছিল, মা-বাবা-চাচা খুন হওয়ার প্রতিশোধ নিতে চায় জ্যান্ট্জে।

লোকটার দিকে তাকাল মেয়েটা। ভাবল, হটেনটট লোকটাকে কাজে লাগানো যায়। 'জ্যান্ট্জে,' ডাকল সে, 'বোয়ারা এখন কোথায় আছে বলো আমাকে।'

'বেশিরভাগ আছে ওয়্যাগন-হাউসে। কেউ কেউ পাহারা দিচ্ছে। মুলার জেগে থাকা পর্যন্ত ওদেরকে রাইফেল হাতে ঘুরতে দেখেছি আমি। মুলার ঘুমানোর পর ওরাও লাপাত্তা হয়ে গেছে। ট্রান্সভাল থেকে এক বুড়ো পাদ্রিকে ধরে এনেছে ওরা। কার্টে করে এনেছে লোকটাকে। যেতে দেয়নি, কার্টের ভেতরই ঘুমাতে বলেছে।'

'আর ফ্র্যাঙ্ক মুলার?'

'সে আছে সবচেয়ে আরামে। সঙ্গে করে একটা তাঁবু নিয়ে এসেছিল শয়তানটা। সন্ধ্যার পর দেখলাম সেটা খাটানোর চেষ্টা করছে ওর সাঙ্গপাঙ্গরা। শেষ পর্যন্ত কোথায় খাটিয়েছে বলতে পারবো না। দেখিনি।'

'আচ্ছা জ্যান্ট্জে, তোমার বাবাকে খুন করেছিল মুলার—কথাটা কি

www.BanglaBook.org

ঠিক?'

'অবশ্যই ঠিক, মিস জেস। শুধু বাবাকেই না, আমার মা আর চাচাকেও খুন করেছেন বাস্ মুলার।'

'তুমি কি সেই খুনের প্রতিশোধ নিতে চাও?'

'অবশ্যই চাই, মিস যেদিন খুন করেছেন বাস্ মুলার, সেদিন থেকেই চাই। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ পাইনি কোনও দিন।'

'যদি বলি আজ সুযোগ এসেছে?'

মালপত্রের আড়াল থেকে একটা বড় আকৃতির ছুরি বের করল জ্যান্টজে। কঠোর গলায় বলল, 'জ্যান্ট্জেকে বলুন কী করতে হবে। এই ছুরি দিয়ে বাস্ মুলারকে খুন করবে জ্যান্ট্জে।'

'শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই না, চাচা আর বেসিকে বাঁচাতে হলেও মুলারকে খুন করতে হবে। অনেক ভেবেছি আমি, কিন্তু আর কোনও বুদ্ধি আসেনি মাথায়। খুনটা করতে হবে আমাদের দু'জনকে। তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

'খুশি মনেই সাহায্য করবো আপনাকে। কীভাবে কী করবেন খুলে বলুন।'

খানিকক্ষণ ভাবল জেস। তারপর ওর পরিকল্পনা শোনাল জ্যান্ট্জেকে। শুনে উপরে-নীচে মাথা নাড়ল জ্যান্ট্জে। বলল, 'চলুন। "আকাশের বড় মানুষটা" অনেক দুঃখ দিয়েছেন আমাদেরকে। এবার দেখা যাক মুলারকেও দুঃখ দেন কি না তিনি। না দিলে বুঝবো তিনি একচোখা।'

জ্যান্ট্জের কুঁড়ে থেকে বের হতে গিয়েও কী ভেবে থামল জেস। জ্যান্ট্জে তখন এগিয়ে গেছে মোমবাতিটার দিকে। হাতে তুলে নিল। এক্ষুণি ফুঁ দিয়ে নেভাবে। হঠাৎ বলল জেস, 'একটু থামো, জ্যান্ট্জে। পেন্সিল হবে তোমার কাছে?'

আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল জ্যান্ট্জে। প্রশ্নটার আকস্মিকতায় ভেবাচেকা খেয়ে গেছে। বলল, 'কী বললেন, মিস জেস?'

'পেন্সিল হবে তোমার কাছে? একটা চিঠি লেখা দরকার।'

জ্যান্ট্জে ক-অক্ষর-গোমাংস হলেও পড়াশোনার প্রতি টান আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাইলাসের বাড়ি থেকে মাঝেমধ্যে পেন্সিল, খাতা ইত্যাদি চুরি করত সে। নিজের কুটিরে নিয়ে এসে সেগুলোতে জীব-জন্তু, ফুল-পাখি এসবের ছবি আঁকত। একদিন চুরি করার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়েছিল জেসের কাছে। কথাটা মনে পড়ায় জ্যান্টজের কাছে পেন্সিল চেয়েছে মেয়েটা।

কুটিরের এককোনায় অনেক পুরনো একটা কাঠের-সিন্দুক। সেটা খুলে কিছুক্ষণ হাতড়াল জ্যান্ট্জে। তারপর একটা ছোট্ট পেন্সিল বের করে দিল জেসকে।

'চিঠিটা লিখতে আরম্ভ করি আমি। তুমি এক কাজ করো। দেখে এসো এখন কী করছে বোয়ারা। খুব সাবধানে যাবে, যেন কেউ কিছু টের না পায়।'

'ঠিক আছে, মিস জেস। আমি সাপের মতো চলি। কেউ টের পায় না। আমি না-চাইলে কেউ দেখতেও পায় না আমাকে।'

'যাও তা হলে।'

চলে গেল জ্যান্ট্জে।

পাসটা এখনও রয়ে গেছে জেসের ব্লাউযের পকেটে। সেটা বের করল সে। এক পিঠে লেখা আছে জেনারেলের "বাণী"। উল্টোপিঠ সাদা।

কাজটা ঠিক হচ্ছে কি না একবার ভাবল জেস। তারপর মন থেকে সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে লিখতে আরম্ভ করল চিঠিটা।

BanglaBook.org

## একুশ

আকাশটা আচমকা ঢেকে গেছে মেঘে। চাঁদ-তারা সব উধাও। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ঝিরঝির বৃষ্টি হচ্ছে। চারদিক আলকাতরার মতো

www.BanglaBook.org

কালো।

সাপের মতো বুকে হেঁটে এগোচ্ছে জ্যান্টজে। ব্যাপারটা ওর জন্য পানির মতো সোজা। কিন্তু ওর সঙ্গে রাখতে পারছে না জেস। একটু পর পরই থামছে জ্যান্টজে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে কতদূর পিছিয়ে পড়ল জেস। থেমে অপেক্ষা করছে সে তখন। জেস পাশে এলে আবার চলতে আরম্ভ করছে।

রওয়ানা হওয়ার আগে জ্যান্টজে জানিয়েছে জেসকে, সব বে পাহারাদার ঘুমিয়ে গেছে। মুলারের তাঁবু চিনে এসেছে সে। তাঁবুর বাইরে অপেক্ষা করেছে কিছুক্ষণ। ভিতর থেকে মুলারের নাক ডাকার আওয়াজ শুনেছে স্পষ্ট। জ্যান্টজের মতে খুন করার জন্য সময়টা "আদর্শ"।

ঢাল বেয়ে উঠে এসে ইউক্যালিপ্টাসের সারির পাশে দাঁড়ায় ওরা প্রথমে। তারপর জ্যান্টজের ইশারায় মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে জেস। এরপর বুকে হেঁটে সন্তর্পণে এগিয়ে চলে জ্যান্টজের পিছু পিছু।

ওয়্যাগন-হাউসটা হাতের ডানে রেখে ফুল-বাগানের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। বাগানের আগাছা, আলগা নুড়ি-পাথর তুলে এনে এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছেন সাইলাস ক্রফট; স্তূপের মতো হয়ে আছে সেগুলো। স্তূপটার কাছে থামল ওরা। জেস হাঁপিয়ে গেছে বুঝে ইচ্ছে করেই থেমেছে জ্যান্টজে। হটেনটট লোকটা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। আর জেস যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে দম নিচ্ছে।

'আপনি এখানেই থাকুন, মিস জেস,' মেয়েটার কানের কাছে ফিসফিস করল জ্যান্টজে। 'আমি আরেকবার দেখে আসি কেউ জাগল কি না।' কিন্তু কিছুদূর গিয়েই ফিরে এল আবার। ছুরিটা বাড়িয়ে দিল জেসের উদ্দেশে। আগের মতোই ফিসফিসিয়ে বলল, 'এটা রাখুন। হাতে নিয়ে চলতে কষ্ট হয়।'

চলে গেল জ্যান্টজে। ডান হাত তুলে ব্লাউজের পকেট স্পর্শ করল জেস। চিঠিটা রেখেছে সেখানেই। চিঠিটা কীভাবে জনকে দেবে জানে না সে। জ্যান্টজেকে দিয়ে পাঠানো যায়। তবে পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে মুলার মারা যায় কি না সেটার উপর। যদি না-মারতে পারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শয়তানটাকে…। আর ভাবতে চাইল না জেস। আগের কাজ আগে করা যাক। তারপর অন্য কোনও উপায় ভেবে বের করা যাবে। আর ভাগ্যে না-থাকলে চিঠিটা পাবে না জন। না-হয় মনের কথা গোপনই রইল চিরকাল…।

জ্যান্ট্জে ফিরে এল এমন সময়। জেসের ভাবনায় বাধা পড়ল। মুখ তুলে জ্যান্ট্জের দিকে তাকাল সে।

'কী খবর?' ফিসফিস করে জানতে চাইল।

'না, জাগেনি কেউ। ঘুমিয়ে আছে আগের মতোই। চলুন, মিস জেস, এগোই আমরা।'

আগুনে পুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িটা পাশ কাটাল ওরা। হু হু করে উঠল জেসের বুকের ভিতর। জ্যান্ট্জের থেকে কিছুটা পিছিয়ে পড়ল সে। মনে পড়ে গেল অসংখ্য স্মৃতি। দু'চোখ বন্ধ করে সেগুলো তাড়াল জেস। এখন ভাবাবেগে আক্রান্ত হওয়ার সময় না। বেসি আর সাইলাস ক্রফটকে বাঁচাতেই হবে যেভাবে হোক।

পুড়ে ছাই হওয়া রান্নাঘর পার হয়ে সামনে বিক্ষিপ্ত কতগুলো ঝোপ। সেগুলোর একধারে এসে থামল জেস আর জ্যান্ট্জে। বিশ ফুট দূরে দেখা যাচ্ছে মুলারের তাঁবুটা।

ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা হচ্ছে এখনও। চারদিক নিকষ-কালো। মৃদু একটা আলো জ্বলছে মুলারের তাঁবুর ভিতর। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেমন অপার্থিব মনে হচ্ছে তাঁবুটা। মনে হচ্ছে কেউ যেন ডলে-ডলে ফসফরাস মেখেছে তাঁবুর কাপড়ে।

বুকের ভিতর ধুকপুক করতে লাগল জেসের। ভরসা পাওয়ার জন্য তাকাল জ্যান্ট্জের দিকে। স্থিরদৃষ্টিতে তাঁবুর দিকে তাকিয়ে আছে সে। অবিচল ভাব-ভঙ্গি।

চারদিক নীরব। গাছের পাতা থেকে নীচে ঝরে পড়ছে পানির ফোঁটা। টুপ-টুপ শব্দ শোনা যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। মৃদু বাতাসে কখনও-কখনও কাঁপছে গাছের পাতা। বুকে কাঁপন ধরানো সেই ফিসফিসানি চমকে দিচ্ছে জেসকে। খুন করা তো দূরের কথা, খুনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়াও কতখানি ভয়ঙ্কর হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটু পর-পর জ্যান্ট্জে তাকাচ্ছে জেসের দিকে। আর জেস সমানে ঢোক গিলছে। অজানা আশঙ্কায় কাঁপছে ওর মন। সামনে এগোতে ভয় পাচ্ছে সে। কিন্তু জানে যেতেই হবে ওকে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, এখন পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। ওর সাফল্য-ব্যর্থতার উপর নির্ভর করছে বেসি আর সাইলাস ক্রফটের জীবন।

'মিস জেস,' মেয়েটা অনড় হয়ে গেছে দেখে ফিসফিস করে ডাকল জ্যান্ট্জে। 'সময় নষ্ট হচ্ছে। বোয়া সৈন্যরা জেগে উঠতে পারে যে-কোনও সময়। চলুন এগোই।'

কিন্তু জেস নড়তে পারছে না। আদেশ মানছে না ওর হাত-পা। খুনি নয় সে; ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা তো দূরের কথা, কোনও দিন কল্পনাও করেনি ব্যাপারটা।

বৃষ্টি পড়ছে একটানা। তেমন ঠাণ্ডা নয় পানির ফোঁটাগুলো। কিন্তু দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে জেসের। কিছুতেই থামাতে পারছে না। আবার ডাকল জ্যান্ট্জে, 'মিস জেস, চলুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। ভোর হয়ে এল প্রায়। আকাশে মেঘ আছে বলে বোঝা যাচ্ছে না, নইলে এতক্ষণে ধূসর আলো ফুটে উঠত।'

ওর দিকে তাকাল জেস। আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে কালো লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না মোটেও। চোখ বন্ধ করল জেস। সাহস দিল নিজেকে। তারপর মাথা ঝাঁকাল একবার। জ্যান্ট্জের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, এই অন্ধকারেও জেসকে মাথা ঝাঁকাতে দেখল। বুঝে নিল সামনে এগোনোর ইঙ্গিত করছে মেয়েটা। আগে বাড়ল সে। পিছু পিছু আসছে জেস, শুনতে পেল স্পষ্ট।

তাঁবুর দু'ফুট দূরে থামল ওরা। মুলারের নাক ডাকার আওয়াজটা এখন আর তত জোরালো নয়। তার মানে ঘুম কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে লোকটার। ভিতরের লণ্ঠনের-আলো একটা অদ্ভুত ছায়া ফেলেছে তাঁবুর কাপড়ে। ফ্র্যাঙ্ক মুলারের ছায়া। খাটের উপর শুয়ে থাকা এক বিচিত্র মানব-মূর্তি যেন। নিয়মিত বিরতিতে যার বিশাল বুক ওঠানামা করছে। আরেকবার কেঁপে উঠল জেস। ওই দানবটাকে আর কিছুক্ষণ পর হত্যা করতেই হবে। চারজন মানুষের জীবন নির্ভর করছে

www.BanglaBook.org

ওই ঘুমন্ত মানুষটার মৃত্যুর উপর।

'যাও, জ্যান্ট্জে,' লোকটার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল জেস।

ছুরিটা এখন জ্যান্ট্জের কাছে। অস্ত্রটা বের করল সে। একবার তাকাল জেসের দিকে। তারপর বুকে হেঁটে এগোল। লণ্ঠনের সামান্য আলোতে দেখল জেস, তাঁবুর কাপড়ের এককোনা তুলে উঁকি দিল জ্যান্ট্জে। তারপর ঢুকে পড়ল ভিতরে। কোনও আওয়াজ হলো না।

অপেক্ষা করে রইল জেস।

এক মিনিট গেল।

তারপর কাটল দম-বন্ধ-করা আরও পাঁচটা মিনিট।

ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। আগে মুলারের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, জ্যান্ট্জে ঢোকার পর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। উৎকণ্ঠায় দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে জেসের।

আরও পাঁচ মিনিট পার হলো। এখনও কোনও শব্দ নেই। তাঁবুর কাপড়ে মুলারের ছায়ামূর্তিটা পাশ ফিরল। 'ঈশ্বর!' আপনমনে বিড় বিড় করল জেস। 'খুন করতে পারেনি জ্যান্ট্জে!'

ঠিক সেই সময় তাঁবুর কাপড় সরিয়ে বেরিয়ে এল জ্যান্ট্জে। জেসের পাশে এসে থামল।

'কী ব্যাপার?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল জেস। 'কাজ হয়নি?'

'না, মিস,' ফিসফিসে কণ্ঠ কাঁপছে জ্যান্ট্জের–শুনে জেসের হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি আরও বাড়ল, "পারিনি বাস্ মুলারকে খুন করতে। ঘুমের মধ্যে একটা বাচ্চা ছেলের মতো দেখাচ্ছে তাঁকে। বুকে বসিয়ে দেয়ার জন্যে ছুরিটা উঁচু করলাম, আর অমনি হেসে ফেললেন তিনি। দেখে শক্তি শেষ হয়ে গেল আমার। আঘাত করতে পারলাম না। আমি...আমি...পারলাম না মিস...'

দারুণ হতাশা গ্রাস করল জেসকে। জ্যান্ট্জের উপর ভরসা করেছিল সে।

কী করা যায় এখন? কী করতে পারে জেস? ভেজা হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। কাজটা ওকেই করতে হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জ্যান্ট্জের হাত থেকে ছুরিটা নিল সে। বুকে হেঁটে এগোল তাঁবুর দিকে। ঠিক জ্যান্ট্জের মতোই তাঁবুর একটা কোনা উঁচু করে উঁকি দিল ভিতরে।

একটা চৌকি দেখতে পেল প্রথমে। সেটার উপর শুয়ে থাকা লোকটা যেন ওর আজন্ম-পরিচিত। চৌকির সঙ্গে একটা ছোট্ট টুল, সেটার উপর লণ্ঠনটা রাখা। কমিয়ে রাখা হয়েছে আলো। মুলারের চেহারায় পড়েছে সেই আলোর কিছুটা।

দেখতে মোটেও বাচ্চাদের মতো লাগছে না মুলারকে এখন। দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। স্বপ্নে যেন ওর চেয়েও দশগুণ বড় কোনও দানবের বিরুদ্ধে লড়ছে—ভয়ে, আতঙ্কে বিকৃত হয়ে আছে চেহারাটা। একটু পর-পর শিউরে উঠছে মুলার। কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

ভিতরে ঢুকে পড়ল জেস।

কিন্তু জ্যান্ট্জের মতো একেবারে নিঃশব্দে ঢুকতে পারল না। তাঁবুর কাপড়ে ঘষা খেল ওর স্কার্ট। খসখস আওয়াজ হলো। ছটফট করতে থাকা মুলারের জন্য সেই আওয়াজটাই অনেক বেশি।

চোখ খুলল সে।

বরফের মতো জমে গেল জেস।

# বাইশ

'নামো ঘোড়া থেকে,' জেস মুইফন্টেইনের পথে রওয়ানা হওয়ার পর বোয়া-দলের নেতা আদেশ করল জনকে।

ভাষা না বুঝলেও কী বলা হচ্ছে বুঝতে অসুবিধা হলো না জনের। নামল সে। আদেশ পালন না-করে উপায় নেই ওর। হ্যান্স কুয়েযির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়িতে নিয়ে ঢোকানো হলো ওকে। ড্রইংরুমে এসে থামল সে।

টেবিলটা ঠিক আগের জায়গাতেই আছে—ঘরের মাঝখানে। কাঠের টুল আর সোফাগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। এককোনায় একটা বড় চেয়ারে বসে আছেন মিসেস কুয়েযি। হাতে কফি-ভর্তি একটা বড়-মগ। তাঁর মেয়ে দুটোও উপস্থিত। আজও সুন্দর করে সেজেছে ওরা। সবসময়ই বোধ হয় সেজেগুজে থাকে—ভাবল জন। একটা মেয়ের প্রেমিকও হাজির, নাম ক্যারোলাস, ঠোঁটে ব্যঙ্গের হাসি। কয়েকজন বোয়া যুবককে দেখা গেল এখানে-সেখানে বসে অলস সময় কাটাচ্ছে। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে রাইফেল।

কেউ সামান্যতম আগ্রহও দেখাল না জনের প্রতি। একজন বোয়া-সৈন্য জনের "অপরাধ" জানাল সবাইকে। সবশেষে বলল, 'জ্যাকোবাস, যাকে জন ঘোড়া থেকে টেনে ফেলে দিয়েছে, গুরুতর আহত। আমাদের সঙ্গে আপাতত যেতে পারছে না সে। ওকে যদি আজকের রাতটা আপনার এখানেই কাটানোর সুযোগ দেন তা হলে খুব ভালো হয়, মিসেস কুয়েযি।'

'ঠিক আছে,' কফির মগে চুমুক দিয়ে বললেন মিসেস কুয়েযি। 'থাকুক সে এখানে। একটা কামরা খালি করে দিচ্ছি জ্যাকোবাসের জন্যে। আর জনের ব্যাপারে কোনও চিন্তা কোরো না। আমরা আছি। অস্ত্রও আছে আমাদের সঙ্গে। পালাতে পারবে না ইংরেজ শয়তানটা।'

চলে গেল বোয়া-সৈন্যরা। আহত জ্যাকোবাস গিয়ে শুয়ে পড়ল পাশের কামরায়।

হতাশ জন হেঁটে ড্রইংরুমের আরেক প্রান্তে চলে এল। একটা খালি চেয়ার আছে এখানে। চেয়ারটার পাশে দাঁড়াল সে।

খুব ক্লান্ত লাগছে ওর। মিসেস কুয়েযিকে জিজ্ঞেস করল সে, 'বসতে পারি?'

'পারো, তবে ওই চেয়ারে না। মেঝেতে ইংরেজ আর কাফ্রিদের বসার জন্যে ওটাই উপযুক্ত জায়গা।'

জন ইতস্তত করছে দেখে কড়া গলায় আদেশ দিলেন তিনি, 'বসো!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাঙ্গামায় জড়াতে চাইল না জন। মেঝেতে বসে পড়ল।

'ইস্‌স্‌!' কফির মগে আরেকবার চুমুক দিলেন মিসেস কুয়েযি। 'কী রকম নোংরা আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে! লোকটা বোধ হয় বোয়া-সৈন্যদের ভয়ে পিঁপড়ার-গর্তে লুকিয়ে ছিল। খেতে পায়নি এক সপ্তাহ। শুনেছি আমাদের ভয়ে বেশিরভাগ ইংরেজই নাকি এখন পিঁপড়ার গর্তে গিয়ে ঢুকেছে।'

হাসির রোল উঠল ড্রইংরুমে।

ওকে নিয়েই হাসাহাসি করছে বোয়ারা, বুঝতে পেরে চোয়াল শক্ত করল জন। আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে রাগটা।

'খিদে লেগেছে তোমার?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল এক যুবক।

'পেয়েছে,' স্বীকার করল জন। সত্যিই ক্ষুধার্ত সে।

'কেউ ওর হাত দুটো পিছমোড়া করে বাঁধো তো!' হাসতে হাসতে বলল যুবকটা। 'আমরা ওর মুখে খাবার ছুঁড়ে দেবো। দেখি লুফে নিতে পারে কি না সে। কুকুরের মতো খাচ্ছে একটা ইংরেজ—দেখতে দারুণ মজা লাগবে।'

'আরে না!' চেঁচিয়ে বলল আরেকজন। 'কাঠের চামচ দিয়ে জাউ খেতে দাও ওকে। একেবারে কাফ্রিদের মতো। খেতে না-চাইলে আমি খাইয়ে দিতে পারি।'

হাসল তো বটেই, খুশিতে হাততালি দিয়ে ফেলল অনেকে। কোত্থেকে একটুকরো মাংস আর একটুকরো রুটি উড়ে এল জনের দিকে। ছুঁড়ে দিয়েছে কেউ।

খিদের কাছে হার মানতেই হলো জনকে। মাংস আর রুটির টুকরো দুটো হাত দিয়ে লুফে নিতে বাধ্য হলো সে। বুভুক্ষুর মতো খেতে লাগল।

ঘেয়ো কুকুরের দিকে যেভাবে তাকায় লোকে, সেভাবে জনকে একবার দেখে নিয়ে ক্যারোলাসের দিকে মুখ ফেরালেন মিসেস কুয়েযি। 'তোমাকে একবার কী বলেছিলাম আমি? ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কত সৈন্য আছে?'

'তিন হাজার,' চটপট উত্তর দিল ক্যারোলাস। মিসেস কুয়েযি ওর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হবু শাশুড়ি, বেশিরভাগ সময় তাঁর মন যুগিয়ে কথা বলে সে। কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যাপারটা, বিশেষ করে লাল-জ্যাকেট পরা রুইবাটযি মানে ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে কিছুতেই একমত হতে পারে না হবু শাশুড়ির সঙ্গে।

'কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে তর্ক করেছিলে। মনে আছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস কুয়েযি।

'করার কারণ ছিল হয়তো।'

'বলো তো ল্যাইং'স নেকে কতজন ইংরেজ সেনা মরেছে?'

'নয়শো,' ইংরেজ-বোয়া যুদ্ধের খবর ভালোমতো জানে ক্যারোলাস, চটপট উত্তর দিল সে।

'ইনগোগোতে?'

'ছয়শো বিশ।'

'আর মাজুবায়?'

'এক হাজার।'

'সব মিলিয়ে হলো আড়াই হাজার। বাকিরা মরেছে ব্রঙ্কার্স স্প্রুইটে। তার মানে ইংরেজ বাহিনী এখন খতম।'

'কথাটা ঠিক নয়, খালা,' আবারও তর্ক করল ক্যারোলাস। 'ইংরেজরা কিন্তু এখনও ল্যাইং'স নেক, প্রিটোরিয়া আর ওয়াকারস্ট্রুম ধরে রেখেছে। সৈন্য না-থাকলে কাজটা সম্ভব হতো না।'

'আরে নাহ্,' কথাটা উড়িয়ে দিলেন মিসেস কুয়েযি। 'ওরা ইংরেজ সৈন্য না। কাফ্রিদের নিয়ে কতগুলো মাথামোটা ইংরেজ কোনও রকমে টিকে আছে আর কী।' বলতে বলতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ক্যারোলাসের উপর। 'তোমার সাহস তো কম না! হবু শাশুড়ির সঙ্গে তর্ক করো!' আরও বাড়ল তাঁর রাগ, হাতে ধরা কফির মগটা ছুঁড়ে মারলেন হবু মেয়ে-জামাইকে লক্ষ্য করে।

সরে যাওয়ার সময় পেল না বেচারা ক্যারোলাস। সরাসরি ওর মুখে গিয়ে লাগল মগটা। নাকের হাড়ের সঙ্গে লেগে ভেঙে দু'টুকরো হলো সেটা। ক্যারোলাসের চুল আর চেহারায় ভরল কফি। প্রচণ্ড ব্যথা পেল সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'তোমার হবু-শ্বশুরের উপর ত্রিশ বছর ধরে প্র্যাকটিস চালিয়েছি, সুতরাং মিস্ হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই,' হাসলেন মিসেস কুয়েযি। 'যাও, ক্যারোলাস, হাত-মুখ ধুয়ে এসো। আর কখনোই আমার সঙ্গে তর্ক করবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? জলদি হাত-মুখ ধুয়ে এসো। এক্ষুণি সাপার সারবো আমরা।'

সাপার খেতে আরম্ভ করল ওরা। জনকে ডাকল না। খাওয়ার এক পর্যায়ে একটা ভুট্টার-রুটি ছুঁড়ে দেওয়া হলো জনের দিকে। আগের মতোই লুফে নিল জন। একবার মাত্র তাকাল রুটিটার দিকে, তারপর খেতে লাগল।

সাপার শেষ করে যার-যত-খুশি মদ গিলতে আরম্ভ করল বোয়ারা। অনভ্যস্তদের মাতাল হতে সময় লাগল না। বাকিদেরও মাতাল হতে দেরি নেই। একই সঙ্গে খুশি আর শঙ্কিত হলো জন। সবাই মাতাল হয়ে পড়লে ওর পালাতে সুবিধা হবে। আবার মাতাল অবস্থায় ওর উপর চড়াও হতে পারে অতি উৎসাহী কেউ।

আশঙ্কাটাই সত্যি হলো।

'ভাইয়েরা,' এক অর্ধ-মাতাল বোয়া-যুবক চেঁচাল ষাঁড়ের মতো, 'আমাদের একজন সৈন্যকে এই ইংরেজ কুত্তাটা আহত করেছে। কোনও দোষ ছিল না সৈন্যটার। তবুও ওর ওপর হাত তুলেছে এই শয়তানটা। ঘটনাটার প্রতিশোধ নেয়া উচিত আমাদের।'

'বাদ দাও,' বলল আরেকজন। 'গিলছ গিলো চুপচাপ। হাঙ্গামা করে লাভ নেই। আগামীকাল ওকে নিয়ে যাওয়া হবে গভর্নর ফ্র্যাঙ্ক মুলারের কাছে। সে-ই বিচার করবে।'

এই যুবক বয়সে বড়, গায়ে-গতরেও বিশাল। তাই আর কিছু বলল না কেউ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর টলতে টলতে কোথায় যেন চলে গেল লোকটা। তখন আবার উন্মত্ত হয়ে উঠল বাকিরা।

'ভাইসব,' আহ্বান জানাল প্রথমজন। 'প্রতিশোধ নেয়া উচিত আমাদের।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল অনেকেই।

সুতরাং প্রত্যেকে যার-যার রাইফেল হাতে নিল। জনকে ঘিরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ধরল ওরা। কেউ নল দিয়ে ওর পেটে গুঁতো দিচ্ছে, আবার কেউ বাঁট দিয়ে ওর পিঠে মারছে বাড়ি। আঘাত সামলাতে না-পেরে শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো সে। কিন্তু উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তেই। বুঝতে পারছে পাল্টা আঘাত না করলে ওকে মারতে-মারতে মেরে ফেলবে বোয়ারা।

বেশি কাছে চলে এসেছিল এক বোয়া, ওর কোমরে ঝুলানো রিভলভার কেড়ে নিল জন। পরমুহূর্তেই ঘুষি মেরে চিত করে দিল লোকটাকে। এরপর দৌড়ে গিয়ে এককোনায় দাঁড়াল। ইংরেজিতে চেঁচিয়ে বলল, 'যে আমার কাছে আসার চেষ্টা করবে তাকে গুলি করবো আমি।'

মাতালগুলোর মাতলামি বন্ধ হয়ে গেল। জনের কথা ভালোমতোই বুঝতে পেরেছে ওরা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল প্রত্যেকে। হাতে রাইফেল থাকা সত্ত্বেও গুলি করতে পারছে না। জনকে আটকে রাখতে বলা হয়েছে, খুন করতে বলা হয়নি।

মগের আঘাত লেগে ক্যারোলাস এমনিতেই রেগে ছিল, এবার আকণ্ঠ-গেলা মদের প্রভাবে বীরত্ব দেখাতে গেল। বাঁট সামনের দিকে দিয়ে নিজের রাইফেলের নল চেপে ধরল সে। এক বাড়িতে জনের মাথা ফাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। আচমকা জনের দিকে দৌড়ে গেল সে, কুড়াল দিয়ে কোপ দেওয়ার ভঙ্গিতে রাইফেল চালাল জনকে লক্ষ্য করে।

নিচু হয়ে আঘাতটা এড়াল জন। রাইফেলের বাঁট গিয়ে লাগল একটা চেয়ারে, ভেঙে গেল চেয়ারটার পিঠ। ক্যারোলাসের দিকে রিভলভার তাক করল জন।

এতক্ষণ চুপচাপ বসে সব দেখছিলেন মিসেস কুয়েযি, এবার চেয়ার ছাড়লেন তিনি। দ্রুত হেঁটে এসে দাঁড়ালেন জন আর ক্যারোলাসের মাঝখানে। হবু মেয়ে-জামাইকে বাঁচানো দরকার।

'সরো, এক্ষুণি সরো,' ক্যারোলাসকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন তিনি। 'কী শুরু করেছ তোমরা সবাই? আমার বাড়ি কি কুস্তি লড়ার জায়গা? ইচ্ছে হলে বাইরে গিয়ে যত খুশি হল্লা করো, কিন্তু এখানে আর নয়।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টলছিল ক্যারোলাস, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে না-পেরে অজ্ঞান হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। উৎসাহ হারাল বাকিরা, সরে গেল দূরে।

ঘুরে জনের দিকে তাকালেন মিসেস কুয়েযি। 'শোনো, রুইবাটযি,' কণ্ঠ শুনে জনের মনে হলো প্রসন্ন চিত্তে ওকে ধমকাচ্ছেন ভদ্রমহিলা, 'এই একটু আগেও তোমাকে পছন্দ করতাম না আমি। কিন্তু এখন করি। কেন জানো? তোমার সাহস আছে। এতগুলো লোকের সঙ্গে একা লড়তে ভয় পাওনি তুমি। রিভলভার ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনাটা বিশেষভাবে দাগ করে আমার মনে। এই লোকগুলোর কোনও ঠিক নেই। ওরা এখন দূরে সরে গেছে, হয়তো একটু পর ফিরে আসবে আবার। হামলে পড়বে তোমার ওপর। আমি...চাই না...আমার বাড়িতে কোনও সাহসী লোক খুন হোক। চাইলে চলে যেতে পারো তুমি,' হাত তুলে দরজার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

নিজের কানকে বিশ্বাস হলো না জনের। নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল সে।

'কী হলো? যেতে ইচ্ছে করছে না তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস কুয়েযি।

বিড় বিড় করে ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে দরজার দিকে পা বাড়াল জন।

'মনে রেখো,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বললেন মিসেস কুয়েযি, 'তোমার জীবনের জন্যে আমার কাছে ঋণী হয়ে রইলে তুমি।'

'মনে রাখবো,' দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল জন।

চারদিক নিকষ-কালো। দিক অনুমান করে নিয়ে আধ ঘণ্টা একটানা হাঁটল জন। কিন্তু তারপরই কেমন সন্দেহ হতে লাগল ওর। আরও দশ মিনিট পর নিশ্চিত হলো, পথ হারিয়েছে সে। অগত্যা ফিরতে হলো কুয়েযির বাড়ির কাছে। এবার দিক পাল্টে রওয়ানা হলো আবার।

কুয়েযির বাড়ি থেকে মুইফন্টেইন দশ মাইল দূরে। ঠিক পথে একটানা চললে পাঁচ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা না। একটানাই চলল জন। মাঝেমধ্যে হায়েনার হাসি বা তিন-চার মাইল দূরে থাকা সিংহের



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গর্জন শুনে থামল সে। গাছে চড়ল নিজের নিরাপত্তার জন্য। হায়েনার দলটা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে বুঝে আবার নামল গাছ থেকে। হাঁটতে লাগল মুইফন্টেনের উদ্দেশে।

অনেকক্ষণ পর একটা অস্পষ্ট, বিরাট, কালো মূর্তি ধরা দিল জনের দৃষ্টিসীমায়। মুইফন্টেইন পাহাড়—অনুমান করল সে। ক্লান্তিতে চলতে চাইছে না শরীর, কিন্তু সাইলাস ক্রফট আর তাঁর দুই ভাতিজির বিপদের কথা মনে করে হোঁচট খেতে খেতে আরও আধ মাইল এগোল সে। পাহাড়টার দিকে আবারও তাকিয়ে বুঝল, ওর অনুমান ভুল হয়নি। ওটাই মুইফন্টেইন পাহাড়।

কিন্তু সাইলাস ক্রফটের বাড়িটা কোন্‌দিকে—হাতের ডানে না বামে, মনে করতে পারল না সে। হাতের দু'দিকেই ইউক্যালিপ্টাসের সারি। শুধু তা-ই নয়, মালভূমিও আছে একাধিক। ঠিক কোন্‌টা ধরে এগোলে বুড়ো সাইলাসের বাড়িতে হাজির হবে বুঝতে পারছে না জন। থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সে।

ঠিক ওই মুহূর্তে মুলারের তাঁবুর এককোনা দিয়ে ভিতরে ঢুকছে জ্যান্ট্‌জে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে অনেক আগেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে জন। দ্বিধায় ভুগছে এখনও। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। পাহাড়টা বামে রেখে ডান দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই, একটা-দুটো করে চারটা মালভূমিও পার হয়েছে, অথচ সাইলাস ক্রফটের বাড়ির কোনও নিশানা নেই।

একটা অনুচ্চ-টিলায় চড়ে দিগন্ত-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরটা দেখল জন। ডানে-বামে-সামনে-পিছনে তাকাল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না কোনও কিছুই। সাইলাস ক্রফটের বাড়ি জ্বলে ছাই হয়ে গেছে—জানে না সে, বাড়িটা দেখতে না-পাওয়ার কারণ অনুমান করতে পারছে না তাই।

হতাশ হয়ে টিলা থেকে নামল সে। উল্টো পথে রওয়ানা হলো।

ভুল করল জন।

সাইলাস ক্রফটের বাড়ি থেকে সরে যেতে লাগল ক্রমশ।

জেস

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চারদিকে গাছপালা, ইউক্যালিপ্টাসও কম নেই–ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেখতে একই রকম লাগছে সব। ঠিক পথেই চলেছি–ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলল জন। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে দূরে, আরও দূরে সরে গেল সাইলাস ক্রফটের বাড়ি থেকে, সাইলাস ক্রফট থেকে, বেসির থেকে।

নিজের অজান্তেই লিউয়েন ক্লুফে হাজির হলো জন। এবার চারদিকে তাকিয়ে ভুলটা বুঝতে পারল সে। কিন্তু ফেরার বদলে ভেজা মাটিতেই বসে পড়ল। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে ওর শরীর। আর চলছে না পা দুটো। বারো ঘণ্টার বেশি হলো কিছু খায়নি সে–কুয়েযির বাড়িতে খাওয়া দু'টুকরো রুটি আর একটুকরো মাংস ছাড়া। এতক্ষণ একটানা হেঁটে তৃষ্ণায় শুকিয়ে গেছে গলা। তার উপর গত দু'রাত বলতে গেলে ঘুমায়নি। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটানা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, মৃত্যুর ভয়। শারীরিক-মানসিক অবসাদের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে জন নেইল।

আর পারল না সে, চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। চরম ক্লান্ত জন দু'চোখ বন্ধ করার আগে ফিসফিস করে বলল, 'পারলাম না, জেস। ক্ষমা কোরো আমায়।'

রাতের ঠাণ্ডা বাতাস সাক্ষী হয়ে রইল সেই বাক্যটার।

BanglaBook.org

# তেইশ

চোখ খুলেছে বটে, কিন্তু ঘুম যায়নি মুল্যারের। লণ্ঠনের দিকে তাকাল সে। আগের মতোই জ্বলছে সেটা। যতখানি কমিয়ে রেখেছিল আলো, ঠিক সেরকমই আছে। দুঃস্বপ্নটা সত্যিই ভয়ঙ্কর ছিল, নিজেকে প্রবোধ

www.BanglaBook.org

দিয়ে পাশ ফিরল সে। ঘুমিয়ে পড়ল দশ সেকেন্ডের মধ্যেই।

চেপে রাখা দম যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে ছাড়ল জেস। পাগলা ঘোড়ার মতো ওর হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছিল এতক্ষণ, বাকি শরীর স্থির হয়ে গিয়েছিল মরা-কাঠের মতো। মুলারের চেহারার দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে। মুলার ওকে দেখতে পেলে...আর ভাবতে চাইল না জেস।

শয়তানটার নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাইরে বৃষ্টির মধ্যেও জেগে উঠেছে ভোরের পাখি। একটু পর পর ডাকছে। বৃষ্টি থেমে মেঘ সরে গেলেই ভোরের আলো ফুটে উঠবে। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়।

ডান দিকে কাত হয়ে শুয়েছে মুলার। বিশাল হাতটা চৌকির কোনা দিয়ে নেমে এসেছে মাটিতে। চিকন ঘাসের ডগা ছুঁয়ে আছে আঙুলগুলো। বাম হাতটা ভাঁজ করে রেখেছে মাথার নীচে। ওর পরনে শার্ট আর ট্রাউযার্স, পায়ে মোজা নেই। শার্টের উপরের দুটো বোতাম খোলা। গলা অনাবৃত। বুকের কাছে উঠে গেছে শার্টটা। বিশাল ভুঁড়িটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

তাকিয়ে আছে জেস। দেখছে মুলারকে। হাতে ধরা ছুরিটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক ভারী মনে হচ্ছে। মাটি ছেড়ে কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারছে না সে। এদিকে বয়ে যাচ্ছে সময়।

দ্বিধা-আশঙ্কা-ভয়-পাপবোধ সব একসঙ্গে চেপে ধরেছে জেসকে। ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু কর্তব্যবোধ যেতে দিচ্ছে না ওকে। আটকে রেখেছে মুলারের তাঁবুতে।

'তোর ছোট বোনটাকে দেখে রাখতে পারবি?' কানের কাছে হঠাৎ ফিসফিস করল কে যেন।

চমকে তাকাল জেস। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। তা হলে কথা বলল কে? বেসির কথা মনে হলো কেন হঠাৎ?

ঘুমন্ত মুলারের দিকে আরেকবার তাকিয়ে উত্তরটা পেতে দেরি হলো না ওর। উঠে দাঁড়াল সে। কয়েক কদম এগিয়ে চৌকির পাশে দাঁড়াল। মুলারের চেহারার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল কিছুটা।

www.BanglaBook.org

শয়তানটার মাথার কাছে দেখা যাচ্ছে একটা নোটবুক। সাইলাস ক্রফটকে গুলি করে মারার আদেশ লেখা আছে সেটায়। নোটবুকটা গায়েব করে দিতে পারলে কী হবে বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হলো না জেসের। হাত বাড়িয়ে নোটবুকটা স্পর্শ করল সে। আলতো করে টান দিল।

নোটবুকটা চাপা পড়েছে ঘুমন্ত মুলারের মাথার নীচে। জোরাজুরি করতে হলো জেসকে। নোটবুকটা মুক্ত হলো বটে, কিন্তু মাথার নীচ থেকে আচমকা সরিয়ে নেওয়ায় টান লাগল মুলারের চুলে।

এতক্ষণ ডান দিকে কাত হয়ে থাকা মুলার চিত হলো এবার। ওর ঘুম ভেঙে গেছে আবার। চোখ খুলেই ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে থাকা জেসকে দেখল সে।

লণ্ঠনের মৃদু আলোতে মুলারের চেহারাটা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েই আছে সে। কিছুক্ষণ পর ভাবের প্রকাশ ঘটল সেই দৃষ্টিতে। প্রথমে ভয়, তারপর আতঙ্ক ফুটে উঠল মুলারের দু'চোখে।

জেসকে চিনতে ভুল হয়নি প্রবল-প্রতাপশালী ফ্র্যাঙ্ক মুলারের।

এই মেয়েকেই নিজের হাতে গুলি করে খুন করেছে সে! খরস্রোতা নদীতে ডুবে যেতে দেখেছে কার্ট। মুলার জানে সাঁতরাতে পারে না জেস, তাই গুলি খেয়ে না-মরলেও পানিতে ডুবে মরার কথা মেয়েটার। কিন্তু সেই জেস-ই দাঁড়িয়ে আছে সামনে। একেবারে জীবন্ত। দু'চোখে সিংহীর চেয়েও হিংস্র দৃষ্টি। ওর হাতের ছুরিটা যেন মুলারের যম।

ভাবনাগুলো এক মুহূর্তেই খেলে গেল মুলারের মাথায়। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না সে। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিশ্চল হয়ে গেছে। বিমূঢ়তা কাটাতে পারছে না কিছুতেই।

আর দেরি করল না জেস। ছুরিটা তুলে ধরল মাথার উপর। পর মুহূর্তেই সেটা সজোরে নামিয়ে আনল মুলারের উপর···চেঁচিয়ে উঠল মুলার···

তাঁবুর বাইরে বের হয়ে এল জেস। রক্তাক্ত ছুরিটা এখনও হাতে ধরে রেখেছে সে। একবার তাকাল ছুরিটার দিকে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল দূরে। মুলারের চিৎকারে নিশ্চয়ই জেগে গেছে বোয়ারা, ভাবল সে।

ছুটে পালাচ্ছে জ্যান্টজে। শোনা যাচ্ছে তার পদশব্দ। হই-চই শুরু হয়ে গেছে মুলারের সঙ্গীদের ওয়্যাগনে। একটা-দুটো করে আলো জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে। ইতিমধ্যেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে কয়েকজন।

হঠাৎ-কোত্থেকে জানে না জেস, প্রচণ্ড আতঙ্ক এসে ধরল ওকে। কে যেন জানান দিল ওর মনে, পালাও। ঘুরল সে। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট লাগাল যত জোরে সম্ভব। কেউ দেখল না ওকে, কেউ ওর পিছু নিল না। বরং ছুটন্ত জ্যান্টজের পিছু নিল বোয়ারা। দৌড়াতে দৌড়াতে গুলির শব্দ শুনতে পেল জেস। গতি আরও বাড়াল সে।

পাগলের মতো চলছে জেসের হৃৎপিণ্ড। ওর মনে হচ্ছে আগুন ধরে গেছে ওর মগজে। ছুটছে সে। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে জানে না কিছুই।

মুইফন্টেইন পাহাড় পার হয়ে এল জেস। পার হয়ে এল দুটো মালভূমি। হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল দু'বার। উঠল আবার। দৌড়াতে লাগল আগের মতো। আবারও হোঁচট খেল, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। পড়েই রইল বেশ কিছুক্ষণ।

জেসের মনে হচ্ছে আর কিছুক্ষণ পর ছিঁড়ে পড়ে যাবে ওর মাথাটা। একটা অপার্থিব শোঁ-শোঁ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে সে। আর দম নিতে পারছে না সে। ফেটে যেতে চাইছে ওর ফুসফুস। হাঁ করে দম নিচ্ছে সে, তারপরও ফুসফুসের চাহিদা মিটছে না।

উঠে দাঁড়াল সে। পালাতে হবে। যে-করেই হোক। ধরা পড়া চলবে না কিছুতেই। ওর হাতে ধরা নোটবুকটা উধাও। দৌড়ানোর সময় পড়ে গেছে হাত থেকে, জানতেও পারেনি জেস। এখনও ব্যাপারটা খেয়াল করল না সে। একটা মাত্র চিন্তা কাজ করছে ওর মাথায়–পালাতে হবে।

আর দৌড়ানোর ক্ষমতা নেই ওর। হাঁপাতে হাঁপাতে আগে বাড়ল সে। দু'হাতে খামচে ধরেছে পরনের ব্লাউয। আসলে ধরতে চাইছে ওর



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফুসফুস দুটো, যেন সেখানে হাত দিলেই আগের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবে।

হুমড়ি খেয়ে অনেকবার পড়ে গেল জেস। কিন্তু উঠে দাঁড়াল প্রতিবারই। কতক্ষণ পর জানে না নিজেও, লিউয়েন ব্লুফে হাজির হলো সে।

বুঝতে পারছে জেস, মারা যাচ্ছে সে আতঙ্কে, অবসাদে।

আপনা থেকে বন্ধ হয়ে আসতে চাচ্ছে ওর চোখ দুটো। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল মেয়েটা। পর মুহূর্তেই পড়ে গেল। না চাইতেই বন্ধ হয়ে এল দু'চোখ।

'ঈশ্বর!' ফিসফিস করে বলল জেস, 'ক্ষমা করো আমাকে। ফ্র্যাঙ্ক মুলারকে খুন না-করে উপায় ছিল না আমার।...বেসি, ক্ষমা করে দিস্ তোর এই বোনটাকে। জনকে ভালোবাসি আমি। ওকে বিয়ে করে সুখী হ তুই!...ঈশ্বর! মরার আগে একটা বার যদি দেখতে পেতাম আমার জনকে!' জন সামনে দাঁড়িয়ে আছে কল্পনা করে চোখ খুলল জেস।

বৃষ্টি থেমে গেছে কিছুক্ষণ আগে। মেঘ সরে গেছে অনেকখানি। আকাশে ফুটেছে ভোরের ধূসর-আলো। সেই আলোতে দেখল জেস, ছ'ফুট দূরে শুয়ে আছে ওর প্রিয়তম। আশ্চর্য হলো না জেস। যা দেখতে পাচ্ছে সেটা সত্যি না মিথ্যা যাচাই করল না—জানে যাচাই করার সময় নেই ওর; দু'কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো কিছুটা। কনুইয়ে ভর দিয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগল জনের দিকে।

কাছে পৌঁছে জনের কাঁধে মাথা রেখে জীবনের শেষ শ্বাসগুলো নিল জেস। চিঠিটা বের করল ব্লাউযের পকেট থেকে। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল জনের শার্টের পকেট। চিঠিটা ঢুকিয়ে দিল সেখানে। তারপর শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে উঁচু হলো। দু'হাতে ভর দিয়ে আরও কিছুটা এগোল জনের দিকে। প্রিয়তমের ঠোঁটে প্রথম এবং শেষবারের মতো চুমু খেল সে। মাথা নামিয়ে রাখল জনের বুকে। তারপর দম নিল একবার, কিন্তু আর ছাড়ল না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জনের বুকে মাথা রেখে জনের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল জেস। পলক পড়ছে না চোখের। পড়বেও না আর কোনও দিন।

জেসের প্রেমের শুরু হয়েছিল এই লিউয়েন ক্লুফে, প্রেমটা শেষ হলো একই জায়গায়।

# চব্বিশ

দু'বছর পরের কথা।

জন নেইল এখন ইংল্যান্ডের রুটল্যান্ডশায়ারে। চাকরি করে সে। ওর কোম্পানি জমি বেচা-কেনার দালালি করে।

বেসিকে অনেক আগেই বিয়ে করেছে সে। দু'জনের ছোট্ট, গোছানো সংসার এখন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার এক বছরের মাথায় মারা গেছেন সাইলাস ক্রফট।

জন আর বেসির জন্য সাইলাস ছিলেন বড়-গাছের মতো। যেন ছায়া দিতে রাখতেন সব সময়। তাঁর মৃত্যুতে প্রথমে খুব ভেঙে পড়ে জন আর বেসি দু'জনই, তারপর সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে সামলে নেয় ধাক্কাটা।

কুয়াশা-ঢাকা এক সন্ধ্যায় অফিস শেষে ফিরছে জন। বেশ খানিকটা পথ হেঁটে ফিরতে হয় ওকে। ব্যাপারটা খারাপ লাগে না ওর কাছে। সূর্য ডুবতে দেরি হয় আজকাল, কুয়াশার চাদর মুড়ি দেওয়া সেই ক্লান্ত সূর্যটা দেখতে ভালো লাগে ওর।

আজও, ওদের ছোট্ট বাড়িটা যখন দেখা যাচ্ছে রাস্তার এ-মাথা থেকে, মুখ তুলে পশ্চিমে-ঢলে-পড়া সূর্যটা দেখল সে। সারাটা দিন খুব খাটুনি গেছে আজ। অস্তগামী সূর্যের লালিমা অকারণেই উদাস করে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিল ক্লান্ত জনকে। রাস্তার একপাশে, কাঠের বেঞ্চির উপর বসে পড়ল সে। কিছুটা হাঁটলেই বাড়ি, কিন্তু দেরি করে ফিরতে ইচ্ছে করছে ওর।

প্রথমে আলস্যের কাছে, তারপর ফেলে আসা দিনগুলোর কাছে আত্মসমর্পণ করল জন। মনে পড়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটানো বিক্ষুব্ধ দিনগুলোর কথা।

রোদজ্বলা দুপুর। উন্মত্ত উটপাখি। ডানা-কাটা পরীকে হার মানানো বেসি। দিলদরিয়া সাইলাস ক্রফট। ফ্র্যাঙ্ক মুলার–পরাক্রমশালী এক দুর্বৃত্ত। নিঃস্বার্থ বন্ধুর মতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হ্যান্স কুয়েযি। একরাতে ওর সাহস দেখে মুগ্ধ হওয়া মিসেস কুয়েযি। হটেনটট জ্যান্টজে আর অকালে ঝরে যাওয়া মউটি। ইংরেজ বনাম বোয়া যুদ্ধ। টুকরো টুকরো আরও কতগুলো ঘটনা।

এবং, জেস।

হু হু করে উঠল জনের বুকের ভিতর। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। রাস্তার ধারের ফুল গাছগুলো এক লহমায় ইউক্যালিপ্টাসে পরিণত হলো যেন। রুটল্যান্ডশায়ারের প্রায়-নির্জন রাস্তাটা পাল্টে গিয়ে হলো লিউয়েন ক্লুফ।

নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে জনের। বুকের উপর ভারী কিছু একটা চেপে বসেছে। ঘুম-ঘুম চোখ মেলে তাকাল জন। জেসকে দেখে হাসল। প্রিয়তমা শুয়ে আছে ওর বুকের উপর মাথা রেখে–এর চেয়ে মধুর স্বপ্ন আর কী হতে পারে? আবার ঘুমিয়ে পড়তে গিয়ে বুঝল জন, চোখের পলক পড়ছে না জেসের।

লাফিয়ে উঠে বসল সে। ঘুম বিদায় নিয়েছে ওর চোখ থেকে।

'জেস,' ডাকল জন।

সাড়া নেই।

'জেস,' হাত বাড়িয়ে মেয়েটার কাঁধ স্পর্শ করল জন।

তবুও সাড়া নেই।

'জেস, ওঠো। আমাদেরকে যেতে হবে। বাঁচাতে হবে তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাচা আর বেসিকে।'

উঠল না জেস।

রাতের ঘুম শেষে জেগে উঠল প্রকৃতি। চোখ মেলে তাকাল সূর্য। হরেক পাখির হাজার ভাষায় কথা বলতে লাগল আরেকটা দিন। প্রাণের সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল একটা বেবুন; জৈবিক তাড়নায় এগিয়ে গেল একটা ঝোপের দিকে, ছিঁড়ে নিল বুনো ফল। রাতের বৃষ্টির ফোঁটাগুলো সূর্য-তাপে জীবন্ত হয়ে ডানা মেলল অসীম আকাশ-পানে। অজানার পথে ভেসে চলা ছেঁড়া মেঘেরা স্বাগত জানাল তাদের।

চারদিকে প্রাণের ছোঁয়া, প্রাণের উচ্ছ্বাস, প্রাণের বহিঃপ্রকাশ; একমাত্র জেস মৃত।

কাঁদল জন। প্রথমে ডুকরে, পরে চিৎকার করে, শেষে বুক চাপড়ে। ওই মাতমে সাড়া দিল না কেউ, সাক্ষী হয়ে রইল কেবল লিউয়েন ক্লুফ।

প্রিয়তমার মৃত্যুর শোক নিজের অন্তর দিয়ে আড়াল করে উঠে দাঁড়াল জন একসময়। অশ্রুর শেষ ফোঁটাটুকুও মুছে ফেলল চোখ থেকে। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে নিল জেসকে। দিনের আলোয় পথ চিনতে কষ্ট হচ্ছে না আর, সাইলাস ক্রফটের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলো সে।

ততক্ষণে বোয়ার দল মুলারের লাশ পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেছে। তাঁবুর বাইরে পাওয়া গেছে ছুরি, জ্যান্ট্‌জেকে ছুটে পালাতে দেখেছে একাধিক বোয়া; কাজেই মুলারের হত্যাকারী কে—বুঝতে অসুবিধা হয়নি ওদের। মুলারের খাস চাকর হেনড্রিক লাপাত্তা, তাই বোয়ারা ভাবল জ্যান্ট্‌জে আর হেনড্রিক মিলে কুকর্মটা করেছে।

বোয়াদের বেশিরভাগই ভবঘুরে দুর্বৃত্ত, টাকার লোভে জুটেছিল মুলারের সঙ্গে। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগল ওরা। একদল বলল, যে-কাজে এসেছে সেটা শেষ করা যাক, সাইলাস ক্রফটকে গুলি করে মারা হোক। আরেক দলের যুক্তি—মুলারের নোটবুকটা কোথায়? সেটা ছাড়া সাইলাসকে মারলে খুন করা হবে। পরে সেই খুনের দায়-দায়িত্ব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বহন করবে কে?

উত্তর দিতে পারল না খুনের পক্ষে থাকা বোয়াদের দলটা।

সিদ্ধান্ত নিতে না-পেরে সাইলাস ক্রফট আর তাঁর ভাতিজি বেসি ক্রফটকে ছেড়ে দিল ওরা। তারপর কেটে পড়ল একে একে। যাওয়ার আগে ভস্মীভূত-বাড়ির পিছনে কয়েকটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের আড়ালে কবর দিয়ে গেল মুলারকে। ট্রান্সভালে পৌঁছেই মুলারের খুন হওয়ার ঘটনাটা রাষ্ট্র করল ওরা।

মুক্তি পেয়ে কী করবেন ভাবছেন সাইলাস, বিহ্বল হয়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেসি; হঠাৎ দেখল ওরা, ইউক্যালিপ্টাসের সারির একপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে একজন শক্ত-সমর্থ লোককে। লোকটা পাঁজাকোলা করে নিয়ে আসছে কাউকে।

মিনিটখানেক পরই ওরা বুঝতে পারল লোকটা কে আর ওর কোলের মেয়েটাই বা কে।

জেসের লাশ দেখে সাইলাস ক্রফট আর বেসির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা আর মনে করতে চায় না জন। দু'গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রু মুছল সে।

জেসকেও কবর দেওয়া হলো বাড়ির পিছনে। মুলারের কবর থেকে দশ ফিট দূরে। বোয়াদের মতো সাইলাস ক্রফট, বেসি আর জনও ধরে নিল, জ্যান্টজে আর হেনড্রিক মিলেই খুন করেছে মুলারকে। আসল ঘটনা জানতেও পারল না কেউ। লিউয়েন ক্লুফে কেন গেল জেস—অনেক ভেবেও অনুমান করতে পারল না কেউ।

জেসের আত্মত্যাগের কাহিনী অজানাই রইল সবার কাছে।

'জন,' জেসকে কবর দেওয়া হয়ে গেলে ভাঙা গলায় বললেন সাইলাস ক্রফট, 'এই দেশটা ইংরেজদের জন্যে নয়। ফ্র্যাঙ্ক মুলার মরেছে, কিন্তু ওর বদলে হাজির হতে পারে আরেকজন। আমাদের মেরে মুইফন্টেইন দখল করবে হয়তো। এরচেয়ে ভালো আমরাই সব কিছু ছেড়েছুঁড়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যাই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল জন।

নেটালে চলে এল ওরা তিনজন—সাইলাস, বেসি আর জন। স্ট্যান্ডার্ড ব্যাঙ্ক অভ নিউক্যাসলে জনের দেওয়া এক হাজার পাউন্ড রেখেছিলেন সাইলাস, তুলে নিলেন টাকাটা। তারপর ইংল্যান্ডগামী একটা জাহাজে চড়ে বসলেন জন আর বেসিকে নিয়ে।

জাহাজের ডেকে একা দাঁড়িয়ে ছিল জন। সমুদ্রের নীল পানির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল জেসের কথা। জোরালো বাতাস বইল এমন সময়, জনের পরনের শার্টে একটা টান দিয়ে গেল বাতাসটা। শার্টের বুকের কাছটা বোতামহীন, বাতাসে এলোমেলো হয়ে গেল তাই। ঠিক করতে হাত তুলল জন। বুক-পকেটটা ফোলা ফোলা লাগছে, বুঝতে পারল হঠাৎ।

কিছু না-ভেবেই হাতটা বুক-পকেটে ঢোকাল সে। বের করে আনল বোয়া-বাহিনীর গভর্নরের দেওয়া পাসটা। পাসটা ওর বুক-পকেটে এল কী করে—ভাবতে ভাবতে মেলে ধরল চোখের সামনে। কিন্তু আদেশনামা নয়, চোখে পড়ল জেসের প্রথম এবং শেষ প্রেমপত্র:

"জন,

বিদায়। খুব তাড়াহুড়ো করে লিখছি এই চিঠি। তোমার জন্য আমার প্রথম এবং হয়তো শেষ চিঠি এটা। বুঝতে পারছি সুন্দর করে লেখা উচিত। কিন্তু সুন্দর-সুন্দর কথাগুলো মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে। যে-কথাটা তোমাকে জানানো হয়নি এতদিন সেটা এই চিঠির মাধ্যমে জানাতে চাই।

সেই এগারো বছর বয়স থেকে আমি মুইফন্টেইনে। পুরুষ বলতে চাচা সাইলাস ক্রফট আর ফ্র্যাঙ্ক মুলারের সঙ্গেই দেখা হতো বেশিরভাগ সময়। তাই তুমি যখন এলে, না-চমকে পারলাম না। মনে হলো স্বপ্নপুরুষের দেখা পেয়েছি।

অনেক, অনেকবার কথাটা বলতে চেয়েছি তোমাকে। কিন্তু পারিনি। আজ লিখতে গিয়েও হাত কাঁপছে। কেন জানো? মা মারা যাবার সময় তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যে-করেই হোক বেসির খেয়াল রাখবো।

www.BanglaBook.org

আমি বড় বোন, আত্মত্যাগ তো আমাকেই করতে হবে; তা-ই না?

হয়তো আর কখনও আমাদের দেখা হবে না। না হলেই ভালো। পৃথিবীটা অনেক বড় জায়গা, লুকিয়ে থাকা যায় ইচ্ছে করলেই। আমিও না-হয় লুকিয়ে গেলাম কোথাও। তুমি হয়তো খুঁজবে আমাকে, কিন্তু পাবে না।

আর আমি?

আমি অপেক্ষা করে থাকবো তোমার জন্যে। আমরণ। মৃত্যুর পরও। স্বর্গে বা নরকে। যেখানে, যখন থাকি না কেন।

জানি না কত বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। হয়তো দশ, পনেরো, বিশ হাজার বা একলক্ষ বা তারও বেশি বছর। প্রয়োজন হলে অনন্ত কাল। কিন্তু অপেক্ষা করবো আমি।

ভুলে যেয়ো না আমাকে। যদি পারো নির্জনে বসে মাঝেমধ্যে ভেবো আমার কথা। স্বপ্নপুরুষ, আমি ভালোবাসি তোমাকে; আমার মতো আর কেউ কোনও দিন ভালোবাসেনি তোমাকে, বাসবেও না। আমাকে মনে রাখলে মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকবো আমি।

যদি কোনও এক শেষ-রাতে ঘুম ভেঙে যায় তোমার আর মনে পড়ে আমাকে, কান পেতে রেখো প্রিয়তম, মৃদু বাতাস ফিসফিস করে জানাবে কেমন আছে জেস। লিউয়েন ক্লুফে এক ঝোড়ো-সন্ধ্যায় মনের কথাটা চোখের ভাষায় বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে, বুঝতে পারোনি তুমি, এরপর যেন আর ভুল না হয়।

বিদায়, জন।

—জেস।"

দমকা বাতাসটা আবার হামলা চালাল জনের উপর। ওর হাত থেকে ছুটে গেল চিঠিটা। গিয়ে পড়ল সমুদ্রের পানিতে। অপলক তাকিয়ে রইল জন। মিনিটখানেক পর দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় আর দেখতে পেল না জেসের চিঠিটা।

দু'গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রু হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুছল জন। ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল ওর বাড়ির দিকে। ওই তো, কাঠের গেটটার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছে দাঁড়িয়ে আছে জেস। ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি। দু'চোখে মায়াবি ঝিলিক। একদৃষ্টিতে জনের দিকেই তাকিয়েই আছে মেয়েটা।

ডুকরে কেঁদে উঠল জন। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার, আর গাছ থেকে পাতা-খসে-পড়ার-আওয়াজ ঢেকে দিল ওর কান্নার শব্দ। পথচারীরা দেখল, রাস্তার ধারের বেঞ্চে বসে উদাস দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি।

আর জন দেখল, জেসের হাসিটা চওড়া হলো আরেকটু। ফিসফিস করে ডাকল সে, 'জেস, জেস!'

সাড়া দিল না কেউ।

***

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG